কোর্-আন্ শরীফ

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক

মূল কোর্-আন্ শরীফ হইতে অনুবাদিত।
ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফ্‌সির অবলম্বনে টীকা লিখিত।

"পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্ত নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য।"

"পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়. তাহার পরে (অন্ত) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা সমাপ্ত হইবে না; নিশ্চয় ঈশ্বর বিজেতা ও বিজ্ঞানময়।"
কোর্-আন্ শরীফ, সূরা লোক্‌মান, ৩ রকু।

চতুর্থ সংস্করণ
১৩৪৩ সাল; ১৯৩৬ খৃঃ

নববিধান পাব্‌লিকেশন কমিটী
"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির"
৯৫, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

সংস্করণ পরিচয়

প্রথম সংস্করণ, ১০০০ কপি, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে, খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড শেরপুরে "চারুযন্ত্রে" মুদ্রিত হয়। পরবর্ত্তী দুই খণ্ড কলিকাতায় "বিধানযন্ত্রে" মুদ্রিত হয়। প্রায় পাঁচ বৎসরে ১৮৮১-১৮৮৬ খৃঃ, সম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন স্বয়ং সমস্ত তত্ত্বাবধান করেন। সম্পূর্ণ অনুবাদ ১৮৮৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১০০০ কপি, সম্পূর্ণ গ্রন্থ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে, অনুবাদক কর্ত্তৃক, একটী বিশদ বিজ্ঞাপন সহ, ১৮৯২ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ কলিকাতায় "দেবযন্ত্রে" প্রায় তিন বৎসরে ১৮৮৯-১৮৯২ খৃঃ মুদ্রিত হয়।

তৃতীয় সংস্করণ, ১০০০ কপি, সম্পূর্ণ গ্রন্থ, অনুবাদক কর্ত্তৃক ১৯০৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ, প্রায় দুই বৎসরে ১৯০৬-১৯০৮ খৃঃ, কলিকাতায় "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

চতুর্থ সংস্করণ, ১০০০ কপি, সম্পূর্ণ গ্রন্থ, "নববিধান পাব্‌লিকেশন কমিটীর" উদ্যোগে, কলিকাতায় "আর্ট প্রেসে," ১৯৩৬ খৃঃ প্রায় ছয় মাসে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয় কুমার লধ ও প্রকাশকের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। অনুবাদক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত "কোরাণ শরিফ" স্থলে বর্ত্তমানে চলিত "কোর্-আন্ শরীফ" বানান ব্যবহৃত হইল। কয়েক স্থলে আয়ত ও রকুর সংশোধন করা হইল, মুখবন্ধে শ্রদ্ধেয় মৌলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ লিখিত "শ্রদ্ধা-নিবেদন" প্রদত্ত হইল।

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক "নববিধান পাব্‌লিকেশন কমিটী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বি, এ, কর্ত্তৃক "আর্ট প্রেস," ২০, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

শ্রদ্ধা-নিবেদন

করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে

কোর্-আন্ আল্লার শাশ্বতবাণী, বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মুক্তি সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্যে, সর্ব্বজগৎস্বামী আল্লার পক্ষ হইতে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফার নিকট প্রকাশিত—ইহা কোর্-আনের নিজের দাবী এবং মুছলমান সমাজের সমবেত বিশ্বাস।

দীর্ঘকাল যোগযুক্ত অবস্থায় অতিবাহন করার পর, হজরত মোহাম্মাদ প্রথম "অহি" বা ভাববাণী লাভ করেন, ৪১ বৎসর বয়সের প্রথম ভাগে। সেই হইতে তাঁহার জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত, দীর্ঘ ২৩ বৎসর ব্যাপিয়া কোর্-আনের ক্ষুদ্র বৃহৎ এক একটী অংশ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইতে থাকে। হজরত মোহাম্মাদের সহচরগণের মধ্যে কয়েকজন লোক "কাতেবুল্-অহ্য়্" বা ভাববাণীর লেখক বলিয়া আখ্যাত হইতেন। তাঁহার নিকট কোন ভাববাণী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাই ইঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। এইরূপে লিখিত কোর্-আনের অংশগুলি, স্বয়ং হজরতের তত্বাবধানে ও তাঁহারই বাসস্থানে একটী সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষিত হইত। ইহা ব্যতীত হজরতের সহচরবর্গ নিজেদের ব্যবহারের জন্যও কোর্-আনের আয়ৎ ও ছূরাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে সমস্ত কোর্-আন্, হজরত মোহাম্মাদের আদেশ ও নির্দ্দেশ মতে এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত হজরতের বহু সহচরও কোর্-আনের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মুছলমান সমাজে "হাফেজ" বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছেন, অমুছলমান পাঠকগণও ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কোর্-আনের সম্পূর্ণ ত্রিশখণ্ড ইঁহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন বলিয়া ইঁহাদিগকে হাফেজ বা স্মৃতিধর উপাধি দেওয়া হয়। কোর্-আন্ অতি যত্নে ও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখার এই প্রথা হজরত মোহাম্মাদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। স্বয়ং হজরত ও তাঁহার বহুসংখ্যক ছাহাবা (সহচর) সম্পূর্ণ কোর্-আন্কে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে হাফেজদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং বর্ত্তমান সময় এইরূপ হাফেজের সংখ্যা এক লক্ষের কম হইবে না বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহা ব্যতীত নামাজের প্রত্যেক রেক্আতে কোর্-আনের কতক অংশের আবৃত্তি করিতে হয়। এজন্যও প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ মুছলমান কোর্-আনের অন্ততঃ কএকটা ছূরা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে বাধ্য হন। ফলতঃ হজরত

মোহাম্মাদের নিকট যে কোর্-আন্ প্রকাশিত হইয়াছিল, অবিকল তাহাই এখনও মুছলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার কুত্রাপি বিন্দু বিসর্গেরও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, ভবিষ্যতে তাহার কোন সম্ভাবনাও নাই। জগতের ধর্ম্মগ্রন্থগুলির ইতিহাসে ইহা কোর্-আনের একটি গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য সার উইলিয়ম মুইরের ন্যায় প্রতিকূল সমালোচকও অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, "There is probably no other book which has remained twelve centuries with so pure a text."

কোর্-আন্ সর্ব্বপ্রথমে হজরত আবু-বক্রের সময় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকে আবার তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমানকে "জামেউল্-কোর্-আন্" বা কোর্-আন্-সঙ্কলক উপাধি দিয়া থাকেন। এই ধারণাগুলি সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে। হজরত মোহাম্মাদের সময় কোর্-আন্ লিখিত হইয়াছিল বিভিন্ন চামড়ার টুকরার এবং প্রস্তর ও অস্থিখণ্ড প্রভৃতির উপর। হজরত আবু-বক্র সুবিজ্ঞ ও সুনিপুণ লিপিকারদিগের দ্বারা সেগুলিকে একখণ্ড পুস্তকে, যথাযথ তরতীব অনুসারে, নকল বা সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমানের সময় এছলাম ধর্ম্ম বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই সময় তিনি হজরত আবু-বক্রের সঙ্কলনের কয়েকখানা নকল এছলাম-শাসিত বিভিন্ন জনপদে সরকারীভাবে পাঠাইয়া দেন মাত্র।

ভারতবর্ষে পার্শী, উর্দ্দু এবং (সম্ভবতঃ) ব্রজভাষায় কোর্-আনের অনুবাদ হইয়াছে বহু যুগ পূর্ব্বে। কিন্তু তিনকোটি মুছলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা, তাহাতে কোর্-আনের অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশের কোন মণীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তখন আরবী পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত মোসলমানের অভাব বাংলা দেশে ছিল না। তাঁহাদের মধ্যকার কাহারও কাহারও যে বাংলা সাহিত্যের উপরও যথেষ্ট অধিকার ছিল, তাঁহাদের রচিত বা অনুবাদিত বিভিন্ন পুস্তক হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তাঁহাদের একজনেরও ঘটিয়া উঠে নাই। এই গুরু কর্ত্তব্যভার বহন করার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তুত হইলেন বাংলার একজন হিন্দু সন্তান, ভাই গিরীশচন্দ্র সেন—বিধান-আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নির্দ্দেশ অনুসারে। গিরীশচন্দ্রের এই অসাধারণ সাধনা ও অনুপম সিদ্ধিকে জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাংলা ও আরবী, দুইটী পরস্পর বিপরীত ধাতুসম্পন্ন ভাষা। তাহার উপর আরবী সাহিত্যের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বাংলা ভাষায় আরবী পুস্তকের সঠিক অনুবাদ নাবান যে কি দুরূহ ব্যাপার, এই পথের পথিকরাই সম্যক্‌ভাবে তাহার

উপলব্ধি করিতে পারেন। ভাই গিরীশচন্দ্র তাঁহার অনুবাদের প্রথম সংস্করণের (১২৯২ সাল) ভূমিকায় বলিয়াছেন—"অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে আরব্য ভাষা যেরূপ অনুকূল, এমন পূর্ণ ভাষা যে সংস্কৃত, তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে পরাস্ত। আরবীয় একটী কথার ভাব ব্যক্ত করিতে বাংলা ভাষায় প্রায় তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ কথা প্রয়োগ করিতে হয়।" সাধারণ আরবী ভাষার এই অবস্থা, কোর্-আনের সাহিত্য আবার ইহার মধ্যে নানাগুণ-বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কোর্-আনের অনুবাদ সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র কথা নহে। কোর্-আনের হউক, অথবা অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থের হউক, তাহার অনুবাদক ও টীকাকারের জন্য কেবল সাহিত্যগত জ্ঞানই যথেষ্ট জ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তাঁহার পক্ষে আরও দরকার হয় সেই গ্রন্থের ভাবগত পরিবেষের সহিত সত্যকার পরিচয়ের। শুধু ইহাই নহে। ধর্ম্মগ্রন্থকে কেবল বিদ্যাগত বা জ্ঞানগত করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও আমরা এই মহান সাধনার অনধিকারী বলিয়াই মনে করিব। এক্ষেত্রে সব চাইতে বেশী দরকার হয়, সেই গ্রন্থকে নিজের আত্মগত করিয়া লওয়া। কারণ ধর্ম্মগ্রন্থের আসল কাজ কারবার হইতেছে মানুষের আত্মিক জগতের সহিত এবং ন্যায় দর্শনাদি সাধারণ জ্ঞান-শাস্ত্রের সহিত স্বর্গীয় ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের প্রধান পার্থক্যও বোধ হয় এইখানে। ফলতঃ এই ব্রত যাপনের জন্য চাই-সেই শাস্ত্রের মূল ভাবধারার প্রতি লেখকের অন্তরের গভীর নিষ্ঠা। কোর্-আনের প্রথম বঙ্গানুবাদক ও হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফার প্রথম বাঙ্গালী চরিতকার ভক্তিভাজন ভাই গিরীশচন্দ্রের এ সমস্ত গুণই ছিল, তাই তাঁহার সাধনা সার্থক হইয়াছে।

ভাই গিরীশচন্দ্র ভক্ত, সাধক ও অসাধারণ তেজোদৃপ্ত কর্ম্মযোগী। তাঁহার গুণ গরিমার পরিচয় দিতে যাওয়ার ধৃষ্টতা আমার নাই, তাঁহার কর্ম্মজীবনের সমালোচনা করার অবকাশও এক্ষেত্রে নাই। শুনিয়াছি, কোর্-আনের ও অন্যান্য এছলামী ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ-প্রকাশের গুরু দায়িত্ব গিরিশচন্দ্রের উপর ন্যস্ত করার সময় কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"তোমার জীবন মহাপুরুষ মোহাম্মাদের 'স্পিরিটে' মহিমান্বিত ও অনুপ্রাণিত হউক!" তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সব সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে এই প্রার্থনাটী সার্থক হইয়া আছে, এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আজ এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। বাংলার তিন কোটি মুছলমান জনসাধারণকে তাহাদের আল্লার, রছুলের ও কোর্-আনের সহিত পরিচিত করিয়াছেন সর্ব্বপ্রথমে তিনিই। তাঁহারই অক্লান্ত সাধনার সম্যক্ ফলেই বাংলার পাঁচ কোটি অধিবাসী কোর্-আন্ শরীফের, এছলাম ধর্ম্মের ও হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফার স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিয়াছে। তাই গুরু হিসাবে, অগ্রপথিক হিসাবে এবং সত্যের অবিচল সেবক হিসাবে, তাঁহার প্রতি অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতেছি।

আমার বেশ স্মরণ আছে, শৈশবে পিতার সঙ্গে দুইবার গিরীশচন্দ্রের বাসভবনে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধর্ম্মালাপ হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন গিরীশচন্দ্র বাবাকে বলিয়াছিলেন—"আজও দেখছি, খোকাকে সঙ্গে করে এনেছেন।" বাবা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"ছেলে মানুষ করা বড় দায়, ভাইছাহেব! তাই কেতাব পড়ানর চাইতে বেশী দরকার মনে করি সৎসঙ্গের।" গিরীশচন্দ্রের সেদিনকার সেই "খোকা" গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসাবে, তিন কোটি বাঙ্গালী মুছলমানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছে।

বিনীত—
মোহাম্মাদ আকরম খাঁ

কলিকাতা
১লা নভেম্বর, ১৯৩৬

কয়েক জন মৌলবি সাহেবের লিপি

TO THE AUTHOR OF THE BENGALI TRANSLATION OF THE KORAN, CALCUTTA.

REVD. SIR,

We the undersigned have most carefully and attentively read and compared with the original the first two parts of your valuable production, viz., the Bengali translation of the Koran, and our curiosity is not less excited to find it to be such a faithful and literal translation from a classic language as the Arabic—which varies so widely in its construction from all other languages of the world.

As we are Mahomedans by faith and birth, our best and hearty thanks are due to the author for his disinterested and patriotic effort and the great troubles he has taken to diffuse the deep meaning of our Holy and Sacred religious book, the Koran, to the public.

The version of the Koran above quoted has been such a wonderful success that we would wish the author would publish his name to the public, to whom he has done such a valuable service, and thus gain a personal regard from the public.

Lastly in our humble and poor opinion we think that the book may be very useful, particularly to the Mahomedans, if the style could be rendered a little easier so as to be understood by the less erudite.

We have the honor to be,
REVD. SIR,
Your most obedient servants,
AHMUD ULLAM,
Late Arabic senior scholar of the Calcutta Madrashah,
ABDUL ALA,
ABDULAZIZ.

CALCUTTA,
The 2nd March, 1882.

(ইংরাজী পত্রের অনুবাদ।)

কোর্‌-আন্‌ গ্রন্থের বাঙ্গলা অনুবাদক মহাশয়েষু

কলিকাতা।

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

আমরা নিম্নলিখিত কয়জন সাবধানে ও সমনোযোগে আপনার বঙ্গভাষায় কোর্‌-আনের অনুবাদ প্রথম দুই খণ্ড পাঠ করিলাম, এবং মূল গ্রন্থের সহিত আপনার মহামূল্য অনুবাদের তুলনা করিলাম। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি কিরূপে এতাদৃশ উদার আনুপূর্ব্বিক প্রকৃত অনুবাদ করিতে সমর্থ হইলেন। বিশেষতঃ যখন আরব্যতুল্য পুরাতন ভাষা পৃথিবীর অন্য অন্য সকল ভাষা হইতে অতিশয় ভিন্ন।

আমরা বিশ্বাসে ও জাতিতে মোসলমান। আপনি নিঃস্বার্থভাবে জনহিতসাধনের জন্য যে, এতাদৃশ চেষ্টা ও কষ্টসহকারে আমাদিগের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ কোর্‌-আনের গভীর অর্থপ্রচারে সাধারণের উপকারসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, এজন্য আমাদিগের অত্যুত্তম ও আন্তরিক বহু কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি দেয়।

কোর্‌-আনের উপরি উক্ত অংশের অনুবাদ এতদূর উৎকৃষ্ট ও বিস্ময়কর হইয়াছে যে, আমাদিগের ইচ্ছা, অনুবাদক সাধারণসমীপে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন। যখন তিনি লোকমণ্ডলীর এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সেবা করিতে সুক্ষম হইলেন, তখন সেই সকল লোকের নিকটে আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার উপযুক্ত সম্ভ্রম লাভ করা উচিত।

পরিশেষে আমাদিগের ক্ষুদ্র ও বিনীত বক্তব্য যে, আমরা বোধ করি, এই পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল করিতে পারিলে, অল্পশিক্ষিত সাধারণ মোসলমানগণের বিশেষ উপকারী হইবে।

শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের সহিত আপনার বশীভূত ভৃত্য

আহমদোল্লা

কলিকাতা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তিধারী

আবদোল্‌ আলা

আবদোল্‌ আজিজ

২রা মার্চ্চ, ১৮৮২

কলিকাতা

ঢাকা হইতে প্রাপ্ত

শ্রদ্ধেয় বাবু মহা গৌরবান্বিত গৌরবাভিজ্ঞ সর্ব্বদা তাঁহার কৃপা হউক।

আকিঞ্চনরূপ উপহার প্রদানানন্তর নিবেদন এই।

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত বকর সূরার দুই খণ্ড প্রশংসিত ও সম্মান্য কোর্-আন্ দীনের নিকটে সমাগত হইয়া পুরাতন বন্ধুতার সূত্রকে নবীভূত করিয়াছে। দীন ক্ষুদ্র জ্ঞানে মহাশয়ের অনুবাদ গৌরবান্বিত পুণ্যাত্মা শাহ্ আবদোল্কাদেরের উর্দ্দু অনুবাদের এবং তফ্সির হোসেনার অনুরূপ প্রাপ্ত। প্রকৃত পক্ষে মহাশয় এ বিষয়ে সমূহ গলদ্ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ইহা আরব্য, পারস্য ও উর্দ্দু ভাষানভিজ্ঞ লোকদিগের উপদেশের কারণ হইয়াছে। পরমেশ্বর পেগাম্বর ও তাঁহার মহামান্য সন্ততিগণের গৌরবানুরোধে অনুগ্রহকারী বন্ধুকে সরল পথ ও সত্য পথ প্রদর্শন করুন। ১০ই ফাল্গুন, ১২৮৮ সন।*

প্রার্থী—আলিমোদ্দিন্ আহমদ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত কোর্-আন্ শরীফ অনুবাদক মহাশয়

মান্যবরেষু

মহাশয়ের বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত কোর্-আন্ শরীফ দুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া অতি আহ্লাদের সহিত পাঠ করিলাম। এই অনুবাদ আমার বিবেচনায় অতি উত্তম ও শুদ্ধরূপে টীকা সহ হইয়াছে। আপনি তফ্সির হোসেনী ও শাহ্ আবদোল্ কাদেরের তফ্সির অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত টীকা লিখিয়াছেন, এজনের ক্ষুদ্র বিদ্যা বুদ্ধিতে যে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ করি যে, এপর্য্যন্ত কোর্-আন্ শরীফের অবিকল অনুবাদ অন্য কোন ভাষাতেই এরূপ হয় নাই, এবং আমি মনের আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, আপনি যে ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে যার পর নাই পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদ করিয়াছেন, ইহার ফল ঈশ্বর আপনাকে ইহ ও পরকালে প্রদান করুন। ইতি সন ১২৮৮, ৬ই ফাল্গুন।

নিবেদক

শ্রীআবুয়ল্ মজফ্ফর আবদুল্লা

---

* ইহা পারস্যপত্রের অনুবাদ। আমাদের যন্ত্রালয়ের পারস্য অক্ষরের অভাব হেতু মূলপত্র প্রকাশ করা যাইতে পারিল না।

যশোহর কাজিপুর হইতে প্রাপ্ত

শ্রীযুক্ত মৌলবি আফ্‌তারোদ্দিন সাহেবের পত্রাংশ

বহুমানাস্পদ—

শ্রীযুৎ কোর্‌-আন্‌ অনুবাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

মহাশয় !

আমরা আপনার ১ম ভাগ কোর্‌-আন্‌ প্রাপ্ত্যান্তে পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। অনুবাদক মহাশয় যে প্রকার গুরুতর পরিশ্রম, যত্ন এবং ভূরি অর্থব্যয়ভার বহন স্বীকার করিয়া এতাদৃশ গ্রন্থপ্রচাররূপ কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহাতে আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। এই পুস্তকের বাঙ্গলা অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ট ও প্রাঞ্জল এবং ইহা যে একটি উপাদেয় পদার্থ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ফল কথা, পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইলে, কেবল অনুবাদকের নয়, দেশের বিশেষতঃ বাঙ্গালি জাতির গৌরব বাড়িবে, সন্দেহ নাই। অনুবাদক মহাশয় এই গ্রন্থ প্রচার করিয়া দেশের একটি মহদভাব-মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এজন্য তিনি আজীবন প্রশংসার্হ থাকিবেন। দেশহিতৈষী মহোদয়গণের ইঁহাকে উৎসাহ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। ইনি অতি দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সাধারণের উৎসাহ ব্যতিরেকে ইঁহার কৃতার্থতা লাভ করা কঠিন।

ভূমিকা

পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য ভাষায় বাইবেল পুস্তক অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যে প্রচার হওয়ায় সাধারণের পক্ষে তাহা যাহার পর নাই সুলভ হইয়াছে। তজ্জন্যই দেবাত্মা ঈসার দেবচরিত্র ও তাঁহার স্বর্গীয় জীবন-প্রদ উপদেশ সকল বাইবেলে সহজে পাঠ করিতে পারিয়া, নানা দেশের নানা জাতীয় অগণ্য লোক আলোক ও জীবন লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিধানমণ্ডলীভুক্ত ভূমণ্ডলের একটি প্রধান ও পরাক্রান্ত জাতি মোসলমান, তাঁহাদের মূল বিধান-পুস্তক কোর্-আন্ শরীফ শুদ্ধ তাঁহাদের মধ্যেই দুরূহ আরব্য ভাষারূপ দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে বদ্ধ রহিয়াছে। অন্য জাতির নিকট মোসলমানেরা কোর্-আন্ বিক্রয় পর্য্যন্ত করেন না; অপর লোকে তাহা পড়িবে দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও পায় না। অন্য জাতির মধ্যে আরব্য ভাষার চর্চ্চাও বিরল। কেহ কোর্-আন্ হস্তগত করিতে পারিলেও ভাষাজ্ঞানের অভাবে তাহার মর্ম্ম কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ইহা কতিপয় মোসলমান মৌলবীর একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। মৌলবী শাহ্ রফিয়োদ্দিন উর্দ্দুভাষায় এবং শাহ্ অলি আল্লা ফতেহোর্-রহমাণ নামে পারস্যভাষায় কোর্-আনের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা মূল পুস্তকের সঙ্গে একত্র সম্বদ্ধ আছে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পাওয়া যায় না। সেই অনুবাদিত পুস্তকদ্বয় সুপ্রাপ্য হইলেও উর্দ্দু ও পারস্যভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা অন্ধজনের পক্ষে দর্পণের ন্যায় নিষ্ফল। ইংরাজী ভাষায় কোর্-আনের অনুবাদ প্রচার হইয়াছে সত্য; কিন্তু এ দেশে তাহা সচরাচর প্রাপ্য নহে। অপিচ যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে উহা প্রাপ্ত হওয়া না হওয়া তুল্য। আমি আরব্যভাষা-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক বন্ধু বঙ্গভাষায় মূল কোর্-আন্ অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন, এ বিষয়ে আমি কোন কোন মোসলমান বন্ধু কর্ত্তৃকও বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হই। কোর্-আন্ অধ্যয়ন ও তাহা অনুবাদ করাই আরব্যভাষাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ার আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বন্ধুদিগের আগ্রহে ও স্বীয় কর্ত্তব্যানুরোধে ঈশ্বরকৃপায় আমি এক্ষণে কোর্-আন্ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকটন করিয়াছি।

যাহাতে কোর্-আনের মূল “আয়ত” (প্রবচন) সকলের অবিকল অনুবাদ হয়,

তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন করা হইয়াছে। তদনুরোধে বঙ্গভাষার লালিত্যরক্ষার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারা যায় নাই। কিন্তু আরব্যভাষার প্রণালী বঙ্গীয় ভাষার প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গলা বাম দিক্ হইতে লিখিত হইয়া থাকে, আরবী ঠিক তাহার বিপরীত দক্ষিণ দিক্ হইতে লিখিত হয়। বচনবিন্যাসপ্রণালীও সেইরূপ। সাধারণতঃ কর্ত্তৃপদ পূর্ব্বে স্থাপিত ও সমাপিকা ক্রিয়া অন্তে সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গলা ভাষার বাক্য সমাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রায়শঃ আরব্য বাক্যের আরম্ভে সমাপিকা ক্রিয়ার ও অন্তে কর্ত্তৃপদের প্রয়োগ হয়। অনেক স্থলে বঙ্গভাষার কর্ত্তৃকারক ব্যক্ত ও ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে, আরব্যভাষায় তাহার বিপরীত; অর্থাৎ কর্ত্তৃকারক অব্যক্ত, ক্রিয়াপদ ব্যক্ত হইয়া থাকে; ক্রিয়াপদের পুরুষ, লিঙ্গ ও বচনের চিহ্ন দ্বারা কর্ত্তা নির্ণয় করিতে হয়। অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে আরব্য ভাষা যেরূপ অনুকূল, এমন পূর্ণ ভাষা যে সংস্কৃত, তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে পরাস্ত। আরবীয় একটী কথার ভাব ব্যক্ত করিতে বাঙ্গলা ভাষায় প্রায় তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ কথা প্রয়োগ করিতে হয়। এই উভয় ভাষার পদবিন্যাসপ্রণালী ইত্যাদির বহু বিভিন্নতাহেতু কোর্-আনের প্রবচন সকল আরব্য ভাষার রীতি অনুসারে বাঙ্গলা ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে; অতএব আমাকে অনুবাদে বঙ্গভাষার বচনবিন্যাসপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হইয়াছে। বিশদরূপে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে যে স্থানে দুই একটী অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা ( ) এই চিহ্নের মধ্যে ব্যবস্থাপিত করা গিয়াছে। দুরূহ বাক্যের টীকা ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল প্রায়ই কোর্-আনের পারস্য ভাষ্য পুস্তক “তফ্সির হোসেনী” এবং “শাহ্ আবদোল্কাদেরের” উর্দ্দু ভাষ্য অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি কোর্-আনে উক্ত বাক্যের অর্থবোধ ও অনুবাদে এই দুই ভাষ্য হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

কোর্-আন্ শব্দের অর্থ পাঠ,—কোর্-আনের অপর নাম “কলামাল্লাহ” (ঈশ্বরবাণী)। সময়ে সময়ে মহাপুরুষ মোহম্মদ জগতের কল্যাণার্থ প্রচার করিতে যে সকল প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তকে একত্র সম্বদ্ধ হইয়া কোর্-আন্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মোসলমানেরা ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া কোর্-আনকে অত্যন্ত সম্মান করেন। কোর্-আন্ অধ্যয়ন ও শ্রবণে বহু পুণ্য লিখিত আছে। সমুদায় মোসলমান কোর্-আনের মতানুসারে চলিতে বাধ্য। কোর্-আন্‌কে কোনরূপ অতিক্রম করিলে মহাপাতকী হইতে হয়। কোর্-আন্ পাঠকালে পাঠকের নিম্নলিখিত নীতি সকল পালন করা বিধেয়। যথা—দন্তধাবন, ওজু (বিশেষ নিয়মানুসারে হস্তপদমুখাদি

প্রক্ষালন) করিয়া অধ্যেতা শুদ্ধ ভূমিতে শুদ্ধ সঙ্কল্পসহকারে পশ্চিমাভিমুখে বসিবেন। তিনি মস্‌জেদে বসিতে পারিলে উত্তম হয়; কোর্-আন্ শরীফকে বিশুদ্ধ উচ্চাসনের উপর অর্থাৎ রহল ইত্যাদির উপর সংস্থাপন করিবেন; প্রথমতঃ "অউজ বেল্লাহ্" (ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই) ও "বেস্‌মাল্লাহ্" (ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি) উচ্চারণ করিয়া, দীনভাবে ও বিনীত অন্তরে শুদ্ধরূপে পড়িবেন। অধ্যেতা "সূরা তওবা" ব্যতীত প্রত্যেক "সূরার" (অধ্যায়ের) পূর্ব্বে "বেস্‌মাল্লাহ্" বলিবেন, এবং অধ্যয়নকালে অন্য কোন কথা উচ্চারণ করিলে, পুনর্ব্বার পাঠারম্ভ করার পূর্ব্বে "বেস্‌মাল্লাহ্" বলিবেন, এবং ইহা বোধ করিবেন যে, তিনি পরমেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন ও যেন তাঁহাকে দেখিতেছেন। যদি এরূপ অবস্থা না হয়, তবে তিনি মনে করিবেন যে, ঈশ্বর তাঁহাকে দেখিতেছেন ও নিষেধ বিধি করিতেছেন; সুসংবাদজনক প্রবচনপাঠে প্রফুল্ল হইবেন, এবং ভীতিজনক প্রবচন অধ্যয়নকালে ভীত ও রোরুদ্যমান হইবেন।

মূল কোর্-আন্ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিবার জন্য ত্রিশ বত্রিশ প্রকার আক্ষরিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোর্-আনের বঙ্গীয় অনুবাদপুস্তকে আরবীয় সেই সকল আক্ষরিক চিহ্ন ব্যবহারে প্রয়োজনাভাব বলিয়া তাহার প্রয়োগ হইল না। প্রত্যেক আয়তের অন্তে বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। কোর্-আনের প্রত্যেক সূরার অন্তর্গত আয়ত সকলের সংখ্যা ১, ২, ৩, করিয়া প্রত্যেক আয়তের অন্তে ও সমুদায় আয়তের সংখ্যার সমষ্টি সূরার আরম্ভে লিখিত আছে। কোর্-আন্ অধ্যয়ন কালে বিশেষ বিশেষ আয়তে মস্তক অবনত করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিরত থাকিতে হয়। এইরূপ নমন-কার্য্যকে "রকু" বলে। কোর্-আন্ পাঠের বা নমাজের ব্যবচ্ছেদরূপে "রকু" ব্যবহৃত হয়। সূরা সকলের প্রারম্ভে প্রত্যেক সূরার "রকুর" সমষ্টি লিখিত আছে। কোর্-আনের ভিন্ন ভিন্ন সূরার অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট ১২টি আয়তে সেজ্‌দার (নমস্কারের) বিধি আছে। কোর্-আন্ শরীফ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত, সেই এক এক ভাগের নাম "সিপারা"। প্রত্যেক ভাগকে আবার চারি অংশে পৃথক করা হইয়াছে। প্রত্যেক অংশের শেষ ভাগে ক্রমে "রোবা" ও "নোস্‌ফা" এবং "সোলোসা" (চতুর্থাংশ, অর্দ্ধাংশ এবং তৃতীয়াংশ) এরূপ লিখিত আছে। যে যে বচন হইতে "সিপারা" সকলের আরম্ভ, সেই সেই বচনের প্রথম শব্দানুসারে সেই সমস্ত সিপারার নাম হইয়াছে। যথা "আলম্মা" "সইয়কুলু" "তেল্‌কর্‌রোসোলো"। নরপতি হোজ্জাজের রাজত্বকালে তাঁহার আদেশে কোর্-আনের এইরূপ বিভাগ হয়। আবার সমগ্র কোর্-আন্ ৬০ ভাগে বিভক্ত, এই প্রত্যেক ভাগের নাম "খর্ব্ব"; এবং আরও অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাকে "মানকা" বলে। কোর্-আন্ পাঠ ও তাহা ক্রমে মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্য এই সকল বিভাগ হইয়াছে। ন্যূনকল্পে তিন দিন ও অনধিক চল্লিশ

দিনের মধ্যে কোর্-আন্ সম্পূর্ণ পাঠ করা বিধি। মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রচারবন্ধু মহাত্মা ওস্মান শুক্রবার রজনীতে কোর্-আন্ পাঠ আরম্ভ করিয়া বৃহস্পতিবার সমাপ্ত করিতেন। তদনুসারে কোর্-আন্ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিভাগের নাম "মঞ্জেল"। সিপারা, থর্ব্ব, মানকা, মঞ্জেল অনুসারে কোর্-আন্ ১১৪ ভাগে বিভক্ত। অনুবাদিত কোর্-আন্ তদ্রূপ নিষ্ঠা ও প্রণালী অনুসারে কেহ অধ্যয়ন ও মুখস্থ করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই; এজন্য সেই সকল বিভাগাদির নাম ও চিহ্নাদি যথাস্থানে প্রয়োজিত হইল না। কোন্ কোন্ সিপারা ও মঞ্জেল কোন্ কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সূচীতে কেবল তাহা প্রদর্শিত হইল। এক আয়তের সঙ্গে যে স্থানে অন্য আয়তের বিশেষ যোগ, সেখানে + যোগচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

১২৯২ সন
১৮৮৬ খৃঃ
১৮০৭ শক

অনুবাদকস্য

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ঈশ্বরকৃপায় কোর্-আনের অনুবাদ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল। প্রথম বারের মুদ্রিত সহস্র পুস্তক বহুকাল হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। অনেক গ্রাহক পুস্তক চাহিয়া প্রাপ্ত হন নাই। প্রায় তিন বৎসরে দ্বিতীয় সংস্করণের কার্য্য সমাপ্ত হইল। মুদ্রাযন্ত্র নিজের আয়ত্তাধীন না থাকাতে মুদ্রাঙ্কণে ঈদৃশ কালগৌণ ও বহু অসুবিধা হইয়াছে।

এবার মূল কোর্-আনের প্রত্যেক আয়তের সঙ্গে পুনরায় মিলাইয়া সংশোধন করা গিয়াছে। প্রথম সংস্করণে যে কিছু ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছিল, আশা করি, এই দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা আর বড় লক্ষিত হইবে না। কোর্-আনের অনুবাদ সুখবোধ ও সুপ্রাঞ্জল হয়, অনেকে এরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। এবার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা গিয়াছে। কিন্তু পাঠকদিগের মনে করা কর্ত্তব্য যে, অবিকল আক্ষরিক অনুবাদে অনুবাদকের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। বিশেষতঃ কোর্-আন্ সুদুরূহ ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহার বঙ্গানুবাদে অনেক স্থানে সাধারণ প্রচলিত সহজ শব্দ প্রয়োজিত হইয়া উঠে না। স্থানে স্থানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আরব্য শব্দের বাঙ্গলা অনুবাদেতে কিছু কঠিন প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে। ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া মুক্তভাবে অনুবাদ করিতে হইলে, ভাষার উপর অনেক দূর

কর্ত্তৃত্ব চলে। একটি আয়তাংশের অবিকল অনুবাদ, যথা;—"যে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে, তাহা অল্পই" ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া এ বিষয়টি অনুবাদ করিলে "অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিতেছে," লিখা যাইতে পারে; তাহা অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয়। কিন্তু কোর্-আনের অনুবাদে এরূপ অনুবাদ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কোর্-আন্ শব্দে শব্দে অবিকল অনুবাদ করা অনুবাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক স্থলে কোর্-আনে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ততা ও জটিলতাতেও তাহা দুর্ব্বোধ হইয়াছে। ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত উহা বোধগম্য হয় না। ভাষাজ্ঞানে ও শব্দবিন্যাসে অনুবাদকের দরিদ্রতা ও অযোগ্যতা আছে, এ স্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্ব সংস্করণে কেবল তফ্‌সির হোসেনি ও শাহ্‌ আব্দোল কাদেরের ফায়দা বলিয়া চিহ্নিত ব্যাখ্যান অবলম্বন করিয়া ভাষ্য লিখিত হইয়াছিল। এবার সুপ্রসিদ্ধ আরব্য ভাষ্য পুস্তক তফ্‌সির জলালিন অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে কিছু কিছু টীকা সংযোজিত করা গিয়াছে। তফ্‌সির হোসেনি হইতেও নূতন কিছু ব্যাখ্যা সংগৃহীত হইয়াছে। পরন্তু এই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রত্যেক রকুর আয়তের সংখ্যা তত্তৎ রকুর শেষভাগে নিবদ্ধ হইল। কোর্-আনের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ রকুতে কি কি বিষয় সন্নিবেশিত, এবার তাহার বিস্তীর্ণ নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা গেল। এই মহাগ্রন্থের কোথায় কোন্ বিষয় আছে, নির্ঘণ্টের অভাবে তাহা সহজে কেহ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিতেন না। এক্ষণ নির্ঘণ্টের সাহায্যে অনায়াসে প্রত্যেক বিষয় উপলব্ধ হইবে। প্রতি রকুর অন্তর্গত বিষয়ের নির্ঘণ্ট করা গিয়াছে। তবে অনেক রকুতে বিভিন্ন নানা প্রসঙ্গ জড়িত ও পুনরুক্তি আছে, তজ্জন্য সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত প্রধান বিষয়টি নির্ঘণ্টে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন রকুর দুই তিনটি নির্ঘণ্টও করা গিয়াছে। এবার মূল কোর্-আনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করা গেল। এ বিষয়টি একজন বন্ধুকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি এই অনুবাদিত পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিবার জন্য তাহা আমার হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

১২৯৮ সন
১৮৯২ খৃঃ
১৮১৩ শক

অনুবাদকস্য

কোর্-আনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব

হজরত মোহম্মদ কোর্-আন্ বিবৃত করিলে পর সর্ব্বপ্রথমে তাহা পুস্তকে আবদ্ধ বা কোনরূপে একত্র সম্বদ্ধ হয় নাই। হজরতের স্বর্গারোহণের এক বৎসর পরে তাঁহার প্রধান প্রচারবন্ধু আবুবেকর ও ওমর সেই সমস্ত বচন একত্র করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, কোর্-আনের বচনসমূহ এক্ষণ মোসলমানদিগের অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে বটে, কিন্তু এই সময় গ্রন্থে বদ্ধ না করিলে তাঁহাদিগের মৃত্যুর সহিত এই অমূল্য সম্পত্তি বিলোপ প্রাপ্ত হইবে। বিশেষতঃ যুদ্ধ বিগ্রহে মোসলমানেরা যে প্রকার আনন্দের সহিত আত্মপ্রাণ আহুতি দিতেছে, তাহাতে হজরতের সমকালীন শ্রোতাদিগের সংখ্যা শীঘ্রই লয়প্রাপ্ত হইবে। জয়দনামক জনৈক মদিনাবাসী পণ্ডিত উৎসাহের সহিত এই সংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, বহু পরিশ্রমে নানাস্থান হইতে খর্জ্জুরপত্রে লিখিত, শ্বেত প্রস্তরে খোদিত এবং মনুষ্যের বক্ষে চিত্রিত আয়ত সকল সংগ্রহ করেন*। এই সংগৃহীত বচন সকল প্রথমতঃ আমির আবুবেকরের নিকটে ছিল, পরে তাঁহার মৃত্যুকালে হফ্সানাম্নী হজরতের পত্নীর নিকটে গচ্ছিত থাকে। নেতৃবর ওমর ফারুক যাবজ্জীবন এই গ্রন্থকেই মান্য করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমির ওস্মানের সময় নানা স্থানে ইহার প্রতিলিপি বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সমস্ত পরস্পর এত বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছিল যে, তাহার জন্য মোসলমানমণ্ডলী মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইল। ইহাতে ওস্মান পুনরায় সেই জয়দের দ্বারা কোর্-আন্ সংগ্রহ করিয়া তাহাই সমস্ত মোসলমানকে মান্য করিতে বাধ্য করেন। তিনি এই নূতন গ্রন্থের বহুখণ্ড প্রতিলিপি করাইয়া সমস্ত প্রধান নগরে প্রেরণপূর্ব্বক, পূর্ব্বলিখিত সমস্ত কোর্-আন্ অগ্নিতে দগ্ধ করাইয়া ফেলেন।

জয়দ সংগ্রহকালে গ্রন্থমধ্যে কোন প্রকারে আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন নাই, তিনি যেখানে যেমন পাইয়াছেন, তেমনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহার অধ্যায় সকল পর পর না হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে লিখিত দেখা যায়। এমন কি সূরা সকলের মধ্যে আয়তেরও এমন গোলযোগ যে, তাহাতে অনেক স্থলে অসংলগ্ন বোধ হইয়া থাকে।

---

* তিনি প্রথমে হজরতের ক্রীত দাস ছিলেন, খদিজা বিবীর পরেই আলি, তৎপর তিনি এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়া হজরত তাঁহার দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি যে কোর্-আন্ সংগ্রহ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কোর্-আন্ ১১৪ ভাগে বিভক্ত। প্রথম অবস্থায় ইহার সাত প্রকার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম দুইখানি মদিনায়, তৃতীয় মক্কায়, চতুর্থ কুফানগরে, পঞ্চম বসোরায়, ষষ্ঠ সিরিয়া দেশে এবং সপ্তম খানি এরূপ কদর্য্য ছিল যে, তাহাকে সামান্য সংস্করণ বলিয়া লেখকেরা স্থানের উল্লেখ করেন নাই। এই সাত খানি সংস্করণে আয়তের সংখ্যা লইয়াই বিশেষ গোলযোগ হইয়াছিল।

কোর্-আনের ২৯টি অধ্যায়ের পূর্ব্বে অব্যক্ত সাঙ্কেতিক অক্ষর সংযুক্ত আছে, কোন সূরায় তিনটি, কোন সূরায় একটি। মোসলমানেরা বলেন, হজরত ভিন্ন আর কেহ ইহার অর্থ জ্ঞাত ছিল না, তথাপি কেহ কেহ আনুমানিক অর্থ করিয়া থাকেন। যেমন সূরা বকরার প্রথমে আছে, "আ, ল, ম"; কেহ বলেন, ইহার সঙ্কেত, আল্লা লতিফ মজিদ অর্থাৎ ঈশ্বর দয়ালু ও মহিমান্বিত। কেহ বলেন, "আন্, নি, মেন্নি" অর্থাৎ, আমা হইতে এবং আমাতে। আর একস্থানে লিখিত আছে, আল্লাহ্, জেব্রিল, মোহম্মদ। অর্থাৎ ঈশ্বর কোর্-আনের স্রষ্টা, জেব্রিল বা পবিত্রাত্মা কোর্-আন্ অবতারণ করেন, এবং মোহম্মদ কোর্-আনের প্রচারক ইত্যাদি অনেক আনুমানিক ব্যাখ্যা আছে। আবার কেহ বলেন, এই তিন অক্ষরের অর্থ "৭১" অর্থাৎ ইহা দ্বারা ঈশ্বর জানাইয়াছেন, ৭১ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে জগতে পরিগৃহীত হইবে।

কোরেশজাতির কথোপকথনের ভাষাতেই কোর্-আনের অধিকাংশ পূর্ণ। কোন কোন অংশ একটু ভিন্ন বলিয়াও বোধ হয়। ইহার পদবিন্যাস এবং রচনাকৌশল এত চমৎকার যে, একজন বর্ণজ্ঞানবিহীন লোকের মুখ হইতে তাহা অনর্গল নির্গত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অলৌকিক ব্যাপার, সন্দেহ নাই। এই জন্য অনেক আয়তে দর্পের সহিত এইরূপ উক্তি আছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, ইহার ন্যায় একটি আয়ত বর্ণন করিতে পারে? বাস্তবিক তৎকালে আরব দেশে পণ্ডিত, রচয়িতা, কবি এবং সুবক্তার অভাব ছিল না। সেই শ্রেণীর অংসখ্য লোক হজরতের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া কোর্-আন্ শ্রবণ করিত, এবং পরিশেষে বলিয়া যাইত যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয় কোন ভূতের সাহায্যে এ প্রকার অলৌকিক কথা প্রকাশ করিতেছে। লবিদ নামক তৎকালের প্রধান কবি পৌত্তলিক ছিলেন, একদিন তিনি হঠাৎ একটি আয়ত শ্রবণমাত্র বলিলেন, এ প্রকার ভাষা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না। এই বিশ্বাসে তিনি তখনি এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং যে সকল অবিশ্বাসী এই ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া রহস্যজনক কাব্য সকল লিখিতেছিল, তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া চিরজীবন ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

কোর্-আন্ তিন বৎসরে সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হইয়াছে। ৯৬ অধ্যায়ের প্রথম পাঁচ আয়ত প্রথম বারে আসিয়াছিল। যখন কোন নূতন আয়ত আগমন করিত,

হজরতের মুখ হইতে প্রকাশমাত্র তাঁহার অনুগামিগণ তাহা লিখিয়া লইতেন, ইহা তাঁহারা পরস্পর নকল করিয়া লইয়া আপনাদিগের নিকটে রাখিতেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক কণ্ঠস্থ করিয়াই রাখিত। যখন সেই সমস্ত মূল সংগৃহীত লিপি একত্রিত করা হইল, তখন যেমন পাওয়া গেল, অমনি একটি বাক্সে এমন বিশৃঙ্খল ভাবে রাখা হইয়াছিল যে, কোন্ সূরা কোন্ আয়ত কোন্ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল, প্রায় তাহা স্থির করা যায় নাই।

সূচী পত্র

সূরা

প্রত্যেক সূরার নাম সেই সূরার অন্তর্গত আয়তবিশেষের কোন একটি বিশেষ শব্দ অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। কেবল সূরা ফাতেহা ও সূরা এখ্‌লাস এই নিয়মের বহির্ভূত। নিম্নে সূরা সকলের নামের অর্থ ও তৎসমুদায়ের পত্রাঙ্ক লিখিত হইল

সূরা	অর্থ	পৃষ্ঠা
ফাতেহা	উদ্ঘাটিকা	১
বকরা	গাভী	২
আলোএম্‌রাণ	এম্‌রাণের সন্ততি	৫০
নেসা	নারী	৮০
মায়দা	অন্নপাত্র	১১৭
এনাম	গ্রাম্যপশু	১৪৪
এরাফ	স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্ত্তী উন্নত স্থানবিশেষ	১৬৯
আন্‌ফাল	লুণ্ঠিত সামগ্রীপুঞ্জ	২০০
তওবা	পুনরাগমন	২১৩
ইয়ুনস	এক পেগাম্বরের নাম	২৩১
হুদ	”	২৪৪
ইয়ুসোফ	”	২৬০
রঅদ	বজ্রধ্বনি	২৭৮
এব্রাহিম	এক পেগাম্বরের নাম	২৮৫
হেজ্জর	বিচ্ছেদ	২৯২
নহল	মধুমক্ষিকা	২৯৯

সূরা	অর্থ	পৃষ্ঠা
বনিএস্রায়েল	এস্রায়েলসন্তানগণ	৩১৫
কহফ	গর্ত্ত	৩৩৫
মরয়ম	এক ধার্ম্মিকা নারীর নাম	৩৫২
তা-হা	ব্যবচ্ছেদক শব্দ	৩৬২
আম্বিয়া	স্বর্গীয় সংবাদবাহকগণ	৩৭৫
হজ্জ	মক্কাতীর্থের ব্রতবিশেষ	৩৮৮
মূমেনূন	বিশ্বাসিগণ	৪০১
নূর	জ্যোতিঃ	৪১২
ফোরকাণ	কোর্‌-আন্‌	৪২৫
শোঅরা	কবিগণ	৪৩৫
নম্‌ল	পিপীলিকা	৪৪৬
কসস	উপাখ্যানাবলী	৪৫৫
অন্‌কবুত	ঊর্ণনাভ	৪৬৯
রুম	রাজ্যবিশেষ	৪৭৮
লোক্‌মান	ব্যক্তিবিশেষের নাম	৪৮৬
সেজ্‌দা	নমস্কার	৪৯১
আহজাব	দলসমূহ	৪৯৫
সবা	দেশবিশেষ	৫১০
ফাতের	সৃষ্টিকর্ত্তা	৫১৯
ইয়াস	নিরাশা	৫২৬
সাফ্‌ফাত	শ্রেণীবন্ধনকারিগণ	৫৩৪
স	ব্যবচ্ছেদক বর্ণবিশেষ	৫৪৫
জোমর	মানুষের দল	৫৫৩
মূমেন	বিশ্বাসী	৫৬২

সুরা		পৃষ্ঠা
হামসজ্জদা	ব্যবচ্ছেদক বর্ণবিশেষ ও নমস্কার	৫৭১
শুরা	মন্ত্রণা সকল	৫৭৭
জোখ্‌রোফ	স্বুবর্ণ	৫৮২
দোখান	ধূম	৫৯১
জাসিয়া	জানূপরি বসা	৫৯৪
আহ্‌কাফ	স্থানবিশেষের নাম	৫৯৮
মোহম্মদ	এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের নাম	৬০৩
ফত্‌হ	বিজয়	৬০৭
হোজরাত	কুটীরসকল	৬১৩
কা	ব্যবচ্ছেদক শব্দ	৬১৭
জারেয়াত	বিক্ষিপ্তকারী বায়ুরাশি	৬২০
তুর	পর্ব্বতবিশেষ	৬২৪
নজম	নক্ষত্র	৬২৭
কমর	চন্দ্র	৬৩১
রহমাণ	ঈশ্বরের নাম বিশেষ	৬৩৭
ওয়াকেয়া	সংঘটনীয়	৬৩৮
হদিদ	লৌহ	৬৪১
মজাদলা	পরস্পর বিবাদ	৬৪৫
হশর	একত্র হওন	৬৪৯
মোম্‌তহেনত	পরীক্ষিত	৬৫৪
সফ্‌ফ	শ্রেণী	৬৫৮
জোমোয়া	শুক্রবার	৬৫৯
মোনাফেকোন	কপটগণ	৬৬১
তগাবোন	পরস্পর ক্ষতি করা	৬৬২
তলাক	বর্জ্জন	৬৬৪
তহরিম	অবৈধীকরণ	৬৬৬
মোল্‌ক	রাজত্ব	৬৬৯

সুরা	অর্থ	
কলম	লেখনী	৬৭২
হাক্কা	বাস্তবিক	৬৭৫
মেরাজ	সোপানশ্রেণী	৬৭৭
নুহা	পেগাম্বর বিশেষ	৬৭৯
জেন্ন	দৈত্য	৬৮১
মোজ্জম্মেলো	কম্বলাবৃত	৬৮৪
মোদ্দস্‌সের	বস্ত্রাবৃত	৬৮৬
কেয়ামত	প্রলয়ঘটনা	৬৮৯
দহর	কাল	৬৯০
মোর্‌সলাত	প্রেরিতগণ	৬৯৩
নবা	সংবাদ	৬৯৪
নাজেয়াত	আকর্ষণকারী	৬৯৬
অবস	মুখ বিরস করা	৬৯৮
তক্‌ওয়ির	বেষ্টিত হওন	৬৯৯
এন্‌ফেতার	বিদীর্ণ হওন	৭০০
তত্‌ফিফ	ন্যূন করা	৭০১
এন্‌শকাক	বিদীর্ণ হওয়া	৭০২
বোরুজ	আকাশের বিভাগ সকল	৭০৩
তারেক	রাত্রিতে যে উপস্থিত হয়	৭০৪
আলা	মহোন্নত	৭০৫
গাশিয়া	কেয়ামত	ঐ
ফজর	প্রাতঃকাল	৭০৬
বলদ	নগর	৭০৮
শম্‌স	সূর্য্য	৭০৯
লয়ল	রাত্রি	ঐ
জোহা	মধ্যাহ্ন	৭১০
এন্‌শরাহ	উন্মুক্ত করণ	৭১১
তীন্	আঞ্জির ফল	ঐ
অলক্	ঘনীভূত শোণিত	৭১২

সূরা	অর্থ	পৃষ্ঠা	সূরা	অর্থ	পৃষ্ঠা
কদর	সম্মান	৭১৩	মাউন	পরস্পর সাহায্যদানের বস্তু	৭১৭
বয়্যিনত	প্রমাণ				
জেল্‌জাল	ভূমিকম্প	৭১৪	কওসর	স্বর্গস্থ সরোবরবিশেষ	৭১৮
আদিয়া	দ্রুতগামী অশ্ব		কাফেরোণ	ধর্ম্মদ্রোহিগণ	„
কারেয়া	কেয়ামত	৭১৫	নস্‌র	সাহায্য	৭১৯
তকাসোর	বহুতর		লহব	অগ্নিজিহ্বা	„
অসর	কাল		এখ্‌লাস	নির্ম্মলতা	„
হুমজা	দোষ ঘোষণা	৭১৬	ফলক	প্রাতঃকাল	৭২০
ফীল	হস্তী		নাস	মনুষ্য	„
কোরেশ	জাতিবিশেষ	৭১৭			

সিপারা

সমগ্র কোর্‌-আন্‌ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত। সিপারা শব্দের অর্থ ত্রিশ ভাগের এক ভাগ। প্রত্যেক ভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম। কোন্‌ পৃষ্ঠার কোন্‌ সূরার কোন্‌ আয়ত হইতে কোন্‌ ভাগ আরম্ভ হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল।

(১)	আলম্ম	পৃষ্ঠা	বকরার	১ম আয়ত
(২)	সইয়কুলো	২০	„	১৩৯
(৩)	তেল্কর্‌ রোসোলো	৪২	„	২৫১
(৪)	লন্‌ তনালু	৬৪	আলো এম্‌রাণের	৯৪
(৫)	মোহসনাত	৮৬	নেসার	২৪
(৬)	লা ইয়ুহেব্বো আল্লাহো	১১২	„	১৪৫
(৭)	ও এজা সমেউ	১৩৫	মায়দার	৮৬
(৮)	ও লও আন্না	১৫৯	এনামের	১১২
(৯)	কালল্‌মলাও	১৮১	এরাফের	৮৮
(১০)	ও আলমো	২০৭	আন্‌ফালের	৪২
(১১)	ইয় অৎজেরুণ	২২৬	তওবার	৯৬
(১২)	ও মা মেন্‌ দাব্বতেন	২৪৫	হুদের	৭

		পৃষ্ঠা		আয়ত
(১৩)	ও মা ওব্বরিয়ু	২৬৯	ইয়ুসোফের *	৫৪
(১৪)	রোবমা	২৯২	হেজরের	২
(১৫)	সোব্‌হানল্লজি	৩১৫	বনি এস্রায়েলের	১
(১৬)	কালা আলম্‌	৩৪৭	কহ্‌ফের	৭৪
(১৭)	অক্‌তরবল্লেন্নাসে	৩৭৫	আম্বিয়ার	১
(১৮)	কদ্‌ অফ্‌লহল্‌মোমেনু	৪০১	মুমেনুনের	১
(১৯)	ও কালাল্লজিন	৪২৭	ফোরকাণের	২২
(২০)	আমন্‌ খলকস্‌ সয়াত	৪৫২	নম্‌লের	৬০
(২১)	ওৎলো মা ওহিয়	৪৭৫	অন্‌কবুতের	৪৫
(২২)	ও মন্‌ য়ুক্‌নোৎ	৫০১	আহজাবের	৩১
(২৩)	ও মা লি	৫২৯	ইয়াসের	২২
(২৪)	ফ মন্‌ আজ্‌লমা	৫৫৭	জোমরের	৩২
(২৫)	এলয়হে য়ুরদ্দো	৫৭৬	হাম সজদার	৪৬
(২৬)	হাম	৫৯৮	আহ্‌কাফের	১
(২৭)	কালা ফমা খোৎবোকোম্‌	৬২২	জারেয়াতের	৩১
(২৮)	কদ্‌সমেয়া আল্লাহো	৬৪৫	মজাদলার	১
(২৯)	তবারকল্লজি	৬৬৯	মোল্‌কের	১
(৩০)	অম্ম	৬৯৪	নবার	১

মঞ্জেল

মঞ্জেল	সুরা	পৃষ্ঠা
প্রথম	ফাতেহা হইতে	১
দ্বিতীয়	মায়দা হইতে	১১৭
তৃতীয়	ইয়ুনস হইতে	২৩১
চতুর্থ	বনিএস্রায়েল্‌ হইতে	৩১৫
পঞ্চম	শোঅরা হইতে	৪৩৫
ষষ্ঠ	সাফ্‌ফাত হইতে	৫৩৪
সপ্তম	কা হইতে	৬১৭

নির্ঘণ্ট

(বিষয়, সূরা, রকু, পৃষ্ঠা)

অ

অঙ্গীকারপালন—তওবা, ২ রকু, ২১৪ পৃ। নহল, ১৩ র, ৩১০ পৃ।

অংশিবাদীদিগের সম্বন্ধে—তওবা, ১ র, ২১৩ পৃ। নহল, ৫—৬ র, ৩০৩—৩০৪ পৃ।

অবিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে—কসস, ৫ র, ৪৬১ পৃ। তওবা, ১৬ র, ২৩০ পৃ। বকরা, ২৬ র, ৩২ পৃ। আলো এম্‌রাণ, ২ র, ৫২ পৃ। ঐ ৮ র, ৬০ পৃ। ঐ ১০ র, ৬৩ পৃ। ঐ ১২ র, ৬৬ পৃ। এনাম, ১ র, ১৪৪ পৃ। ঐ ৯ র, ১৫২ পৃ। নেসা, ৭—৮—৯ র, ৯০—৯৫ পৃ। ঐ ১৬—১৭ র, ১০৬—১০৭ পৃ। ইয়াস, ১ র, ৫২৬ পৃ। জোমোয়া, ১ র, ৬৫৯ পৃ। তুর, ২ র, ৬২৬ পৃ। মায়দা, ৯ র, ১৩১ পৃ। ঐ ৬ র, ১২৮ পৃ। এরাফ, ২২—২৪ র, ১৯৫—১৯৭ পৃ। আন্‌ফাল, ৭ র, ২০৮ পৃ। বকরা, ১৪ র, ১৭ পৃ।

অবিশ্বাসী যাযাবর—ফত্‌হ, ২ র, ৬০৯ পৃ।

অজুবিষয়ে—মায়দা, ২ র, ১২০ পৃ।

অবরোধপ্রথা—নূর, ৪—৮ র, ৪১৬—৪২২ পৃ। আহজাব, ৭ র, ৫০৭ পৃ

অলৌকিকতা ও কোর্‌-আনের মাহাত্ম্য-বনিএস্রায়েল, ১০ র, ৩৩১ পৃ।

অন্তরে নরক—হমজা, ১ র, ৭১৬ পৃ।

অবতীর্ণ সত্যের সঙ্গে অসত্যের মিশ্রণ—রঅদ, ৩ র, ২৮২ পৃ।

আ

আয়ুব এস্মায়িল এদ্‌রিস প্রভৃতি—আম্বিয়া, ৬ র, ৩৮২ পৃ।

আবুজহলসম্বন্ধে—কেয়ামত, ১ র, ৬৮৯ পৃ।

আদজাতি—আহকাফ, ৩ র, ৬০১ পৃ।

আরাবীলোক - তওবা, ১২ র, ২২৫ পৃ।

আদি প্রেরিতপুরুষগণ এনাম, ১০ র, ১৫৫ পৃ। নেসা, ২১—২২ র, ১১২—১১৩ পৃ। আম্বিয়া, ১ র, ৩৭৫ পৃ। রঅদ, ৫—৬ র, ২৮৩—২৮৪ পৃ। জারেয়াত, ২ র, ৬২১ পৃ।

আশ্রয়লাভবিষয়ে—ফলক, ১ র, ৭২০ পৃ। নাস, ১ র, ৭২০ পৃ।

আদম—বকরা, ৪ র, ৫ পৃ।

আদ ও সমুদজাতির শাস্তি—সেজ্‌দা, ২ র, ৪৯২ পৃ।

আজলামবিষয়ে—মায়দা, ১ র, ১১৭ পৃ। ঐ ১২ র, ১৩৬ পৃ।

আবরণ সম্বন্ধে—আহজাব, ৮ র, ৫০৮ পৃ। নূর, ৮ র, ৪২২ পৃ।

আয়ুবের বিষয়—স, ৪ র, ৫৫০ পৃ।

আবরণ সম্বন্ধীয়—আহজাব, ৬ র, ৫০৪ পৃ।

আবরহার মক্কা আক্রমণ—ফীল, ১ র, ৭১৬ পৃ।

আবুলহবের শাস্তিবিষয়ে—লহব, ১ র, ৭১৯ পৃ।

ই

ইহুদিজাতি—নেসা, ২২ র, ১১৩ পৃ। এরাফ, ২১ র, ১৯৩ পৃ। জোমোয়া, ১ র, ৬৫৯ পৃ।

ইয়ুসেনের বিষয়—সাফ্‌ফাত, ৫ র, ৫৪২ পৃ। ইয়ুনস, ১০ র, ২৪১ পৃ। কলম, ২ র, ৬৭৪ পৃ।

ইঞ্জিল—মায়দা, ৭ র, ১২৯ পৃ।

ইয়ুসোফের বিষয়—ইয়ুসোফ, ১—১১ র, ২৬০—২৭৫ পৃ।

ঈ

ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব—আম্বিয়া, ২ র, ৩৭৬ পৃ। নহল, ৭ র, ৩০৪ পৃ। ইয়ুনস, ১ র, ২৩১ পৃ। হেজ্জর, ২ র, ২৯৩ পৃ।

ঈশ্বরের মহিমা—শুরা, ১—২ র, ৫৭৭—৫৭৮ পৃ। জোখ্‌রোফ, ১ র, ৫৮২ পৃ। ইয়াস, ৩ র, ৫৩০ পৃ। হশর, ৩ র, ৬৫৩ পৃ। তগাবোন, ২ র, ৬৬৩ পৃ। মোল্‌ক, ১ র, ৬৬৯ পৃ। নবা, ১ র, ৬৯৪ পৃ। রুম, ৫ র, ৪৮৪ পৃ। লোকমান, ৩—৪ র, ৪৮৯—৪৯০ পৃ। নজম, ৩ র, ৬২৯ পৃ। কা, ১ র, ৬১৭ পৃ। জারেয়াত, ৩ র, ৬২৩ পৃ। বোরুজ, ১ র, ৭০৩ পৃ। বনিএস্রায়েল, ৫—৬ র, ৩২৪—৩২৫ পৃ। আম্বিয়া, ৩ র, ৩৭৮ পৃ। ঐ ৫ র, ৩৮০ পৃ। ইয়ুনস, ৩—৭ র, ২৩৪—২৩৮ পৃ। রঅদ, ২ র, ২৭৯ পৃ। কহ্‌ফ, ১ র, ৩৩৫ পৃ। জোখ্‌রোফ, ৭ র, ৫৮৯ পৃ। হদিদ, ১ র, ৬৪১ পৃ। জোমর, ১ র, ৫৫৩ পৃ। গাশিয়া, ১ র, ৭০৫ পৃ।

ঈশ্বর ও তাঁহার অংশী—ইয়ুনস, ৪ র, ২৩৫ পৃ।

ঈশ্বরের অঙ্গীকার—হদিদ, ১র, ৬৪১ পৃ। নহল, ৭র, ৩০৪ পৃ।

ঈশ্বর-স্মরণে অবহেলার শাস্তি—জোখ্‌রোফ, ৪ র, ৫৮৬ পৃ।

ঈশ্বরের করুণা—হদিদ, ৩র, ৬৪৩ পৃ। নহল, ১১ র, ৩০৮ পৃ।

ঈশ্বর ও শয়তান—স, ৫ র, ৫৫২ পৃ।

ঈশ্বরের ক্রিয়া—রহ্‌মাণ, ১—৩ র, ৬৩৪—৬৩৬ পৃ। নহল, ৩ র, ৩০১ পৃ।

ঈশ্বরের বিচার—আম্বিয়া, ২ র, ৩৭৬ পৃ।

ঈশ্বরের অনন্তবাণী—কহ্‌ফ, ১২ র, ৩৫০ পৃ। লোকমান, ৩ র, ৪৮৯ পৃ।

ঈশ্বরসম্বন্ধীয়—ফাতেহা, ১ র, ১ পৃ। তওবা, ১০ র, ২২৩ পৃ। বকরা, ৩ র, ৪ পৃ। ঐ ৩৪ র, ৪২ পৃ। এনাম, ২ র, ১৪৫ পৃ। ঐ ৬—৭ র, ১৪৯—১৫০ পৃ। মায়দা, ১২—১৩ র, ১৩৬—১৩৮ পৃ। এরাফ, ৭ র, ১৭৬ পৃ। হজ্জ, ৫ র, ৩৯৩ পৃ। ঐ ২ র, ৩৮৯। ঐ ৬—১০ র, ৩৯৪—৩৯৮ পৃ। মুমেনূন, ৫ র, ৪০৮ পৃ। নূর, ৬ র, ৪২০ পৃ। ফোরকাণ, ১ র, ৪২৫ পৃ। ঐ ৫ র, ৪৩১ পৃ। নম্‌ল, ৫ র, ৪৫২ পৃ। মুমেন, ৭ র, ৫৬৮ পৃ। এখ্‌লাস, ১ র, ৭১৯ পৃ।

ঈশ্বরের নেতৃত্ব—নূর, ৫ র, ৪১৯পৃ। বকরা, ৩৪ র, ৪২ পৃ।

ঈশ্বরের শাস্তি—বকরা, ২০ র, ২৪ পৃ। এনাম, ৫ র, ১৪৮ পৃ। ঐ ৮ র, ১৫১ পৃ। এরাফ, ১ র, ১৬৯ পৃ। ঐ ৪ র, ১৭২ পৃ। ঐ ১২ র, ১৮২ পৃ। মুমেনুন, ৩ র, ৪০৪ পৃ। ঐ ৬ র, ৪০৯ পৃ। বনিএস্রায়েল, ২ র, ৩১৯ পৃ। জারেয়াত, ১ র, ৬২০ পৃ। ইয়ুনস, ২—৩ র, ২৩২—২৩৪ পৃ।

ঈসায়ীদিগের সম্বন্ধে—মায়দা, ৩ র, ১২২ পৃ। ঐ ১৬ র, ১৪৩ পৃ। ঐ ১১ র, ১৩৪ পৃ। নেসা, ২২ র, ১১৩ পৃ।

ঈসাসম্বন্ধীয়—জোখ্‌রোফ, ৬ র, ৫৮৭ পৃ। আলো এম্‌রাণ, ৫—৬ র, ৫৬—৫৮ পৃ। নেসা, ২২ র, ১১৩ পৃ। মায়দা, ১০ র, ১৩৩ পৃ। ঐ ১৫—১৬ র, ১৪১—১৪৩ পৃ।

উ

উপদেশ—আলো এম্‌রাণ, ১১ র, ৬৫ পৃ। এনাম, ৪ র, ১৪৭ পৃ। আন্‌ফাল, ৬ র, ২০৮ পৃ।

উপজীবিকা বিষয়ে—নহল, ১০ র, ৩০৭ পৃ।

ঋ

ঋতু—বকরা, ২৮ র, ৩৫ পৃ।

ঋণসম্বন্ধে—বকরা, ৩৯ র। ৪৯ পৃ।

এ

এব্রাহিমতত্ত্ব—শোঅরা, ৫ র, ৪৩৯ পৃ। অন্‌কবুত, ৩ র, ৪৭২ পৃ। সাফ্‌ফাত, ৩ র, ৫৩৮ পৃ। জোখ্‌রোফ, ৩ র, ৫৮৫ পৃ। হেজর, ৪ র, ২৯৫ পৃ। আম্বিয়া, ৫ র, ৩৮০ পৃ। হুদ, ৭ র, ২৫৩ পৃ। নহল, ১৬ র, ৩১৪ পৃ। আলো এম্‌রাণ, ৭ র, ৫৯ পৃ। এনাম, ৯ র, ১৫২ পৃ। মরয়ম, ৩ র, ৩৫৬ পৃ। এব্রাহিম, ৬ র, ২৮৯ পৃ।

এস্রায়েলবংশীয়—দোখান, ২ র, ৫৯৩ পৃ। বকরা, ৫—১৬ র, ৬—১৯ পৃ। ঐ ৩২—৩৩ র, ৩৯—৪১ পৃ। মায়দা, ৩—৪ র, ১২২—১২৪ পৃ। ঐ ৬ র, ১২৮ পৃ। সেজ্‌দা, ৩ র, ৪৯৪ পৃ।

এলিয়াস—সাফ্‌ফাত, ৪ র, ৫৪১ পৃ।

এব্রাহিমের ধর্ম্ম—মোম্‌তহেনত, ১ র, ৬৫৪ পৃ।

এন্তাকিয়াবাসিগণের প্রেরিতদিগের প্রতি ব্যবহার—ইয়াস, ২ র, ৫২৭ পৃ।

ও

ওহোদের সংগ্রাম,—আলো এম্‌রাণ, ১৬ র, ৭১ পৃ।

ক

কর্ত্তব্যপালন—বনিএস্রায়েল, ৩ র, ৩২১ পৃ।

কাবিল ও হাবিলের বৃত্তান্ত—মায়দা, ৫ র, ১২৫ পৃ।

কোর্‌-আন্‌ সম্বন্ধে—হাক্কা, ২ র, ৬৭৬ পৃ। দোখান, ১ র, ৫৯১ পৃ। মায়দা, ৭ র, ১২৯ পৃ। এনাম, ১১ র, ১৫৬ পৃ। বকরা, ১৭—১৮ র, ২১—২২ পৃ। অন্‌কবুত, ৫ র, ৪৭৫ পৃ। আহকাফ, ১ র, ৫৯৮ পৃ। ইয়ুনস, ৪ র, ২৩৫ পৃ। শোঅরা, ১১ র, ৪৪৪ পৃ। ফোরকাণ,

১ র, ৪২৫ পৃ। ঐ ২ র, ৪২৬ পৃ। নম্‌ল, ৬ র, ৪৫৩ পৃ। জেল্‌জাল, ১ র, ৭১৪ পৃ। আদিয়া, ১ র, ৭১৪ পৃ। কারেয়া, ১ র, ৭১৫ পৃ।

কেয়ামত—জাসিয়া, ৪ র, ৫৯৭ পৃ। এনাম, ১৫ র, ১৬০ পৃ। এরাফ, ২৩ র, ১৯৭ পৃ। কসস, ৭ র, ৪৬৪ পৃ। রুম, ২—৩ র, ৪৮০—৪৮১ পৃ। নাজেয়াত, ১ র, ৬৯৬ পৃ। হাক্কা, ১ র, ৬৭৫ পৃ। মোর্‌সলাত, ১ র, ৬৯৩ পৃ। মেরাজ্জ, ১—২ র, ৬৭৭—৬৭৮ পৃ। কেয়ামত, ১ র, ৬৮৯ পৃ। লোক্‌মান, ৪ র, ৪৯০ পৃ। সেজ্‌দা, ৩ র, ৪৯৪ পৃ। আহজাব, ৮ র, ৫০৮ পৃ। নবা, ২ র, ৬৯৫ পৃ। শুরা, ২ র, ৫৭৮ পৃ। ঐ ৫ র, ৫৮১ পৃ। দোখান, ২ র, ৫৯৩ পৃ। কা, ২ র, ৬১৮ পৃ। মুমেনুন, ৩ র, ৪০৪ পৃ। ঐ ৬ র, ৪০৯ পৃ। ফোরকাণ, ২—৩ র, ৪২৬—৪২৭ পৃ। নহল, ১২ র, ৩০৯ পৃ। এব্রাহিম, ৭ র, ২৯০ পৃ। তগাবোন, ১ র, ৬৬২ পৃ। এন্‌শকাক, ১ র, ৭০২ পৃ। ওয়াকেয়া, ১—৩ র, ৬৩৮—৬৪০ পৃ। তৎফিফ, ১ র, ৭০১ পৃ।

কাবামন্দির—হজ্জ, ৪ র, ৩৯১ পৃ। আলো এম্‌রাণ, ১০ র, ৬৩ পৃ। মুমেন, ২ র, ৫৬৩ পৃ। জোমর, ৭ র, ৫৬০ পৃ।

কপটলোক—তওবা, ৭—৯ র, ২২০—২২৩ পৃ। ঐ ১৩ র, ২২৬ পৃ। নেসা, ২১ র, ১১২ পৃ। মুমেনুন, ৩ র, ৪০৪ পৃ। হশর, ২ র, ৬৫২ পৃ। মোহম্মদ, ৩ র, ৬০৫ পৃ। মজাদলা, ৩ র, ৬৪৮ পৃ। নহল, ৭ র, ৩০৪ পৃ। মোনাফেকোন, ১ র, ৬৬১ পৃ। সফ্‌ফ, ১ র, ৬৫৮ পৃ।

কারুণের বৃত্তান্ত—কসস, ৮ র, ৪৬৬ পৃ।

কওসর বিষয়ে—কওসর, ১ র, ৭১৮ পৃ।

কাফেরদিগের সম্বন্ধে—হেজ্জর, ১ র, ২৯২ পৃ। মোম্‌তহেনত, ১ র, ৬৭৪ পৃ। কমর, ৩ র, ৬৩৩ পৃ। শোঅরা, ১ র, ৪৩৫ পৃ। হজ্জ, ২—৩ র, ৩৮৯—৩৯১ পৃ। ঐ ৭ র, ৩৯৫ পৃ। নূর, ৫ র, ৪০৯ পৃ। ফোরকাণ, ১ র, ৪২৫ পৃ। ঐ ৩—৪ র, ৪২৭—৪২৯ পৃ। মুমেন, ১ র, ৫৬২ পৃ। কহফ, ৭ র, ৩৪৪ পৃ। রঅদ, ৪—৫ র, ২৮২—২৮৩ পৃ। মাউন, ১ র, ৭১৭ পৃ। কাফেরোণ, ১ র, ৭১৮ পৃ।

কেব্‌লার বিষয়—বকরা, ১৭ র, ২১ পৃ।

কোরেশ জাতি বিষয়ে—কোরেশ, ১ র, ৭১৭ পৃ।

কন্যাহত্যা—নহল, ৭ র, ৩০৪ পৃ।

কার্য্যের বিনিময়—শুরা, ৪ র, ৫৮০ পৃ।

কোরবাণী (বলিদান)—হজ্জ, ৪—৫ র, ৩৯১—৩৯৩ পৃ।

কোর্‌-আন্‌ ও পুণ্যকর্ম্ম—দহর, ২ র, ৬৯২ পৃ।

কাফেরদিগের সঙ্গে বন্ধুতাবিষয়ে—নেসা, ২১ র, ১১২ পৃ।

কোর্‌-আনের মূলসত্য ও সাদৃশ্যাত্মক অনিত্য উক্তি—আলো এম্‌রাণ, ১ র, ৫০ পৃ।

খাদ্যাখাদ্যবিধি—বকরা, ২১ র, ২৪ পৃ। হজ্জ, ৪ র, ৩৯১ পৃ। নূর, ৮ র, ৪২২ পৃ। মায়দা, ১ র, ১১৭ পৃ। ঐ ১২ র,

১৩৬ পৃ। এনাম, ১৭—১৮ র, ১৬৪—১৬৫ পৃ। ঐ ১৪ র, ১৫৯ পৃ। ঐ ১৬ র, ১৬৫ পৃ। নহল, ১৫ র, ৩১৩ পৃ।

খাদ্যবস্তুতে ঈশ্বরের করুণা—নহল, ৯ র, ৩০৬ পৃ।

খেজর ও মুসার বৃত্তান্ত—কহফ, ৯—১০ র, ৩৪৫—৩৪৬ পৃ।

গ

গ্রাম্য পশু ও ঈশ্বরের শাস্তি—মুমেন, ৯ র, ৫৭০ পৃ।

গুপ্ত কথা—মজাদলা, ২ র, ৬৪৬ পৃ।

গর্ত্তনিবাসী যুবকগণ—কহফ, ১—৪ র, ৩৩৫—৩৪০ পৃ।

গ্রন্থাধিকারীদিগের সম্বন্ধে—বয়িনত, ১ র, ৭১৩ পৃ।

চ

চোরের শাস্তি—মায়দা, ৬ র, ১২৮ পৃ।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিষয়—কমর, ১ র, ৬৩১ পৃ।

জ

জোল্‌করণয়নের বৃত্তান্ত—কহফ, ১১ র, ৩৪৮ পৃ।

জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ)—বকরা, ২৪ র, ২৮ পৃ। ঐ ২৬—২৭ র, ৩২—৩৩ পৃ। নেসা, ১০—১৪ র, ৯৭—১০৪ পৃ। ঐ ১৫ র, ১০৫ পৃ। তওবা, ৪—৫ র, ২১৬—২১৭ পৃ। ঐ ১১ র, ২২৪ পৃ। ঐ ১ র, ২১৩ পৃ। তহরিম, ২ র, ৬৬৮ পৃ। আহজাব, ২ র, ৪৯৭ পৃ। হজ্জ, ৬ র, ৩৯৪ পৃ। আন্‌ফাল, ৫ র, ২০৬ পৃ।

জকরিয়ার বিষয়—আলোএম্‌রাণ, ৪ র, ৫৪ পৃ। মরয়ম, ১ র, ৩৫২ পৃ।

জকুম তরুর বিষয়—সাফ্‌ফাত, ২ র, ৫৩৬ পৃ।

জয়দের পুত্রত্ববিষয়—আহজাব, ১ র, ৪৯৫ পৃ।

জয়নবের বিবাহবৃত্তান্ত—আহজাব, ৫ র, ৫০২ পৃ।

জেহাদে ব্যয়ের ফলাফল—মোহম্মদ, ৪র, ৬০৬ পৃ।

জেব্রিলের বিষয়—মোদ্দস্‌সের, ১ র, ৬৮৬ পৃ। ফাতেহা, ১ র, ১ পৃ। বকরা, ১২ র, ১৫ পৃ। শোঅরা, ১১ র, ৪৪৪ পৃ। রুম, ১ র, ৪৭৮ পৃ।

ত

তওরাতগ্রন্থ—মায়দা, ৭ র, ১২৯ পৃ।

তলাক (স্ত্রীবর্জ্জন)—বকরা, ২৮—৩১ র, ৩৫—৩৮ পৃ। তলাক, ১ র, ৬৬৪ পৃ।

তালুত ও জালুতের বিষয়—বকরা, ৩২—৩৩ র, ৩৯—৪১ পৃ।

দ

দান—বকরা, ৩৬—৩৭ র, ৪৫—৪৬ পৃ। ঐ ২৬ র, ৩২ পৃ। নেসা, ৬ র, ৮৮ পৃ।

দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার—নূর, ৪ র, ৪১৬ পৃ।

দণ্ড পুরস্কার—জোমর, ২—৩ র, ৫৫৫—৫৫৬ পৃ। সবা, ১ র, ৫১০ পৃ। কসস, ৯ র, ৪৬৮ পৃ। মোহম্মদ, ২ র, ৬০৪ পৃ। মরয়ম, ৫ র, ৩৫৯ পৃ। রঅদ,

৩—৪ র, ২৮২ পৃ। এব্রাহিম, ২—৫ র, ২৮৬—২৮৯ পৃ। ফাতের, ১ র, ৫১৯ পৃ।

দাউদের কাহিনী—নম্‌ল, ২—৩ র, ৪৪৭—৪৪৯ পৃ। বকরা, ৩২ র, ৬৯ পৃ। স, ১ র, ৫৪৫ পৃ। ঐ ৩ র, ৫৪৮ পৃ।

দৈত্যদিগের ধর্ম্মগ্রহণ ও প্রচার—আহ্‌কাফ, ৪ র, ৬০২ পৃ।

দল সম্বন্ধে—রুম, ৪ র, ৪৮২ পৃ। আন্‌ফাল, ৬ র, ২০৮ পৃ।

দৈত্যদিগের বিষয়—জেন্ন, ১ র, ৬৮১ পৃ।

দ্যূতক্রীড়া—বকরা, ২৭ র, ৩৩ পৃ। মায়দা, ১২ র, ১৩৬ পৃ।

দৃষ্টান্তযোগে উপদেশ—কহ্‌ফ, ৫—৬ র, ৩৪২—৩৪৩ পৃ।

ধ

ধনবিভাগ—নেসা, ১ র, ৮০ পৃ। ঐ ৩ র, ৮৫ পৃ। ঐ ৫ র, ৮৭ পৃ। ঐ ২৪ র, ১১৬ পৃ। আন্‌ফাল, ৫ র, ২০৬ পৃ।

ধর্ম্মগ্রহণে বলপ্রয়োগবিষয়ে—ইয়ুনস, ১০ র, ২৪১ পৃ। বকরা, ৩৪ র, ৪২ পৃ।

ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের অবস্থার পার্থক্য—জোখ্‌রোফ, ৩ র, ৫৮৫ পৃ।

ধর্ম্মকে বিভক্ত করার বিষয়—এনাম, ২০ র, ১৬৭ পৃ।

ধর্ম্ম স্বাভাবিক—রুম, ৪ র, ৪৮২ পৃ।

ধার্ম্মিকের পুরস্কার—হামসজ্জদা, ৪ র, ৫৭৪ পৃ।

ধর্ম্মক্রিয়া (ধর্ম্মার্থ দান রোজাপালনাদি)—হজ্জ, ৬ র, ৩৯৪ পৃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিমিশ্র ও বিমিশ্র সত্য বিষয়ে—রঅদ, ২ র, ২৭৯ পৃ।

ন

নমাজ—বকরা, ৩১ র, ৩৮ পৃ। মায়দা, ২ র, ১২০ পৃ। নেসা, ৭ র, ৯০ পৃ। এরাফ, ৩ র, ১৭১ পৃ। মোজ্জম্মেলো, ২ র, ৬৮৫ পৃ।

নরকদণ্ডবিষয়ে—মুমেন, ৮ র, ৫৬৯ পৃ। স, ৪ র, ৫৫০ পৃ। মোজম্মেলো, ২ র, ৬৮৫ পৃ। তকাসোর, ১ র, ৭১৫ পৃ।

নরকবাসীদিগের সম্বন্ধে—মোল্‌ক, ১র, ৬৬৯ পৃ।

নুহার প্রসঙ্গ—নুহা, ১—২ র, ৬৭৯—৬৮০ পৃ। সাফ্‌ফাত, ৩ র, ৫৩৮ পৃ। ফোরকাণ, ৪ র, ৪২৯ পৃ। মুমেনুন, ২ র, ৪০৩ পৃ। শোআরা, ৬ র, ৪৪০ পৃ। এরাফ, ৮ র, ১৭৬ পৃ। আম্বিয়া, ৬ র, ৩৮২ পৃ। ইয়ুনস, ৮ র, ২৩৯ পৃ। হুদ, ৩—৪ র, ২৪৭—২৪৮ পৃ।

নিদর্শন ও কোর্-আন্—ফাতের, ৫ র, ৫২৪ পৃ।

নুহীয় সম্প্রদায় ও আদজাতি—কমর, ১ র, ৬৩১ পৃ।

ন্যায়াচরণ—বনিএস্রায়েল, ৪ র, ৩২২ পৃ।

নুহা, লুত ও ফেরওণের স্ত্রী—তহরিম, ২ র, ৬৬৮ পৃ।

প

পূর্ব্বতন প্রেরিতমণ্ডলী—হদিদ, ৪ র, ৬৪৪ পৃ।

পুরাতন পদ্ধতিপ্রিয়তা—জোখ্‌রোফ, ২ র, ৫৮৪ পৃ।

পিতামাতা, স্বগণ ও দরিদ্রের প্রতি কর্ত্তব্য —বনিএস্রায়েল, ৩ র, ৩২১ পৃ।

প্রতিশোধ ও ধৈর্য্য—নহল, ১৬ র, ৩১৪ পৃ।

প্রেরিত পুরুষসম্বন্ধে—নূর, ৭ র, ৪২১ পৃ। মূমেনূন, ৩ র, ৪০৪ পৃ। ইয়ুনস, ৫ র, ২৩৬ পৃ। নেসা, ২১—২২ র, ১১২—১১৩ পৃ। জারেয়াত, ২ র, ৬২১ পৃ। স, ১ র, ৫৪৫ পৃ। আম্বিয়া ১ র, ৩৭৫ পৃ। রঅদ, ৫—৬ র, ২৮৩—২৮৪ পৃ।

প্রত্যাদেশ—হজ্জ, ৭ র, ৩৯৫ পৃ। শুরা, ৫ র, ৫৮১ পৃ। মোজম্মেলো, ১ র, ৬৮৪ পৃ।

পবিত্রাত্মাবিষয়ে—বকরা, ১১ র, ১৩ পৃ।

প্রত্যাবর্ত্তন—তওবা, ১৪ র, ২২৮ পৃ।

প্রেরিতকে গৌরব দান—ফত্‌হ্‌, ১ র, ৬০৭ পৃ।

পিতামাতা ও সন্তান—আহ্‌কাফ, ২ র, ৫৯৯ পৃ।

প্রেরিতপুরুষের ধর্ম্ম গ্রহণ—জেন্ন, ২ র, ৬৮৩ পৃ।

প্রতিমাপূজাবিষয়ে—হজ্জ, ১০ র, ৩৯৮ পৃ। হামসজ্জদা, ২ র, ৫৭২ পৃ।

প্রেরিতপুরুষদিগের ভূত ও ভবিষ্যতে অভ্যুদয়সম্বন্ধে—মূমেন, ৮ র, ৫৬৯ পৃ।

পারলৌকিক শাস্তি—আম্বিয়া, ৭ র, ৩৮৬ পৃ। নহল, ৪ র, ৩০২ পৃ। কহ্‌ফ, ১২ র, ৩৫০ পৃ। গাশিয়া, ১ র, ৭০৫ পৃ।

ফ

ফেরওণ ও তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তি—হুদ, ৯ র, ২৫৭ পৃ।

ব

বিবাহসম্বন্ধীয়—নূর, ৩—৪ র, ৪১৫—৪১৬ পৃ। বকরা, ২৭ র, ৩৩ পৃ। ঐ ৩০ র, ৩৭ পৃ। নেসা, ১ র, ৮০ পৃ। ঐ ৩—৫ র, ৮৫—৮৭ পৃ। আহ্‌জাব, ৬ র, ৫০৪ পৃ।

বিচারের দিন—এন্‌ফেতার, ১ র, ৭০০ পৃ।

বিধি অস্বীকারবিষয়ে—কহ্‌ফ, ৮ র, ৩৪৪ পৃ।

ব্যভিচার সম্বন্ধে—নূর, ১—২ র, ৪১২—৪১৩ পৃ।

বিধিপালনবিষয়ে—বকরা, ২২ র, ২৫ পৃ। এনাম, ১৯ র, ১৬৬ পৃ।

বিধিপরিবর্ত্তনবিষয়ে—নহল, ১৪ র, ৩১১ পৃ।

বদরের যুদ্ধ—আন্‌ফাল, ১—২ র, ২০০—২০২ পৃ। ঐ ৯ র, ২১০ পৃ।

বিজয়সংবাদ—নস্‌র, ১ র, ৭১৯ পৃ।

বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে—মূমেনূন, ১ র, ৪০১ পৃ। ঐ ৩ র, ৪০৪ পৃ। নূর, ৫ র, ৪১৯ পৃ। ঐ ৭ র, ৪২১ পৃ। ফোরকাণ, ৬ র, ৪৩৩ পৃ। হজ্জ, ২—৩ র, ৩৮৯—৩৯১ পৃ। ঐ ৭ র, ৩৯৫ পৃ। ঐ ১০ র, ৩৯৮ পৃ। মোনাফেকোন, ২ র, ৬৬২ পৃ। তহরিম, ২ র, ৬৬৮ পৃ। ফত্‌হ্‌ ৩—৪ র, ৬১০—৬১২ পৃ। বকরা, ১ র, ২ পৃ। ঐ ১৩ র, ১৬ পৃ। ঐ ১৯ র, ২২ পৃ। ঐ ২৬ র, ৩২ পৃ। ঐ ৪০ র, ৪৯ পৃ। আলো এম্‌রাণ, ১ র, ৫০ পৃ। ঐ ১৪—১৭ র, ৬৯—৭৪ পৃ। মায়দা, ১—২ র, ১১৭—১২০ পৃ। ঐ ৮ র, ১৩০ পৃ। তওবা, ৯ র, ২২৩

পৃ। কসস, ৬ র, ৪৬৩ পৃ। আহজাব, ৩ র, ৪৯৯ পৃ। হোজরাত, ২ র, ৬১৫ পৃ।

বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী—ফৎহ, ১ র, ৬০৭ পৃ। হদিদ, ১ র, ৬৪২ পৃ।

বৈধাবৈধ মাস বিষয়ে—তওবা, ৫ র, ২১৭ পৃ।

বিশুদ্ধ ধর্ম্ম—রুম, ৪ র, ৪৮২ পৃ।

বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুকূল্যবিষয়ে—সফ্ফ, ২ র, ৬৫৯ পৃ।

বিশ্বাসীদিগের পরস্পরের সম্মিলন—হোজরাত, ১ র, ৬১৩ পৃ।

বিশ্বাসীর পুরস্কার—বোরুজ, ১ র, ৭০৩ পৃ।

ভ

ভাগ্যবান্ ও হতভাগ্য—লয়ল, ১ র, ৭০৯ পৃ।

ম

মুসার প্রসঙ্গ—ইয়ুনস, ৯ র, ২৪০ পৃ। কসস, ১—৪ র, ৪৫৫—৪৬০ পৃ। মরয়ম, ৪ র, ৩৫৭ পৃ। ফোরকাণ, ৪ র, ৪২৯ পৃ। শোঅরা, ২—৪ র, ৪৩৫—৪৩৮ পৃ। এব্রাহিম, ১—২ র, ২৮৫—২৮৬ পৃ। এরাফ, ১৩—২০ র, ১৮২—১৯২ পৃ। মায়দা, ৪ র, ১২৪ পৃ। মুমেন, ৩—৪ র, ৫৬৪—৫৬৫ পৃ। আহজাব, ৯ র, ৫০৯ পৃ। দোখান, ১ র, ৫৯১ পৃ। জোখ্রোফ, ৫ র, ৫৮৬ পৃ। তাহা, ১—৫ র, ৩৬২—৩৭০ পৃ।

মনোমধ্যে কোর্-আনের প্রত্যাদেশ—বকরা, ১২ র, ১৫ পৃ।

মরয়মের প্রসঙ্গ—আলো এম্রাণ, ৪—৫ র, ৫৪—৫৬ পৃ। মরয়ম, ২ র, ৩৫৩ পৃ।

মদয়ন জাতি ও শোয়ব পেগাম্বর—এরাফ, ১১ র, ১৮১ পৃ।

মৃত্যু ও শাস্তি—জোমর, ৫ র, ৫৫৮ পৃ।

মণ্ডলীর বিচ্ছেদ ও মিলন—শুরা, ২ র, ৫৭৮ পৃ।

মুসা ও হারুণের প্রসঙ্গ—সফ্ফ, ১ র, ৬৫৮ পৃ।

মেরাজ (স্বর্গারোহণ)—নজম, ১ র, ৬২৭ পৃ।

মনুষ্যসৃষ্টি—তারেক, ১ র, ৭০৪ পৃ। হেজর, ৩ র, ২৯৪ পৃ।

মৃত্যুসম্বন্ধীয়—নহল, ৮ র, ৩০৫ পৃ। বলদ, ১ র, ৭০৮ পৃ। তীন, ১ র, ৭১১ পৃ। অলক্, ১ র, ৭১২ পৃ।

য

যুদ্ধবিরোধী ও বিশ্বাসীদিগের দণ্ড পুরস্কার—মোহম্মদ, ১ র, ৬০৩ পৃ।

র

রোজা (উপবাসব্রত)—বকরা, ২৩ র, ২৬ পৃ।

রুমের পরাজয়—রুম, ১ র, ৪৭৮ পৃ।

ল

লুত পেগাম্বর—শোঅরা, ৯ র, ৪৪২ পৃ। নম্ল, ৪ র, ৪৫১ পৃ। এরাফ, ১০ র, ১৭৯ পৃ। অন্কবুত, ৩—৪ র, ৪৭২—৪৭৪ পৃ। হেজর, ৫ র, ২৯৬ পৃ।

লুণ্ঠিত সামগ্রী বিষয়ে—আন্ফাল, ১ র, ২০০ পৃ।

লোক্মানের প্রসঙ্গ—লোক্মান, ২ র, ৪৮৭ পৃ।

শ

শয়তানের প্রসঙ্গ—বনিএস্রায়েল, ৭ র, ৩২৭ পৃ। নেসা, ১৮ র, ১০৮ পৃ। হেজ্জর, ৩ র, ২৯৪ পৃ। ফাতের, ১ র, ৫১৯ পৃ। কহ্‌ফ, ৭ র, ৩৪৪ পৃ।

শপথবিষয়ে - মায়দা, ১২ র, ১৩৬ পৃ।

শিকার—মায়দা, ১৩ র, ১৩৮ পৃ।

শুক্রবাসরীয় নমাজ—জোমোয়া, ২ র, ৬৬০ পৃ।

শাস্তিবিষয়ে– সবা, ৪ র, ৫১৬ পৃ। সেজ্‌দা, ২—৩ র, ৪৯২—৪৯৪ পৃ। অন্‌কবুত, ৬ র, ৪৭৭ পৃ। জোমর, ৬ র, ৫৫৯ পৃ। মূমেন, ৫—৬ র, ৫৬৬—৫৬৮পৃ।

শবেকদর—কদর, ১ র, ৭১৩ পৃ।

শোয়ব পেগাম্বরের প্রসঙ্গ—অন্‌কবুত, ৪ র, ৪৭৪ পৃ। হুদ, ৮ র, ২৫৬ পৃ।

শয়তান ও আদম এবং মনুষ্য—এরাফ, ২ ৩ র, ১৭০—১৭১ পৃ।

শত্রুকুলের স্ত্রীপুরুষদিগের প্রতি কর্ত্তব্য—মোম্‌তহেনত, ২ র, ৬৫৫ পৃ।

স

সৃষ্টিক্রিয়া—মূমেনূন, ১ র, ৪০১ পৃ। লোক্‌মান, ১ র, ৪৮৬ পৃ। রুম, ৩—৪ র, ৪৮১—৪৮২ পৃ। সেজ্‌দা, ১ র, ৪৯১ পৃ। নহল, ১ র, ২৯৯ পৃ। রঅদ, ১ র, ২৭৮ পৃ। হাম সজ্দা, ২ র, ৫৭২ পৃ।

সংযমন—মূমেনূন, ১ র, ৪০১ পৃ।

স্বর্গ ও নরক—ফোরকাণ, ২ র, ৪২৬ পৃ। এরাফ, ৫—৬ র, ১৭৪—১৭৫ পৃ। ইয়াস, ৪—৫ র, ৫৩১—৫৩২ পৃ। জোমর, ৮ র, ৫৬১ পৃ। সাফ্‌ফাত, ২ র, ৫৩৬ পৃ। কা, ৩ র, ৬১৯ পৃ। ওয়াকেয়া, ১ র, ৬৩৮ পৃ। আহ্‌কাফ, ২ র, ৫৯৯ পৃ। মোহম্মদ, ২ র, ৬০৪ পৃ। নেসা, ১৮ র, ১০৮ পৃ।

সকল শাস্ত্রকে মান্য করা বিষয়ে– বকরা, ১০ র, ১২ পৃ।

সালেহ পেগাম্বর—শোঅরা, ৮ র, ৪৪২ পৃ। নহল, ৪ র, ৪৫১ পৃ। এরাফ, ১০ র, ১৭৯ পৃ।

সালেহ ও লুত—কমর, ২ র, ৬৩২ পৃ।

সৃষ্টি, এব্রাহিম ও মুহা—অন্‌কবুত, ২ র, ৪৭১ পৃ।

সমুদ জাতি—শম্‌স, ১ র, ৭০৯ পৃ।

স্ত্রী পুরুষের লজ্জা ও সতর্কতা—নূর, ৪ র, ৪১৬ পৃ।

সাম্প্রদায়িক সম্মিলন—শুবা, ২ র, ৫৭৮ পৃ।

স্বামী স্ত্রী—নেসা, ১৯ র, ১০৯ পৃ।

সন্ধিবিগ্রহ—আন্‌ফাল, ৮ র, ২০৯ পৃ।

স্ত্রীবর্জ্জন—আহ্‌জাব, ৬ র, ৫০৪ পৃ। তলাক, ১ র, ৬৬৪ পৃ।

স্ত্রীধন—আহ্‌জাব, ৬ র, ৫০৪।

স্ত্রীলোকের প্রতি শাসন– নেসা, ৬ র, ৮৮ পৃ।

সাক্ষ্যদান বিষয়ে—মায়দা, ১৪ র, ১৩৯ পৃ।

সমুদায় প্রেরিতকে গ্রহণ—বকরা, ১৬ র, ১৯ পৃ। মূমেন, ৭ র, ৫৬৮ পৃ। নেসা, ২১ র, ১১২ পৃ। ঐ ২৩ র, ১১৫ পৃ।

সোলয়মান—নম্‌ল, ২—৩ র, ৪৪৭—৪৪৯ পৃ। সবা, ২ র, ৫১১ পৃ। স, ৩ র, ৫৪৮ পৃ।

সর্ব্বশ্রেণীর সাধুর প্রতি অভয় বাণী—মায়দা, ১০ র, ১৩৩ পৃ।

সন্তানহত্যা—এনাম, ১৬ র, ১৬১ পৃ।
স্বর্গবাসীদিগের সুখবর্ণন—দহর, ১ র, ৬৯০ পৃ।
সাধুর পুরস্কার—ফাতের, ৪ র, ৫২৩ পৃ।
[illegible]পুরবর্ণন—[illegible]কা, ১ র, ৬১৭ পৃ।
স্বত্বসম্বন্ধে—~~হশর, ১~~ র, ৬৪৯ পৃ।
সুরাপানবিষয়ে—বকরা, ২৭ র, ৩৩ পৃ। মায়দা, ১২ র, ১৩৬ পৃ।
সুদগ্রহণবিষয়ে—বকরা, ৩৮ র, ৪৭ পৃ। আলোএম্‌রাণ, ১৪ র, ৬৯ পৃ।
সফা ও মরওয়াগিরি—বকরা, ১৯ র, ২২ পৃ।

হ

হজ্জক্রিয়া -বকরা, ২৪—২৫ র, ২৮—৩০ পৃ।
হেজরত (দেশত্যাগ)—তওবা, ৬ র, ২১৯ পৃ। নেসা, ১৪ র, ১০৪ পৃ।
হেজরনিবাসী—হেজর, ৬ র, ২৯৭ পৃ।
হুদ পেগাম্বর—হুদ, ৫ র, ২৫০ পৃ। এরাফ, ১০ র, ১৭৯ পৃ।
হজরত মোহম্মদসম্বন্ধীয়—হজ্জ, ৭ র, ৩৯৫ পৃ। হোজরাত, ২ র, ৬১৫ পৃ। ইয়ুনস, ১০—১১ র, ২৪১—২৪৩ পৃ। জোহা, ১ র, ৭১০ পৃ।
হজরতের প্রতি উপদেশ—বনিএস্রায়েল, ৮—৯ র, ৩২৯—৩৩০ পৃ। হুদ, ১০ র, ২৫৯ পৃ। আলোএমরাণ, ১ র, ৫০ পৃ। এন্‌শকাক, ১ র, ৭০২ পৃ।
হজরতের পত্নীগণ সম্বন্ধে—আহজাব, ৪—৫ র, ৫০১—৫০২ পৃ।
হজরতের ভার্য্যাদিগের নাম—আহজাব, ৭ র, ৫০৭ পৃ।
হজরতের সম্বন্ধে বিবাহবিধি—আহজাব, ৬ র, ৫০৪ পৃ।
হজরতের পারিবারিক ব্যাপার—তহরিম, ১ র, ৬৬৬ পৃ।
হজরত মোহম্মদ ও কাফেরগণ—আম্বিয়া, ৩ র, ৩৭৮ পৃ।
হজরত মোহম্মদ ও একত্ববাদ—কহফ, ১২ র, ৩৫০ পৃ।
হজরত মোহম্মদ ও কোর্-আন্—হুদ, ২ র, ২৪৫ পৃ।

কোর্-আন্ শরীফ

সূরা ফাতেহা *

প্রথম অধ্যায়

৭ আয়ত

(দাতা † দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা। ২। + তিনি দাতা ও দয়ালু। ৩। + বিচারদিবসের অধিপতি। ৪। আমরা তোমাকেই মাত্র অর্চ্চনা করিতেছি, এবং

---

* বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ ঘটনাসূত্রে কোর্-আনের এক এক সূরা (অধ্যায়) অবতীর্ণ হইয়াছে। ফাতেহা সূরার সম্বন্ধে এরূপ উল্লিখিত আছে যে, একদা মহাপুরুষ মোহম্মদ মক্কার প্রান্তরের পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে "হে মোহম্মদ," এই শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, গগনমার্গে স্বর্ণময় সিংহাসনের উপর একজন জ্যোতিষ্মান পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ ইহা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ তিনি "হে মোহম্মদ," এই শব্দ শ্রবণ করিলেন। খদিজাদেবীর পিতৃব্যপুত্র অরকা পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাস শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে আরব দেশে যে একজন স্বর্গীয় তত্ত্ববাহক সমুদিত হইবেন জানিতেন। তিনি এই ব্যাপার অবগত হইয়া হজরত মোহম্মদকে বলিলেন, "যখন তুমি এই শব্দ শ্রবণ করিবে, পলায়ন করিও না, কি বলা হয়, মনোযোগপূর্ব্বক শুনিও"। হজরত তদনুসারে কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের মুখে এই কথা শ্রবণ করিলেন, "হে মোহম্মদ, আমি জেব্রিল, তুমি এই দলের নবি" (স্বর্গীয় সংবাদদাতা)। তৎপর বলিলেন, "আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও তাঁহার দাস।" অপিচ বলিলেন, "বল, বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা" ইত্যাদি ফাতেহা সূরার শেষ বচন পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইল।

(তফ্‌সির ফায়দা

† "রহমাণ" শব্দের অর্থ দাতা লিখিত হইল। কিন্তু "রহমাণ" শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রলয়ান্তে চরমকালে পুনর্ব্বার মানবীয় অস্তিত্বের প্রদাতা। মোসলমানদিগের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহের সঙ্গে কবরের ভিতরে বাস করে। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে এক সময় জগতের প্রলয় হইবে। তখন ভূগর্ভস্থ ভগ্ন ও বিচূর্ণ দেহ সকল পুনর্গঠিত ও সজীব হইয়া ঈশ্বরের

বিদ্যুৎ তাহাদের দৃষ্টি হরণ করিবে; যখন (বিদ্যুৎ) তাহাদিগকে জ্যোতিঃ প্রদান করে, তাহারা তাহাতে চলিতে থাকে; যখন তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন দণ্ডায়মান থাকে; ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় তাহাদের চক্ষু কর্ণ হরণ করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী *। ২০। (র, ২, আ, ১৩)

হে লোকসকল, যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা আপনাদের সেই প্রতিপালককে অর্চ্চনা কর, তাহাতে তোমরা রক্ষা পাইবে। ২১। + যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা, আকাশকে চন্দ্রাতপ করিয়াছেন, এবং আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন, পরে তাহা হইতে ফলপুঞ্জ তোমাদের উপজীবিকার জন্য উৎপাদন করেন, সেই ঈশ্বরকে অর্চ্চনা কর, ঈশ্বরের সদৃশ নিরূপিত করিও না, অপিচ তোমরা জ্ঞাত আছ। ২২। আমি যাহা আপন দাসের প্রতি অবতারণ করিয়াছি, তাহাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে তৎসদৃশ এক সূরা উপস্থিত কর; যদি তোমরা সত্যব্রত হও, তবে ঈশ্বর ব্যতীত স্বীয় সাক্ষিগণকে আহ্বান কর। ২৩। পরন্তু যদি করিলে না, তবে নিশ্চয় করিতে পারিবে না; অতএব যে অগ্নির ইন্ধন মনুষ্য, সেই নরকাগ্নি ও প্রস্তরপুঞ্জ সম্বন্ধে সাবধান হও; (তাহা) ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের জন্য সঞ্চিত আছে। ২৪। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে (হে মোহম্মদ,) তুমি এই সুসংবাদ দান কর যে, তাহাদের জন্য স্বর্গের উদ্যান সকল আছে, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে; যখন তাহা হইতে ফলপুঞ্জ উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে, তখন তাহারা বলিবে, আমাদিগকে পূর্ব্বে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা সেই ফল; আকারে পরস্পর সাদৃশ্য গৃহীত হইবে, † এবং সেখানে তাহাদের জন্য পুণ্যবতী ভার্য্যা সকল থাকিবে ও তাহারা তথায় নিত্যকাল বাস করিবে। ২৫। নিশ্চয় ঈশ্বর মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবের উদাহরণ দিতে লজ্জিত হন না, কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী তাহারা জানে যে, তাহাদের প্রতিপালকের এই (রূপ দৃষ্টান্ত) সত্য; কিন্তু ঈশ্বরদ্রোহী লোকেরা পরে বলে, "এই উদাহরণে ঈশ্বর কি অভিপ্রায় করেন?" ইহা দ্বারা তিনি অনেককে পথচ্যুত ও অনেককে পথপ্রদর্শন করিতেছেন;

---

* ধর্ম্মে পরিণামে সম্পূর্ণ সম্পদ, পূর্ব্বে কিছু ক্লেশ; যেমন বারিবর্ষণের পরিণামে শস্যোৎপত্তি, কিন্তু তাহার প্রথমে বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ। কপট লোকেরা প্রথমে ক্লেশ দেখিয়াই ভয় পায় এবং তাহাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। যেমন বিদ্যুৎ কখনও প্রজ্বলিত ও কখন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ কপট লোকদিগের মনে কখনও ধর্ম্ম স্বীকার, কখনও অস্বীকার হইয়া থাকে। (ত, ফা,)

† কথিত আছে যে, স্বর্গোদ্যানের ফলের আকার পৃথিবীর ফলের আকারের ন্যায়, কিন্তু আস্বাদনে বিভিন্নতা আছে। (ত, ফা,)

এতদ্দ্বারা কুক্রিয়াশীল লোক ব্যতীত অন্যে পথচ্যুত হয় না *। ২৬। যাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকার তদ্বন্ধনের পর ভঙ্গ করে, এবং ঈশ্বর সম্মিলন বিষয়ে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করে, এবং পৃথিবীতে অহিতাচরণ করে, ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত। ২৭। কেমন করিয়া তোমরা ঈশ্বরদ্রোহী হও; অবস্থা ত এই—তোমরা নির্জ্জীব ছিলে, পরে তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে সংহার করিবেন, ইহার পর তিনি জীবন দান করিবেন, অবশেষে তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রতিগমন। ২৮। তিনি এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় তোমাদিগের জন্য সৃজন করিয়াছেন, তৎপর নভোমণ্ডলের প্রতি মনোযোগী হইয়া সপ্ত স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তিনি সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানী। ২৯। (র, ৩, আ, ৯)

এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক দেবগণকে বলিলেন, "নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে দলপতি সৃজন করিব।" তাহারা বলিল, "তুমি কি এমন লোককে তথায় সৃজন করিবে, যাহারা সেই স্থানে অত্যাচার ও শোণিতপাত করিতে থাকিবে? আমরা তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকি ও তোমার পবিত্রতা স্বীকার করি।" তিনি বলিলেন, "যাহা তোমরা জ্ঞাত নও, নিশ্চয় আমি তাহা জ্ঞাত আছি।" ৩০। এবং তিনি আদমকে সকল পদার্থের নাম শিখাইয়াছিলেন, তৎপর সমুদায় দেবগণের নিকট উপস্থিত করিলেন, পরে বলিলেন, "যদি তোমরা সত্যবাদী, তবে এই সকলের নাম আমাকে জ্ঞাপন কর।" ৩১। তাহারা বলিল, "পবিত্রতার সহিত তোমাকে স্মরণ করিতেছি, (হে ঈশ্বর,) যাহা তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ, তদ্ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই, নিশ্চয় তুমি জ্ঞাতা ও সুবিজ্ঞাতা।" ৩২। ঈশ্বর বলিলেন, "হে আদম, তুমি তাহাদিগকে তাহাদের নাম জ্ঞাপন কর;" অনন্তর যখন সে তাহাদিগের নিকটে তাহাদের নাম ব্যক্ত করিল, তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে কি বলি নাই যে, সত্যই আমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত আছি ও তোমরা প্রকাশ্যে যাহা করিতেছ এবং যাহা গুপ্ত রাখিতেছ, তাহা অবগত হইতেছি?" ৩৩। এবং যখন আমি দেবগণকে বলিলাম, "তোমরা আদমকে প্রণাম কর," তখন শয়তান ব্যতীত সকলে প্রণাম করিল, সে অগ্রাহ্য করিল, অবাধ্য হইল ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের অন্তর্গত হইল। ৩৪। এবং আমি বলিলাম, "হে আদম, স্বর্গে তুমি সস্ত্রীক বাস করিতে থাক ও তোমরা দুই জনে তাহার (খাদ্য) যথা ইচ্ছা সুখে ভক্ষণ

---

* ঈশ্বর কোর্-আনে মশক ও ঊর্ণনাভ ইত্যাদি জীবের আখ্যায়িকা দৃষ্টান্তস্থলে বলিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকেরা তৎপ্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনে অর্থ গ্রহণ না করিয়া বিপথগামী হইয়াছে, এবং বিশ্বাসীরা মনোযোগবিধানে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আলোক লাভ করিয়াছেন। (ত, ফা,)

কর, এবং এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, তবে তোমরা অপরাধীদিগের অন্তর্গত হইবে।” ৩৫। অনন্তর শয়তান তাহাদিগকে তথা হইতে বিচালিত করিল, তৎপর তাহারা যাহাতে (যে সম্পদে) ছিল, তাহা হইতে নিষ্ক্রামিত হইল, এবং আমি বলিলাম, তোমরা অধোগামী হও, তোমরা পরস্পরের শত্রু, ভূমণ্ডলে তোমাদিগের জন্য বাসস্থান ও কিছু কাল ফলভোগ হইবে। ৩৬। পরে আদম স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে কয়েক কথা শিক্ষা করিল, * অনন্তর তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন; নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকারী ও দয়ালু। ৩৭। আমি বলিয়াছিলাম যে, “তথা হইতে এক যোগে তোমরা অধোগমন কর, পরে যদি তোমাদের নিকটে আমা হইতে উপদেশ উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি সেই উপদেশের অনুসরণ করিবে, তাহার কোন ভয় থাকিবে না, সে শোকার্ত্ত হইবে না।” ৩৮। এবং যাহারা ধর্ম্মবিদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহারা নরকাগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা নিত্যনিবাসী হইবে। ৩৯।
(র, ৪, আ, ১০)

হে এস্রায়েলবংশীয় লোকসকল, আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি, সেই দান স্মরণ কর, এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করিব; পরন্তু আমা হইতে ভীত হও †। ৪০। আমি যাহা (কোর্-আন্) প্রেরণ

---

* ঈশ্বর আদমের অন্তরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই ভাবে প্রার্থনা করিও, তাহা হইলে তোমাকে ক্ষমা করা যাইবে। (ত, কা,)

† ইয়কুবের বংশোদ্ভব লোক এস্রায়েল জাতি, এই এস্রায়েল বংশে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা মুসা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট “তওরাত” গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়। তিনি এস্রায়েল জাতিকে মেসরের ঈশ্বরদ্রোহী অত্যাচারী রাজা ফেরওণের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া কেনান দেশে আনয়নপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে সেই দেশের অধিকার প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে এই মর্ম্মে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, “তোমরা যদি তওরাতের বিধি অনুসারে চল, এবং আমি যে যে পেগাম্বরকে (তত্ত্ববাহককে) প্রেরণ করিব, তাহাদের অনুবর্ত্তী হও, তাহা হইলে কেনান দেশ তোমাদের অধিকারে রাখিব।” তখন তাহারা সেই অঙ্গীকারে বদ্ধ থাকে, পরে বিপথগামী হয়, অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে, উৎকোচগ্রাহী ও শাস্ত্রীয় প্রশ্ন সকলের অসত্য মীমাংসাকারী হয়। তোষামোদের অনুরোধে সত্যে অসত্য আরোপ করে, প্রভুত্বের অভিলাষী হয়, স্বর্গীয় তত্ত্ববাহকদিগকে অগ্রাহ্য করে, তওরাত গ্রন্থে তত্ত্ববাহকদিগের চরিত্র যেরূপ লিখিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন করে। এক্ষণ ঈশ্বর নিজের অনুগ্রহ ও তাহাদিগের অবাধ্যতা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। “তোমাদিগকে” স্থলে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বুঝাইবে। ইহুদি জাতিই এস্রায়েলবংশীয়। (ত, হো,)

শাম দেশ তুরস্কের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত। এ দেশের এক নগরের নাম কেনান। এই নগরে মুসার পূর্ব্বপুরুষ ইয়ুসেফের পিতা ইয়কুব বাস করিতেন। এই কেনানকে কেহ শাম দেশ বলিয়া-

করিলাম, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের সঙ্গে যাহা (যে পুস্তক) বিদ্যমান, (এই পুস্তক) তাহার সত্যতার প্রতিপাদক, * ইহার প্রতি তোমরা প্রথম ঈশ্বরদ্রোহী হইও না ও আমার নিদর্শন সকলের জন্য নিকৃষ্ট মূল্য গ্রহণ করিও না, † এবং পরে আমা হইতে সাবধান হইও। ৪১। এবং তোমরা সত্যের সঙ্গে অসত্যকে মিশ্রিত ও সত্যকে গোপন করিও না, এবং তোমরা তো জ্ঞাত আছ? ৪২। এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, জকাত ‡ প্রদান কর ও উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গে উপাসনা কর। ৪৩। তোমরা কি লোকদিগকে সদ্বিষয়ে আদেশ কর, এবং আপনাদিগকে ভুলিয়া যাও ও তোমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাক, অনন্তর অর্থ বোধ করিতেছ না কি? ৪৪। সহিষ্ণুতা ও উপাসনাযোগে আনুকূল্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ইহা কঠিন; কিন্তু বিনীত লোকদিগের পক্ষে কঠিন নয়। ৪৫। + যাহারা জানে যে, তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইবে ও তাঁহার প্রতি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনকারী হওয়া (তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে।) ৪৬। (র, ৫, আ, ৭)

হে এস্রায়েলবংশীয় লোকসকল, আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি, আমার সেই দান স্মরণ কর, এবং নিশ্চয় আমি সমুদায় লোকের উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি। ৪৭। যে দিবস কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কিঞ্চিৎ উপকার লাভ করিবে না ও তাহার অনুরোধ স্বীকৃত এবং তাহার নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না ও তাহারা সাহায্য পাইবে না, তোমরা সেই (বিচারের দিনকে) ভয় করিও। ৪৮। এবং (স্মরণ কর,) আমি যখন ফেরাওয়ণীয় সম্প্রদায় হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতেছিল, তোমাদের পুত্র সন্তানদিগকে বধ করিতেছিল, এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখিতেছিল, ইহাতে তোমাদের প্রতিপালক হইতে গুরুতর পরীক্ষা ছিল। ৪৯। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করিয়াছিলাম, পরে তোমাদিগকে রক্ষা ও ফেরাওয়ণীয় লোকদিগকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম, এবং তোমরা দর্শন করিতেছিলে। ৫০। এবং

ছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ পারস্য অভিধানকার গয়সোদ্দিন কেনান ইয়কুবের অধিষ্ঠিত নগর বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* ধর্ম্মপুস্তক "তওরাতে" বর্ণিত আছে যে, যিনি তত্ত্ববাহকরূপে ধর্ম্মগ্রন্থসহ প্রকাশিত হইবেন, যদি তিনি "তওরাতকে" সত্য বলেন, তবে তিনি সত্য তত্ত্ববাহক, অন্যথা মিথ্যা। (ত, ফা,)

† "নিদর্শন সকলের জন্য নিকৃষ্ট মূল্য গ্রহণ করিও না।" ইহার অর্থ সাংসারিক প্রীতির অনুরোধে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিও না। (ত, হো,)

‡ বার্ষিক আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম্মোদ্দেশ্যে দান করাকে "জকাত" বলে, প্রত্যেক মোসলমান এইরূপ দানে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

হয় স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর, এবং প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে আসিয়া বল যে, আমরা ক্ষমা চাহিতেছি, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং অবশ্য হিতকারী লোকদিগকে অধিক দান করিব *। ৫৮। অনন্তর যাহারা দুষ্ট লোক ছিল, তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল, তাহারা তাহার বিপরীতাচরণ করিল, পরে আমি সেই সকল দুষ্ট লোকের অসদাচরণজন্য তাহাদের উপর স্বর্গ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম। ৫৯। (র, ৬, আ, ১৩)

এবং যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য জল প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আমি বলিয়াছিলাম, "তুমি স্বীয় যষ্টিদ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর;" অনন্তর তাহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ নির্গত হইল, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার ঘাট জানিতে পারিল; (আমি বলিলাম) ঈশ্বরপ্রদত্ত জীবিকা হইতে ভক্ষণ ও পান কর, আর তোমরা পৃথিবীতে অত্যাচারিরূপে অত্যাচার করিয়া ফিরিও না † । ৬০। এবং যখন তোমরা বলিলে, "হে মুসা, আমরা একবিধ খাদ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব না, অতএব আমাদের জন্য তোমার ঈশ্বরকে আহ্বান কর, ক্ষেত্রে শাক, কাঁকড়ি, গোধূম, মসুর, পলাণ্ডু জন্মে, তিনি যেন আমাদিগের নিমিত্ত এই সকল দ্রব্য বাহির করেন।" সে বলিল, "তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে উৎকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় করিতে চাহ? কোন নগরে অবতীর্ণ হও, পরে তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা নিশ্চয় তোমাদের জন্য হইবে;" পরে তাহাদের উপর দুর্দ্দশা ও দরিদ্রতা নিপতিত এবং তাহারা ঈশ্বরের আক্রোশের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইল; যেহেতু তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছিল না ও তত্ত্ববাহকদিগকে অযথা বধ করিতেছিল, অপরাধ করিয়াছিল বলিয়া এরূপ ঘটিল, এবং তাহারা সীমা লঙ্ঘন করিতেছিল। ৬১। (র, ৭, আ, ২)

এই বিশুদ্ধ বস্তু তোমাদিগকে দান করা যাইতেছে, ভক্ষণ কর, কল্যকার জন্য ভাবিও না।" তাঁহারা সেই আজ্ঞাপালনে বিমুখ হইলেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ঈশ্বর "আমার প্রতি" ইত্যাদি এই উক্তি করিলেন। (ত, হো,)

* এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগকে স্বীয় পাপের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, এই বৃত্তান্ত মায়দা সুরাতে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। একদা তাঁহারা অরণ্যে আহার প্রাপ্ত হন না, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এক গ্রামের নিকট উপস্থিত করিয়া এই আদেশ করেন, "গ্রামের দ্বারে প্রণাম করিতে করিতে যাও, এবং পাপ ক্ষমা হউক বলিতে থাক।" (ত, ফা,)

† সেই অরণ্যে জল ছিল না। এক প্রস্তর হইতে বারটি প্রস্রবণ নির্গত হয়। এস্রায়েল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বারটি দল ছিল, এক এক দল এক এক প্রস্রবণের জল পান করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে দলের লোক হউক না কেন, বিশ্বাসী হইলে স্বর্গের শা বারি লাভ কবিবে, দলের বিশেষত্বের প্রাধান্য নাই। (ত, ফা,)

(স্মরণ কর,) যখন আমি মূসার সঙ্গে চত্বারিংশৎ রজনীর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তৎপর সে চলিয়া গেলে তোমরা গোবৎসকে আশ্রয় করিলে, * এবং তোমরা দুর্ব্বৃত্ত হইলে। ৫১। অবশেষে ইহার পরে আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, যেন তাহাতে তোমরা ধন্যবাদ দাও। ৫২। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি মূসাকে পুস্তক ও প্রমাণ দান করিয়াছিলাম, যেন তোমরা সত্য পথ প্রাপ্ত হও। ৫৩। এবং (স্মরণ কর,) যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, "হে আমার মণ্ডলীস্থ লোকসকল, নিশ্চয় তোমরা গোবৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়া নিজের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়াছ, অতএব স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন হও, অতঃপর স্ব স্ব জীবনকে বিনাশ কর, তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ," অনন্তর ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকারী ও দয়ালু। ৫৪। এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমরা বলিতেছিলে, "হে মূসা, যে পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বরকে স্পষ্ট দর্শন না করিব, সে পর্য্যন্ত কখনও তোমাকে বিশ্বাস করিব না ;" পরে তোমাদের উপর বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল ও তোমরা তাহা দেখিতেছিলে। ৫৫। তৎপর তোমাদের প্রাণত্যাগের পরে আমি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছিলাম, যেন তোমরা ধন্যবাদ কর। ৫৬। এবং তোমাদের উপর বারিবাহকে চন্দ্রাতপ করিয়াছিলাম ও তোমাদের প্রতি "মান্না ও সলওয়া" উপস্থিত করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম) যে, "বিশুদ্ধ বস্তু সকল তোমাদিগকে দান করিলাম, তাহা ভক্ষণ কর ;" এবং তাহারা আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই, নিজের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতেছিল † । ৫৭। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি বলিয়াছিলাম, "এই গ্রামে প্রবেশ কর, পরে এই স্থানের যথা ইচ্ছা

---

* ইহার ইতিহাস এরাফ সূরাতে বিবৃত হইবে।

† ফেরওয়ণ জলমগ্ন হইলে পর এস্রায়েলবংশীয় লোকেরা মুক্ত হইয়া শাম দেশে যাত্রা করিলেন। তখন প্রান্তরে মহাবাত্যায় তাঁহাদের পটমণ্ডপ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সমুদয় দিন মেঘ তাঁহাদের উপর ছায়া দান করিয়া রৌদ্র নিবারণ করে। "মান্না" ও "সলওয়া" তাঁহাদের আহারার্থ উপস্থিত হইত। "মান্না" এক প্রকার ক্ষুদ্র মিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, রজনীতে এস্রায়েল সৈন্যের চতুর্দ্দিকে পুঞ্জপরিমাণে বর্ষিত হইত। প্রাতঃকালে তাঁহারা তাহা সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিতেন। "সলওয়া" এক প্রকার পশু। সন্ধ্যাকালে এই পশু দলে দলে আসিয়া বেড়াইত, সৈন্যগণ তাহাদিগকে বধ করিয়া কবাব করিয়া খাইতেন। (ত, কা,)

"সলওয়া" এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী, তাহা ইমন দেশে দৃষ্ট হয়। এই পক্ষী তৃণপত্রে বসিয়া সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া থাকে। অরণ্যে এস্রায়েল সৈন্যের চতুষ্পার্শ্বে এই সকল পক্ষী বাতাহত হইয়া দলে দলে ভূতলে পড়িয়া যাইত, এবং এস্রায়েলবংশীয় লোকেরা সেই সকলকে ধরিয়া আনিয়া কবাব করিয়া খাইতেন। "তাহারা আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই, নিজের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতেছিল," এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর বলিতেছেন যে, "আমি বলিয়াছিলাম,

নিশ্চয় যাহারা মোসলমান ও যাহারা মুসায়ী ও ঈসায়ী এবং ধর্ম্মহীন, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকার্য্য করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের পুরস্কার আছে, এবং তাহাদিগের প্রতি ভয় নাই, তাহারা দুঃখ পাইবে না [*]। ৬২। এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমাদিগ হইতে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করি ও তোমাদের মস্তকোপরি তূর পর্ব্বত উত্থাপন করি, তখন (বলিয়াছিলাম,) "আমি যাহা দান করিয়াছি, তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর, এবং ইহাতে (তওরাতে) যাহা আছে, তাহা স্মরণ কর, ভরসা যে তোমরা আশ্রয় পাইবে" [†]। ৬৩। অবশেষে ইহার পরে তোমরা ফিরিয়া আসিলে, অনন্তর যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও কৃপা না থাকিত, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। ৬৪। এবং সত্য সত্যই তোমরা জ্ঞাত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবাসরে বিধি লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে, "তোমরা জঘন্য মর্কট হইয়া যাও" [‡]। ৬৫। অনন্তর যাহারা তাহার (সেই নগরের) সম্মুখে ও তাহার পশ্চাতে ছিল, তাহাদিগের নিমিত্ত আমি এই ব্যাপারকে শাসন এবং সংসারবিরাগীদিগের জন্য উপদেশস্বরূপ করিলাম। ৬৬। এবং (স্মরণ কর,) যখন মূসা স্বজাতিকে বলিয়াছিল, "নিশ্চয় ঈশ্বর একটী গোহত্যা করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন।" তাহারা বলিয়াছিল, "তুমি কি আমাদিগকে উপহাস করিতেছ?" মূসা বলিয়াছিল, "ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই যে, আমি অজ্ঞান লোকদিগের অন্তর্গত হইব!" ৬৭। তাহারা বলিল, "তুমি আমাদের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন, তাহা (উক্ত গো) কীদৃশী"; সে বলিল, "সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, নিশ্চয় সেই গো প্রাচীনা নয় ও নবীনা নয়, এ তন্মধ্যে মধ্যমবয়স্কা, অতএব যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা সম্পাদন কর"। ৬৮। তাহারা বলিল, "তুমি আমাদের জন্য

---

[*] ঈশ্বরের অনুগ্রহ কোন বিশেষ দলের প্রতি নহে, বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল হইলেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হয় ও তাঁহার নিকট পুরস্কার পাওয়া যায়। এস্থলে এই উক্তি এ কারণ হইল যে, এস্রায়েলবংশীয় লোকেরা "আমরা পেগাম্বরের সন্তান ও নানা প্রকারে ঈশ্বরের নিকট শ্রেষ্ঠ", এই ভাবিয়া অহঙ্কারী হইয়াছিল। (ত, কা,)

[†] ঈশ্বর মুসার অধীনতা স্বীকার ও তওরাতের বিধি সকল পালনবিষয়ে এস্রায়েল জাতি হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধি অবতীর্ণ হইলে অতিশয় কঠিন বলিয়া তাঁহারা তাহা পালন করিতে অসম্মত হন ও অবাধ্য হইয়া উঠেন। তাহাতে ঈশ্বরের আদেশে তূর পর্ব্বত (বাইবল গ্রন্থে সায়না পর্ব্বত লিখিত) তাঁহাদের উপর দণ্ডায়মান, সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি, পশ্চাদ্ভাগে জলপূর্ণ নদী প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহারা উপায় না দেখিয়া ব্যাকুল অন্তরে অধোবদনে পড়িয়া থাকেন, সেই সময় ঈশ্বর বলেন, "আমি যাহা দান করিয়াছি, গ্রহণ কর" ইত্যাদি। (ত, হো,)

[‡] এরাফ সূরাতে ইহার বিস্তীর্ণ ইতিহাস বিবৃত হইবে।

স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন যে, তাহার বর্ণ কিরূপ?" সে বলিল, "সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, নিশ্চয় সেই গো পীত বর্ণ, তাহার বর্ণ অতীব পীত, উহা দর্শকগণকে সন্তোষ প্রদান করে"। ৬৯। তাহারা বলিল, "তুমি আমাদের জন্য স্বীয় ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদিগের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন যে, তাহা কিরূপ? আমাদের প্রতি সেই গো সন্দেহস্থল, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা সৎপথ প্রাপ্ত হইব"। ৭০। সে বলিল, "সত্যই তিনি বলিতেছেন, নিশ্চয় সে গো ভূমিকর্ষণে ও ক্ষেত্রে জলসিঞ্চনে ব্যবহৃত হয় নাই, সে নির্দ্দোষ, তাহাতে তিলাঙ্ক নাই"। তাহারা বলিল, "এক্ষণ তুমি সত্য উপস্থিত করিয়াছ।" অনন্তর তাহারা তাহাকে (গোপশুকে) হত্যা করিতে অপ্রস্তুতসত্ত্বেও তাহা করিল *। ৭১। (র, ৮, আ, ১০)

এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তদ্বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করিতেছিলে, এবং তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে, ঈশ্বর তাহার প্রকাশক হইলেন। ৭২। অনন্তর আমি বলিলাম, "তাহার (হত গোর) অঙ্গবিশেষ দ্বারা তাহাকে (হত ব্যক্তিকে) আঘাত কর"। এই রূপে ঈশ্বর মৃতকে জীবিত করেন, এবং তোমাদিগকে নিজের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যেন তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় †। ৭৩। অতঃপর তোমাদিগের অন্তঃকরণ কঠিন হইল, অনন্তর তাহা পাষাণসদৃশ বরং কাঠিন্যে তদপেক্ষা অধিক হইল, নিশ্চয় কোন প্রস্তর আছে যে, তাহা হইতে প্রস্রবণ সকল নিঃসৃত হয়, নিশ্চয় তাহাদের কোনটি বিদীর্ণ হইয়া যায়; অনন্তর তাহা হইতে জল নির্গত হয়, এবং নিশ্চয় তাহাদের কোনটি ঈশ্বরের ভয়ে অধঃপতিত হইয়া থাকে, এবং তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। ৭৪। অনন্তর (হে বিশ্বাসী লোক সকল,) তোমরা কি আশা কর যে, ইহারা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে? নিশ্চয় ইহাদের একমণ্ডলী ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিতেছে, তৎপর তাহা

---

* উপরি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গোর নাম মজহরা, উহা এক জন ধার্ম্মিক যুবার নিকটে ছিল। এস্রায়েল-বংশীয় লোকেরা প্রচুর মূল্যদানে তাহা হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনিয়া বধ করেন। অধিক মূল্যদানে গো ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া প্রথমে তাঁহারা তৎকার্য্যে উদ্যত হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে গো ক্রয় করিয়া হত্যা করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া গোবৎসের মূর্ত্তি পূজা করিতেছিলেন, এই গোহত্যা তাঁহাদের সেই গোমূর্ত্তি-পূজারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইল। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, এস্রায়েল জাতির এক জন নিহত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে হত্যাকারীকে না পাওয়াতে ঈশ্বর বলিলেন, একটি গো-হত্যা কর ও সেই হত পশুর অঙ্গ বিশেষ দ্বারা নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাত কর, তাহাতে সে জীবিত হইয়া, কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে ব্যক্ত করিবে পরে সেইরূপ আচরণ করিলে, হত ব্যক্তি জীবিত হইয়া, হত্যাপরাধী স্বীয় পিতৃব্যপুত্রদিগের নাম উল্লেখ করিল। তদনন্তর হত্যাকারিগণ হত্যাপরাধের শাস্তি প্রাপ্ত হইল। (ত, হো,)

হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করিতেছে ও তাহারা তাহা জ্ঞাত আছে। ৭৫। এবং যখন তাহারা বিশ্বাসী লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে যে, "আমরা বিশ্বাস্ স্থাপন করিয়াছি"; এবং যখন নির্জ্জন হয়, পরস্পর বলে, "ঈশ্বর তোমাদের নিকটে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে কি বলিতেছ? তাহা হইলে তাহারা সেই প্রমাণ দ্বারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের সঙ্গে বিচার করিবে, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না *?" ৭৬। তাহারা কি জানে না যে, তাহারা যাহা গোপনে করে ও যাহা প্রকাশ্যে করে, ঈশ্বর তাহা জানেন? ৭৭। এবং তাহাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে, তাহাদের (অসৎ) কামনা জ্ঞান ব্যতীত কোন গ্রন্থজ্ঞান নাই, এবং তাহারা কল্পনা ছাড়া নহে। ৭৮। অনন্তর যাহারা স্বহস্তে পুস্তক লিখে, তৎপর সামান্য মূল্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বলে যে, ইহা ঈশ্বরের নিকট হইতে (সমাগত,) ধিক্ তাহাদিগকে; অবশেষে তাহাদের হস্ত যাহা লিপি করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদের ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য তাহাদিগকে ধিক্। ৭৯। এবং তাহারা বলে, "নরকাগ্নি নির্দ্ধারিত কয়েক দিন ব্যতীত আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।" জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি ঈশ্বর হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছ যে, পরে ঈশ্বর কখনও স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করিবেন না? তোমরা কি ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহা না জান, তাহা বলিতেছ? ৮০। হাঁ, যাহারা পাপ করিয়াছে ও স্বীয় পাপ যাহাদিগকে ঘেরিয়াছে, তাহারা নরকাগ্নির নিবাসী, তাহারা তথায় সর্ব্বদা থাকিবে। ৮১। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা স্বর্গলোকনিবাসী, তাহারা তথায় সর্ব্বদা থাকিবে। ৮২। (র, ৯, আ, ১১)

এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি এস্রায়েল জাতিকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও পূজা করিও না, পিতামাতার প্রতি এবং স্বগণের প্রতি ও নিরাশ্রয়ের প্রতি এবং দরিদ্রদিগের প্রতি সদাচরণ করিও, এবং লোকদিগকে সৎকথা বলিও ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিও, এবং ধর্ম্মার্থ দান করিও; তৎপর তোমরা অল্পসংখ্যক ব্যতীত অগ্রাহ্য করিলেও তোমরা অগ্রাহ্যকারী। ৮৩। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি তোমাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের শোণিতপাত করিও না, এবং পরস্পর আপনাদিগকে আপন গৃহ হইতে তাড়াইও না, তৎপর তোমরা সম্মত হইলে, তোমরাই সাক্ষী। ৮৪। পরন্তু তোমরা সেই সকল লোক, যে পরস্পর আপনাদিগকে হত্যা করিতেছ ও তোমরা আপনাদের এক দলকে তাহাদিগের

---

* ইহুদিদিগের মধ্যে যাহারা কপট ছিল, তাহারা তোষামোদের অনুরোধে তাহাদের পুস্তকে যে হজরত মোহম্মদের প্রসঙ্গ ছিল, মোসলমানদিগের নিকটে বর্ণন করিত, এবং যাহারা বিরোধী ছিল, তাহারা সেই সকল লোকের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিত, স্বীয় শাস্ত্রের তত্ত্ব মোসলমানদের নিকটে কেন প্রচার করিতেছ?

গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিতেছ, এবং তাহাদের প্রতি পাপাচরণ ও অত্যাচার করিতে এক জন অন্য জনের সহায় হইতেছ, তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকটে আসিলে তোমরা তাহাদিগকে "ফদিয়া"[*] (বিনিময়) কর ; প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে তাড়িত কর, তাহা তোমাদের সম্বন্ধে অবৈধ, অনন্তর তোমরা কি কোন গ্রন্থকে বিশ্বাস করিয়া কোন গ্রন্থের প্রতি বিপক্ষতাচরণ কর ? তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ করে, তাহাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ও বিচার-দিবসে তাহারা গুরুতর শাস্তিতে প্রত্যানীত হইবে ; তোমরা যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন। ৮৫। ইহারা সেই সকল লোক, যাহারা পরলোকের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করিয়াছে, অতএব ইহাদের সম্বন্ধে দণ্ড লঘু হইবে না, এবং ইহারা সাহায্য পাইবে না। ৮৬। (র, ১০, আ, ৪)

এবং সত্যসত্যই আমি মূসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি ও তাহার পরে ক্রমান্বয়ে প্রেরিত পুরুষ সকলকে আনিয়াছি, এবং মরয়মের পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল অলৌকিকতা সকল দান করিয়াছি ও পবিত্রাত্মাযোগে তাহার প্রতি বল বিধান করিয়াছি ;[†] পরে যখন কোন প্রেরিত পুরুষ, যাহা তোমাদের অন্তর ভাল বাসিত না, তাহা লইয়া তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল, ভাল, তোমরা তখন অহঙ্কার করিলে ? অবশেষে তোমরা এক দলকে বধ করিলে ও এক দলকে মিথ্যাবাদী বলিলে[‡]। ৮৭। এবং তাহারা বলে যে, "আমাদের অন্তঃকরণ আবৃত," বরং তাহাদের বিরুদ্ধাচারের জন্য তাহাদের প্রতি ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, পরন্তু তাহারা যাহা বিশ্বাস করে, তাহা অল্প। ৮৮। এবং তাহাদের সঙ্গে যে গ্রন্থ আছে, তাহার প্রমাণকারী গ্রন্থ (কোর্-আন্) ঈশ্বরের নিকট হইতে যখন তাহাদের সন্নিধানে অবতীর্ণ হইল, তাহারা পূর্ব্ব হইতে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের উপর জয়ান্বেষণ করিতেছিল, অবশেষে তাহাদের নিকটে তাহারা যাহার জ্ঞান রাখিত, তাহা উপস্থিত হইলে তাহা অস্বীকার করিল ; অতএব সেই ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত হয়[§]। ৮৯। যাহার বিনিময়ে তাহারা জীবনকে বিক্রয় করিয়াছে, তাহা অসৎ, এই যে ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ, তাহারা বিদ্বেষবশতঃ তাহার বিরোধী হইয়াছে, ঈশ্বর স্বীয় অনুগ্রহে আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা হয়, তাহা অবতারণ করেন ; অনন্তর তাহারা (পরমেশ্বরের) ক্রোধের পর ক্রোধে

---

[*] কোন বন্দীকে ক্রয় করিলে, যে বস্তু দ্বারা ক্রয় করা হয়, তাহাকে "ফদিয়া" বলে। এস্রায়েল-বংশীয় লোকেরা স্বজাতীয় কোন লোককে বন্দী পাইলে, তাহার বিনিময়ে অন্য বন্দীকে ক্রয় করিয়া ক্রীতদাস করিয়া রাখিতেন।

[†] পবিত্রাত্মাই জেব্রিল, জেব্রিল সর্ব্বদা মহাত্মা ঈসার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। (ত, ফা,)

[‡] ইহুদিরা প্রেরিত পুরুষ ইয়ুহা ও জকরিয়াকে হত্যা করিয়াছিল। (ত, ফা,)

[§] ইহুদিরা খ্রীষ্টবাদীদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক কালে স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থকে সপ্রমাণ করিতে যাইয়া বলিত যে, সত্বরই ভবিষ্যৎ সংবাদবাহক উপস্থিত হইবেন। এক্ষণ তাহারা সেই সংবাদবাহক হজরত মোহম্মদকে অস্বীকার করিল। (ত, ফা,)

প্রত্যাবর্ত্তিত হইল *, এবং ঈশ্বরদ্রোহীদিগের জন্য বিষম শাস্তি আছে। ৯০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে, "ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস কর," তাহারা বলিল, "আমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতেছি।" এবং উহা ব্যতীত যাহা, তাহারা তাহার বিরোধী হইল, প্রকৃতপক্ষে ইহা (এই কোর্-আন্) সত্য, তাহাদের নিকটে যাহা (যে পুস্তক) আছে তাহার প্রমাণকারী, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে, তবে ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বরের সংবাদবাহকদিগকে কেন বধ করিয়াছিলে? ৯১। এবং সত্য সত্যই মূসা উজ্জ্বল নিদর্শন সকল সহ তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল; পরে তোমরা তাহার অগোচরে গোবৎসকে আশ্রয় করিলে ও তোমরা অন্যায়াচারী হইলে। ৯২। এবং যখন আমি তোমাদের হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম ও তোমাদের উপর তূরগিরি উত্থাপন করিয়া বলিলাম, "যাহা আমি দান করিলাম, তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর ও শ্রবণ কর"; তাহারা বলিল, "শুনিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম"; † তাহারা স্বীয় বিদ্রোহিতাবশতঃ আপন অন্তরে গোবৎসের (প্রেম) পান করিল, বল (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা ধার্ম্মিক, তবে তোমাদের ধর্ম্ম যাহা আদেশ করিতেছে তাহা অকল্যাণ! ‡ ৯৩। বল, যদি ঈশ্বরের নিকটে অপর লোক অপেক্ষা তোমাদের জন্য বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে, তবে মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও §। ৯৪। এবং পূর্ব্বে তাহাদের হস্ত যাহা প্রেরণ করিয়াছে, ¶ সেই কারণে তাহারা তাহা (মৃত্যুকে) কখনও আকাঙ্ক্ষা করিবে না, পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৯৫। অবশ্য তুমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনের প্রতি অন্য লোক অপেক্ষা এবং অনেকেশ্বরবাদীদিগের অপেক্ষা অধিক আসক্ত পাইবে, তাহাদের এক একজন সহস্র বৎসর আয়ু প্রদত্ত হয় এরূপ ইচ্ছা করে, এবং (এই প্রকার) জীবন প্রদত্ত হইলেও তাহা তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে না ও তাহারা যাহা করে, ঈশ্বর তাহার দর্শক। ৯৬। (র, ১১, আ, ১০)

---

* ইহুদিরা মহাপুরুষ ঈসাকে ও বাইবলকে অগ্রাহ্য করিয়া একবার ঈশ্বরের কোপে পতিত হয়; পুনর্ব্বার মহাপুরুষ মোহম্মদ ও কোর্-আন্‌কে অস্বীকার করিয়া ক্রোধে পতিত হইল। (ত, হো,)

† "শুনিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম" এই কথার তাৎপর্য্য, তাহারা মুখে গ্রাহ্য করিল এবং জীবনে অগ্রাহ্য করিল। এই বাক্যের প্রথমাংশ ইহুদিদিগের প্রতি, শেষাংশ ইহুদিদিগের চরিত্র সম্বন্ধে হজরত মোহম্মদের প্রতি উক্ত হইয়াছে।

‡ এস্থলে এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, তোমরা ধার্ম্মিক নও, কল্পিত ধার্ম্মিক। যেহেতু ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে অকল্যাণ আদেশ করেন না। অধর্ম্ম হইতেই অকল্যাণ হয়। (ত, হো,)

§ ইহুদিরা বলিয়া থাকে যে, মৃত্যুর পর স্বর্গে কেবল আমরাই যাইব, আমাদের শাস্তি হইবে না। ঈশ্বর বলিলেন, যদি তোমরা স্বর্গে যাইবে, তবে মৃত্যুকে কেন ভয় কর?

¶ ইহার তাৎপর্য্য, পেগাম্বরদিগকে হত্যা করা ও ঈশ্বরতত্ত্ব অস্বীকার করা বশতঃ ইহুদিরা যে পাপের দণ্ড ঈশ্বরের নিকটে সঞ্চয় করিয়াছে, সেই ভয়ে তাহারা মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

বল, যে ব্যক্তি জেব্রিলের বিরোধী হয় (সে কেমন অনিষ্ট করে ?) কেননা নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আদেশে তোমার অন্তরে ইহা (কোর্-আন্) অবতারণ করে, তাহার (ইহুদির) হস্তে যে গ্রন্থ আছে, ইহা তাহার সত্যতার প্রতিপাদক ও বিশ্বাসীদিগের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা। ৯৭। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার দেবগণের ও তাঁহার প্রেরিতগণের এবং জেব্রিল ও মেকাইলের বিরোধী হয়, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর সেই ধর্ম্মবিরোধীর বিরোধী হন। ৯৮। এবং সত্যসত্যই আমি তোমার নিকটে উজ্জ্বল নিদর্শন সকল উপস্থিত করিয়াছি, দুর্ব্বৃত্ত লোক ব্যতীত কেহ তাহার বিরোধী হয় না। ৯৯। কেমন, যখন তাহারা প্রতিজ্ঞা বন্ধন করিল, তখন তাহাদের এক দল তাহা পরিত্যাগ করিল, এবং তাহাদের অধিকাংশ বিশ্বাস করিতেছে না। ১০০। এবং যখন ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাদের সন্নিধানে প্রেরিত পুরুষ তাহাদের সঙ্গে যাহা (যে পুস্তক) আছে, তাহার সত্যতা প্রতিপাদন করিতে আগমন করিল, সেই যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের এক দল ঐশী গ্রন্থকে আপন পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা ইহা জ্ঞাত নহে *। ১০১। এবং সোলয়মানের রাজত্ব কালে দৈত্যগণ যাহা অধ্যয়ন করিত, তাহারা উহার অনুসরণ করিয়াছে, সোলয়মান ধর্ম্মবিরোধী হয় নাই ; কিন্তু দৈত্যগণ ধর্ম্মবিরোধী হইয়াছিল, তাহারা লোকদিগকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা দিত, এবং বাবেল নগরে দুই দেবতা হারুত ও মারুতের প্রতি যাহা (সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, ইহারা উহার অনুসরণ করিতেছে,) কিন্তু তাহারা যে পর্য্যন্ত না ব্যক্ত করিতেছিল যে আমরা পরীক্ষায় পড়িয়াছি, অতএব তোমরা কাফের হইও না, সে পর্য্যন্ত কাহাকেও শিক্ষা দান করিত না ; পরে লোকে যাহা দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাদের নিকটে তাহা শিক্ষা করিত ; এবং তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত কাহারও ক্ষতি করিতে পারে না, এবং তাহারা তাহা শিক্ষা করে যাহাতে তাহাদেরই ক্ষতি হয়, লাভ হয় না, এবং সত্যসত্যই তাহারা জ্ঞাত আছে যে, যে ব্যক্তি তাহা (ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা) ক্রয় করিয়াছে, পরকালে তাহার কোন লাভ হয় নাই, তাহার বিনিময়ে যে আত্মবিক্রয় করিয়াছে নিশ্চয় তাহা মন্দ, তাহারা তাহা বুঝিলে ভাল ছিল † ১০২। এবং নিশ্চয়

---

* ইহুদি সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ কোর্-আন্‌কে অস্বীকার করে। (ত, হো,)

† ইহুদিরা নিজের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দুই উপায়ে লোকে লাভ করে। সোলয়মানের সময়ে মনুষ্য ও দৈত্যগণ একত্র ছিল। লোকে দৈত্যগণের নিকটে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। ইহুদিরা বলে, সোলয়মান হইতে আমরা এই বিদ্যা লাভ করিয়াছি, সোলয়মান ইহারই বলে মনুষ্য ও প্রেতলোকের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ঈশ্বর কহিতেছেন যে, ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, ধার্ম্মিক সোলয়মানের এরূপ কার্য্য নহে। তাহার সময় দানবগণই শিক্ষা দান করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ হারুত ও মারুত এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, ইহুদিরা এরূপও বলিয়া থাকে। হারুত ও মারুত দুই দেবতার নাম, তাঁহারা মনুষ্যের

তাহারা যদি বিশ্বাসী হইত, বৈরাগ্য অবলম্বন করিত, তবে নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে উত্তম পুরস্কার হইত, যদি তাহারা বুঝিত, ভাল ছিল। ১০৩। (র, ১২, আ, ৭)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, "রাআনা" * এই শব্দ উচ্চারণ করিও না, এবং বলিও, আমাদিগকে লক্ষ্য কর ও শ্রবণ কর, এবং ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের জন্য ক্লেশজনক শাস্তি আছে। ১০৪। গ্রন্থাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরদ্রোহী হইয়াছে তাহারা এবং অংশিবাদীরা তোমাদের প্রতি ঈশ্বর হইতে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় ইহা ভালবাসে না, এবং ঈশ্বর নিজকৃপাগুণে যাহাকে ইচ্ছা হয় বিশেষত্ব দান করেন, ঈশ্বর মহান্ সমুন্নত। ১০৫। আমি কোন নিদর্শনের যাহা খণ্ডন করি, অথবা বিস্মৃত করাইয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা উত্তম বা তত্তুল্য (নিদর্শন) আনয়ন করিয়া থাকি; তুমি কি জ্ঞাত হও নাই যে, ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী? ১০৬। তোমরা কি জান নাই যে, দ্যুলোক ও ভূলোকের রাজত্ব ঈশ্বরেরই, এবং ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের বন্ধু ও সহায় নাই? ১০৭। ইতিপূর্ব্বে যেমন মূসাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তোমরাও কি আপনাদের তত্ত্ববাহককে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাহ? † এবং যে ব্যক্তি অবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের বিনিময় করে, পরে নিশ্চয় সে সরল পথ হারায়। ১০৮। তোমাদের বিশ্বাস লাভের পর তোমাদিগকে যেন ঈশ্বরদ্রোহী করিয়া তোলে, গ্রন্থধারীদিগের অনেকে আন্তরিক বিদ্বেষবশতঃ তাহাদের জন্য সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর ইহা ভাল বাসিয়াছে, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর স্বীয় আজ্ঞা

আকারে বাবেল নগরে আপনাদের পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি তাহা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইত, তাঁহারা প্রথমতঃ বলিতেন যে, ইহাতে ধর্ম্মের হানি হয়, আমরা এজন্য শাস্তি পাইতেছি। তৎপর একান্ত বাধ্য করিলে তাঁহারা শিক্ষা দান করিতেন। ঈশ্বর পরীক্ষা করিতে চাহেন। ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, এইরূপে পারলৌকিক কল্যাণ হয় না, বরং অকল্যাণ হয়, এবং সংসারে ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারে না। (ত, ফা,)

* হজরত মোহম্মদ যখন সাধারণকে উপদেশ দিতেন, তখন ইহুদিরা কোন কথা বুঝিতে না পারিলে তাহা বুঝিয়া লইবার জন্য কিম্বা উপহাসের ভাবে রাআনা বলিত; "রাআনা" শব্দের অর্থ, আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর, কিন্তু ইহুদিদিগের অভিধানে "রাএনা" শব্দে নির্ব্বোধকে বুঝায়। তাহাদের অনেকে "রাএনাকেই" "রাআনার" ন্যায় উচ্চারণ করিত। ইহুদিদিগের দৃষ্টান্তে মোসলমানেরাও কখন কখন প্রেরিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া "রাআনা" বলিত। এ জন্য ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তোমরা স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি 'রাআনা" শব্দ প্রয়োগ করিও না। (ত, ফা,)

† মহাপুরুষ মূসাকে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ পরীক্ষা করিবার জন্য নানা প্রশ্ন করিয়াছিল। ঈশ্বর এসলামধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বলিতেছেন যে, তোমরা কি ইহুদিদিগের প্ররোচনায় সেইরূপ তোমাদের তত্ত্ববাহককে প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে? (ত, হো,)

অর্থাৎ ইহুদিরা যেমন আপনাদের তত্ত্ববাহক মূসার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিল, তাহাদিগের ন্যায় তোমরা আপন দলের তত্ত্ববাহককে সন্দেহ করিও না। (ত, ফা,)

উপস্থিত না করেন, তোমরা ক্ষমা করিতে থাক ও উপেক্ষা কর, * নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১০৯। এবং তোমরা নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান কর, এবং সৎকার্য্য দ্বারা যাহা নিজের জন্য পূর্ব্বে পাঠাইবে, ঈশ্বরের নিকটে তাহা প্রাপ্ত হইবে; তোমরা যাহা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দর্শক। ১১০। এবং তাহারা বলে, যাহারা মুসায়ী ও ঈসায়ী লোক হয়, তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ কখনও স্বর্গেও যাইবে না, তাহাদের ইহাই.আকিঞ্চন; বল, (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আপনাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ১১১। হাঁ, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের দিকে আপনার আনন স্থাপন করিয়াছে, এবং সৎকর্ম্মশীল হইয়াছে, পরে তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কার আছে ও তাহার সম্বন্ধে ভয় নাই, সে শোকগ্রস্ত হইবে না। ১১২। (র, ১৩, আ, ৯)

এবং মুসায়ীরা বলে যে, ঈসায়িগণ কিছুই নয়, এবং ঈসায়ীরা বলে, মুসায়িগণ কিছুই নয়, ইহারা সকলেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে; এইরূপ যাহারা জ্ঞানহীন, তাহারাও ইহাদের ন্যায় কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের যে বিষয় লইয়া বিবাদ, তদ্বিষয়ে ঈশ্বর বিচার-দিবসে ইহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ১১৩। এবং যাহারা ঈশ্বরের মন্দির সকলে তাঁহার নাম চর্চ্চা করিতে দিতেছে না ও তাহা উৎসন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারী কে? সেই সকল লোকের উচিত নহে যে, শঙ্কিত না হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদের জন্য পৃথিবীতে দুর্গতি ও পরলোকে কঠিন শাস্তি আছে †। ১১৪। এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ ঈশ্বরের, অতএব যে দিকে তোমরা মুখ ফিরাইবে, সেই দিকেই ঈশ্বরের আনন, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রমুক্ত ও জ্ঞানী। ১১৫। এবং তাহারা বলে, ঈশ্বর সন্তান গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি নির্ব্বিকার, বরং ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই ও সকলে তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী। ১১৬। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের স্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন কার্য্য করেন, তখন তাহার জন্য 'হও' মাত্র বলেন, ইহা বৈ নহে, তাহাতেই হয়। ১১৭। এবং অজ্ঞান লোকেরা বলিয়া থাকে যে, "ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কেন কথা কহেন না, এবং কেন আমাদিগের নিকটে নিদর্শন আসিতেছে না?" এইরূপে ইহাদের বাক্যের ন্যায় ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও বলিয়াছে, ইহাদিগের অন্তরের পরস্পর সাদৃশ্য আছে,

---

* পরে আজ্ঞা হইয়াছিল যে, ইহুদিদিগকে মদিনার নিকট হইতে দূর করিয়া দাও। (ত, ফা,)

† ঈসায়ীদের সম্বন্ধে এই উক্তি; ঈসায়ীরা আপনাদিগকে ন্যায়াচারী ও ইহুদিদিগকে অত্যাচারী মনে করিয়া বলিত, ইহুদিরা প্রভু ঈসার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে, এবং আমরা তাঁহাকে মান্য করিয়াছি। পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, ঈসায়ীরা যখন প্রবল হইয়াছিল, তখন বয়তোল্ মকদ্দস মন্দির এবং ইহুদিদিগের অপর মন্দির সকল উৎপন্ন করিয়াছিল। বয়তোল্ মকদ্দস শামদেশে মহাপুরুষ সোলয়মান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, দাউদ তাহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। (ত, ফা,)

নিশ্চয় আমি বিশ্বাসিমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিয়া থাকি *। ১১৮। নিশ্চয় আমি যথার্থ ভাবে তোমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক রূপে পাঠাইয়াছি, এবং নারকীদিগের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসিত হইবে না †। ১১৯। এবং ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা তুমি তাহাদের ধর্ম্মের অনুসরণ না করিলে কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না; বল, নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশই সেই উপদেশ, এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর যদি তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর, তবে ঈশ্বরের (শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার) তোমার কোন বন্ধু ও সহায় নাই। ১২০। যাহারা আমি যে গ্রন্থ তাহাদিগকে দিয়াছি, তাহার বিশুদ্ধ অধ্যয়নরূপে অধ্যয়ন করে, তাহারা এতৎপ্রতি (কোর্-আন্ গ্রন্থে) বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, এবং যে সকল লোক ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে, অনন্তর ইহারাই তাহারা যে অনিষ্টকারী ‡। ১২১। (র, ১৪, আ, ৯)

হে এস্রায়েলবংশীয় লোক সকল, যাহা আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি, সেই মৎপ্রদত্ত সম্পদ্ স্মরণ কর, নিশ্চয় আমি সকল লোকের উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। ১২২। এবং সেই দিনকে ভয় কর, যে দিনে কেহ কাহারও কিছু উপকার করিবে না ও কাহা হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না, এবং পাপক্ষমার অনুরোধ কাহাকেও ফল বিধান করিবে না ও তাহাদিগকে সাহায্য করা যাইবে না। ১২৩। এবং (স্মরণ কর,) যখন এব্রাহিমকে তাহার প্রতিপালক কয়েক কথায় পরীক্ষা করিলেন, পরে সে তাহা পূর্ণ করিল, তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে মনুষ্যজাতির নেতা করিতেছি, সে বলিল, "আমার বংশের লোকদিগকেও করিবে," তিনি বলিলেন, "অত্যাচারীদিগের প্রতি আমার অঙ্গীকার পঁহুছে না।" ১২৪।

---

* ইহুদিদিগের সম্বন্ধে এই উক্তি; অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের ইহুদিরা যেরূপ বলিতেছে, পূর্ব্বতন ইহুদিমণ্ডলীও স্বীয় পেগাম্বরকে এরূপ বলিয়াছিল। (ত, ফা,)

† মহাপুরুষ মোহম্মদ এক দিন নিবেদন করিয়াছিলেন, "যদি তুমি অবিশ্বাসী ইহুদিদিগের জন্য একটি ভয়ঙ্কর শাস্তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে, তাহা হইলে তাহারা গুরুতর শাস্তির ভয়ে সরল ধর্ম্মপথে উপনীত হইত।" এই উক্তির উত্তরে ঈশ্বর তাঁহার নিকটে এই নিদর্শন অর্থাৎ এই প্রবচন প্রেরণ করেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এই অবিশ্বাসীরা নরকলোকনিবাসী, ইহারা কেন বিধানে বিশ্বাস করিল না, এ বিষয়ে আমি তোমাকে প্রশ্ন করিব না, তোমার কার্য্য প্রত্যাদেশ প্রচার করা, আমার কার্য্য পাপীদিগের বিচার করা। (ত, হো,)

অর্থাৎ তোমার প্রতি এরূপ দোষারোপ হইবে না। (ত, ফা,)

‡ সেলামের পুত্র আবদোল্লা নামক ইহুদি "তওরাত" গ্রন্থ সত্যভাবে পাঠ করিয়া, কোর্-আনে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সবান্ধবে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুতালেবের পুত্র জাফেরের সঙ্গে আফ্রিকা হইতে যে একদল ঈসায়ী আসিয়াছিল, তাহারা বাইবল গ্রন্থ প্রকৃতরূপে পাঠ করিয়া মোসলমান হইয়াছিল। অতএব "যাহারা আমার প্রদত্ত পুস্তক" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মগ্রন্থ যথার্থরূপে পাঠ করে, কিংবা তাহার অনুসরণ করে, সে কোর্-আনে বিশ্বাসী হয়। (ত, হো,)

এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি মনুষ্যের জন্য শান্তিস্থান ও প্রত্যাবর্ত্তনভূমি কাবামন্দির নির্ম্মাণ করিলাম, এবং (বলিলাম,) তোমরা এব্রাহিমের স্থানকে উপাসনাভূমি কর ; আমি এব্রাহিম ও এস্‌মায়িলকে আদেশ করিয়াছিলাম, যেন প্রদক্ষিণকারী ও নির্জ্জনতা-ব্রতধারী, উপাসনাকারী, প্রণামকারী লোকদিগের জন্য আমার মন্দিরকে পবিত্র রাখে* । ১২৫ । এবং (স্মরণ কর,) যখন এব্রাহিম বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, এই নগরকে তুমি শান্তিযুক্ত কর, ইহার অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে জীবিকারূপে ফল দান কর ;" তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরদ্রোহী, তাহাকে আমি অল্প ভোগ করিতে দিব, তৎপর উপায়হীন করিয়া তাহাকে নরকের দিকে আনয়ন করিব, (তাহা) মন্দ স্থান" । ১২৬ । এবং যখন এব্রাহিম ও এস্‌মায়িল মন্দিরের প্রাচীর সকল উন্নত করিয়া তুলিল, তখন (বলিল,) "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগ হইতে গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা" । ১২৭ । "হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদিগকে তুমি স্বীয় অনুগত করিয়া লও ও আমাদিগের সন্তানদিগকে আপন অনুগত মণ্ডলী করিয়া লও, এবং আমাদিগকে উপাসনাপ্রণালী প্রদর্শন কর ও আমাদিগের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন কর, নিশ্চয় তুমি প্রত্যাবর্ত্তনকারী ও কৃপালু ।" ১২৮ । "হে আমাদের প্রতিপালক, এবং তাহাদিগের (বংশ) হইতে তাহাদিগের নিকটে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ কর, তাঁহারা তাহাদিগের নিকট তোমার নিদর্শন সকল পাঠ করিবেন ও তাহাদিগকে ধর্ম্মপুস্তক ও জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন, নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা" । ১২৯ । (র, ১৫, আ, ৮)

যাহারা আত্মজ্ঞানবিহীন, তাহারা ব্যতীত কে এব্রাহিম-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হয় ? সত্যসত্যই আমি তাহাকে ইহলোকে গ্রহণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় সে পরলোকে সাধুদিগের অন্তর্গত । ১৩০ । যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে বলিলেন, "অনুগত হও," সে বলিল, "বিশ্বপালকের অনুগত হইলাম ।" ১৩১ । এবং এব্রাহিম ও ইয়াকুব স্বীয় পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়াছিল যে, "হে আমার পুত্রগণ, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের জন্য এই ধর্ম্ম মনোনীত করিয়াছেন, অতএব ধর্ম্মাবলম্বী না হইয়া প্রাণত্যাগ করিও না" । ১৩২ । যখন ইয়াকুবের মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়, তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে ? সেই সময় সে আপন পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "আমার অভাব হইলে তোমরা কোন্ বস্তুর উপাসনা করিবে ?" তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা তোমার ও

---

* এস্‌মায়িল মহাপুরুষ এব্রাহিমের পুত্র, ইনিই মোসলমানদিগের আদি পুরুষ । এব্রাহিমের অপর পুত্র এস্‌হাকের বংশে ইহুদিজাতি উৎপন্ন হয় । এব্রাহিম এস্‌মায়িলকে সঙ্গে করিয়া মক্কার মন্দির নির্ম্মাণ করেন । কালক্রমে সেই মন্দিরে প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয় । পরে হজরত মোহম্মদ সেই সকল প্রতিমা বিনাশ করিয়া তাহাতে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন ।

তোমার পিতৃপুরুষ এব্রাহিম ও এস্মায়িল এবং এস্হাকের ঈশ্বরের উপাসনা করিব, সেই ঈশ্বর একমাত্র, এবং আমরা তাঁহারই অনুগত"। ১৩৩। সেই মণ্ডলী চলিয়া গিয়াছে, তাহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহা তাহাদেরই জন্য ও তোমরা যাহা সঞ্চয় করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য, এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তদ্বিষয়ে তোমাদিগের নিকটে প্রশ্ন হইবে না। ১৩৪। তাহারা বলে, "মুসায়ী হও বা ঈসায়ী হও, তবে পথ প্রাপ্ত হইবে, তুমি বল, বরং এব্রাহিমের ধর্ম্ম সত্য, এবং তিনি অনেকেশ্বরবাদী ছিলেন না। ১৩৫। তোমরা বল, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং যাহা এব্রাহিমের প্রতি ও যাহা এস্মায়িল, এস্হাক, ইয়াকুব এবং (তাঁহাদের) সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা মুসার ও ঈসার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে, এবং যাহা অপর তত্ত্ববাহকগণের প্রতি তাঁহাদের প্রতিপালক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রতি (বিশ্বাস স্থাপন করিলাম,) তাহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না, এবং আমরা তাঁহারই অনুগত। ১৩৬। অনন্তর তোমরা যাহাতে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, যদি তৎপ্রতি তদ্রূপ তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে নিশ্চয় আলোক পাইতে পারে, এবং যদি বিমুখ হয়, তবে তাহারা বিরোধী, ইহা বৈ নহে, অতএব সত্বরই ঈশ্বর তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইবেন, এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা *। ১৩৭। ঈশ্বর-প্রদত্ত বর্ণ আছে, এবং বর্ণদান বিষয়ে ঈশ্বর অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? ও আমরা তাঁহারই উপাসক †। ১৩৮। (বল,) ঈশ্বরসম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছ? এবং তিনি আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্য্য ও তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য, এবং আমরা তাঁহার প্রেমানুগত। ১৩৯। তোমরা কি বলিয়া থাক যে, এব্রাহিম, এস্মায়িল ও এস্হাক ও ইয়াকুব এবং সন্তানগণ মুসায়ী কিম্বা ঈসায়ী ছিল? জিজ্ঞাসা কর, (হে মোহম্মদ,) তোমরা অধিক জ্ঞানী, না ঈশ্বর? এবং যে ব্যক্তি নিজের নিকটে বিদ্যমান ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সাক্ষ্য গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অত্যাচারী কে? তোমরা যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহা

---

* এই সকল প্রবচন অবতীর্ণ হইলে পর ইহুদিরা তত্ত্ববাহকের অধীনতা-স্বীকারে অসম্মত হইল। ঈসায়িগণও মোসলমানদিগের বিরোধী হইয়া গর্ব্ব করিতে লাগিল যে, আমাদের জলসংস্কার আছে, তোমাদের তাহা নাই। ঈসায়ীদিগের জলসংস্কার এই যে, সন্তান প্রসূত হইলে পর সাত দিন অন্তর তাহাকে তীর্থ জলে স্নান করায়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, ইহা দ্বারা সন্তান শুদ্ধ হয়। ইহা মুসায়ীধর্ম্মসঙ্গত নহে, ত্বক্‌ছেদ-সংস্কারস্থানে ঈসায়ীদের এই জলসংস্কার। নিম্নলিখিত আয়তোক্ত ঐশ্বরিক বর্ণের অর্থ ঐশ্বরিক ধর্ম্মসংস্কার। (ত, হো,)

† ঈসায়ীলোকদিগের এরূপ রীতি ছিল যে, তাহারা যাহাকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত, তাহাকে পীত বর্ণে রঞ্জিত, পীত বসনে আচ্ছাদিত করিত। তজ্জন্য এই প্রবচন ঈসায়ীদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইল। (ত, ফা,)

অজ্ঞাত নহেন। ১৪০। সেই এক সম্প্রদায় ছিল নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়াছে, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদের জন্য ও তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য, তাহারা যাহা করিয়াছে তন্নিমিত্ত তোমাদিগের প্রশ্ন হইবে না। ১৪১। (র, ১৬, আ, ১২)

এক্ষণে নির্ব্বোধ লোকেরা বলিবে যে, যে কেব্‌লাতে তাহারা ছিল, তাহাদের সেই কেব্‌লা হইতে তাহাদিগকে কিসে ফিরাইল, * বল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঈশ্বরের, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সরল পথের অভিমুখে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ১৪২। এবং আমি তোমাদিগকে এইরূপ অসাধারণ মণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছি যে, তোমরা লোকের নিকটে সাক্ষী হইবে, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পদদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যায়, তাহাকে ছাড়িয়া যে ব্যক্তি (স্বতন্ত্র) প্রেরিত পুরুষের অনুগত হয়, তাহাকে জানিবার জন্য ব্যতীত তুমি যাহার অভিমুখে ছিলে, আমি সেই কেব্‌লা নির্দ্ধারণ করি নাই, † এবং সংবাদবাহক তোমাদের নিকটে সাক্ষী হইবে, নিশ্চয় (এ বিষয়টি) গুরুতর, কিন্তু ঈশ্বর যাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের জন্য নহে, এবং ঈশ্বর (এরূপ) নহেন যে, তোমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর লোকের প্রতি প্রেমিক ও অনুগ্রহকারী ‡। ১৪৩। নিশ্চয় আমি (হে মোহম্মদ,) আকাশের দিকে তোমার আনন প্রত্যাবর্ত্তিত দেখিতেছি, অতএব তুমি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, সেই কেব্‌লার দিকে অবশ্য আমি তোমাকে ফিরাইব, § অনন্তর তুমি কাবার দিকে আপন মুখ ফিরাও, তোমরা (হে মোসলমানগণ,)

---

* যাহার অভিমুখে নমাজ পড়া হয়, তাহাকে কেব্‌লা বলে। মোসলমানদিগের কেব্‌লা কাবা। পূর্ব্বে বয়তোল্ মকদ্দস কেব্‌লা ছিল। মহাপুরুষ মোহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় আগমন করিয়া বয়তোল্ মকদ্দসের অভিমুখে নমাজ পড়িয়াছিলেন। পরে কাবা মন্দিরের দিকে নমাজ পড়িতে আদিষ্ট হইলেন। তখন ইহুদিগণ ও অনেক মোসলমান সন্দেহ করিতে লাগিল যে, এ কিরূপ তত্ত্ববাহক? যাহা সকল তত্ত্ববাহকের কেব্‌লা ছিল, তাহাকে পরিত্যাগ করাত তত্ত্ববাহকের লক্ষণ নহে। অতএব ঈশ্বর পূর্ব্বেই বলিলেন যে, লোকে এরূপ বলিবে। (ত, হো,)

† পদদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যায়, এস্থলে ইহার অর্থ, স্বতন্ত্র প্রেরিত পুরুষ হজরতকে অস্বীকার করে।

‡ ঈশ্বর এই প্রবচন মোসলমানমণ্ডলীর প্রতি এই ভাবে ব্যক্ত করিলেন যে, তোমাদিগের মধ্যে পূর্ণতা, শত্রুদিগের মধ্যে অপূর্ণতা। প্রথমতঃ তোমরা সমুদায় প্রেরিত পুরুষকে গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু মুসায়ী ও ঈসায়ী লোকেরা কোন প্রেরিতকে মান্য করে, কাহাকে বা মান্য করে না। দ্বিতীয়তঃ তোমাদের কেব্‌লা কাবা, যাহা এব্রাহিমের সময় হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে। এব্রাহিম মুসা ও ঈসার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিত। মুসায়ী ও ঈসায়ীদিগের কেব্‌লা পরে নিরূপিত হইয়াছে। এরূপ সকল বিষয়ে তোমরা শ্রেষ্ঠ, অপর মণ্ডলী নিকৃষ্ট। তোমাদিগের হইতে শিক্ষা লাভ করা তাহাদের আবশ্যক, তোমাদের অন্য মণ্ডলীর নিকটে শিক্ষা করা অপ্রয়োজন। (ত, ফা,)

§ এ পর্য্যন্ত বয়তোল্ মকদ্দস অর্থাৎ জেরুজিলমের অভিমুখে নমাজ হইতেছিল, কিন্তু প্রেরিত পুরুষের মন কাবার দিকে নমাজ পড়িতে সমুৎসুক ছিল। তিনি বারংবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিতেন যে, এ বিষয়ে কোন আজ্ঞা প্রাপ্ত হন কিনা, তাহাতেই এই প্রবচন অবতীর্ণ হয়। (ত, ফা,)

যে স্থানে আছ, পরে তথা হইতে আপনাদিগের মুখ সেই দিকে ফিরাও, এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা জানিবে যে, ইহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য, এবং যাহা তাহারা করে, তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। ১৪৪। এবং যাহাদিগকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে, যদি তুমি তাহাদের নিকটে সমুদায় নিদর্শন উপস্থিত কর, তাহারা তোমার কেব্‌লার অনুসরণ করিবে না, এবং তুমিও তাহাদের কেব্‌লার অনুসরণকারী নও, এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের কেব্‌লার অনুসরণকারী নহে, এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান সমাগত হইয়াছে, তুমি তাহার পর যদি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি একজন অত্যাচারী হইবে। ১৪৫। আমি যাহাদিগকে পুস্তক দান করিয়াছি, তাহারা তাহা এরূপ জানিতেছে, যেরূপ আপনাদিগের সন্তানদিগকে জানিতেছে, এবং নিশ্চয় তাহাদের একদল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করিতেছে। ১৪৬। ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে (আগত) সত্য, অতএব তুমি সংশয়ীদিগের অন্তর্গত হইও না। ১৪৭। (র, ১৭, আ, ৬)

এবং প্রত্যেকের জন্য এক দিক্ আছে, সে সেইদিকে মুখ ফিরায়, অতএব (হে মোসলমানগণ,) কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও, তোমরা যে দিকে থাক না কেন, ঈশ্বর তোমাদের সকলকে (কেয়ামতে) একত্র করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১৪৮। এবং তুমি যে স্থানে যাইবে, (হে মোহম্মদ,) স্বীয় আনন মস্‌জ্জেদোল্‌হরামের দিকে ফিরাইও, * এবং নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতিপালক হইতে (আগত) সত্য, এবং তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। ১৪৯। এবং তুমি যে স্থানে যাইবে, স্বীয় আনন মস্‌জ্জেদোল্‌হরামের দিকে ফিরাইও ও তোমরা যে স্থানে থাকিবে, স্বীয় মুখ সেই দিকে ফিরাইও, তাহা হইলে তাহাদের যে সকল লোক অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা ভিন্ন অন্য লোকের তোমাদিগের প্রতি আপত্তি থাকিবে না, পরন্তু তাহাদিগকে ভয় করিও না, এবং আমা হইতে ভীত হইও, এবং তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রতি আমার দান পূর্ণ করিব, এবং তোমরা তাহাতে পথ প্রাপ্ত হইবে। ১৫০। যথা আমি তোমাদিগের দল হইতে তোমাদিগের নিকট প্রেরিত পুরুষ পাঠাইয়াছি, যেন সে তোমাদিগের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পাঠ করে ও তোমাদিগকে শুদ্ধ করে, এবং উচ্চ জ্ঞান ও গ্রন্থ শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা যাহা জান না, তাহার শিক্ষা দান করে। ১৫১। অতএব আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ও বিদ্রোহী হইও না। ১৫২। (র, ১৮, আ, ৫)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমরা সহিষ্ণুতা ও উপাসনাবিষয়ে সাহায্য অন্বেষণ কর,

---

* মক্কার মস্‌জ্জেদের নাম মস্‌জ্জেদোল্‌হরাম। হারাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ। উক্ত মস্‌জ্জেদের চতুঃসীমার মধ্যে এই কয়েকটি কার্য্য নিষিদ্ধ যথা ;—মনুষ্য হত্যা করা, কোন জীবকে উৎপীড়ন করা, বৃক্ষাদি উৎপাটন করা, পতিত ধন গ্রহণ করা। (ত, ক্বা,)

নিশ্চয় ঈশ্বর সহিষ্ণুদিগের সহায়। ১৫৩। এবং বলিও না, যে সকল লোক ঈশ্বরের পথে নিহত হইয়াছে, তাহারা মরিয়াছে, বরং জীবিত হইয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ। ১৫৪। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ভয় ও অন্নাভাব ও ধনহানি ও প্রাণহানি এবং ফলহানি ইহার কোন একটি দ্বারা পরীক্ষা করি, এবং সহিষ্ণুদিগকে সুসংবাদ দান করি। ১৫৫। + যখন আপনাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন যাহারা বলে, নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরেরই ও নিশ্চয় আমরা তাঁহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তনকারী। ১৫৬। + এবং এই সকল লোক, ইহাদের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও কৃপা, এবং এই সকল লোক, ইহারা সৎপথগামী। ১৫৭। নিশ্চয় সফা ও মরওয়া গিরি ঈশ্বরের নিদর্শনবিশেষ, অতএব যে ব্যক্তি মক্কামন্দিরে হজ্জ কার্য্য করে, কিম্বা ওম্‌রা করে, এই দুইকে প্রদক্ষিণ করা তাহার প্রতি অপরাধ নহে; এবং যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে সৎকর্ম্ম করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) মর্য্যাদাভিজ্ঞ ও জ্ঞাতা *। ১৫৮। নিশ্চয় আমি যাহা কিছু নিদর্শন ও উপদেশ প্রেরণ করিয়াছি, তাহা মানবমণ্ডলীর জন্য গ্রন্থে ব্যক্ত করিলে পর যাহারা তাহা গোপন করে, এই তাহারাই তাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন, এবং অভিসম্পাতকারিগণ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া থাকে † ১৫৯। + কিন্তু যাহারা মন পরিবর্ত্তন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে ও ব্যক্ত করিয়াছে, পরে আমি তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিব ও আমি প্রত্যাবর্ত্তনকারী দয়ালু। ১৬০। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও ধর্ম্মদ্রোহীর অবস্থায় মরিয়াছে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ও দেবগণের এবং সমুদায় লোকের অভিসম্পাত হয়। ১৬১। + তাহারা তাহাতে (সেই অভিসম্পাতে) সর্ব্বদা থাকিবে, তাহাদিগ হইতে শাস্তি খর্ব্ব করা হইবে না ও তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে না। ১৬২।

---

* মক্কায় সফা ও মরওয়া নামক দুইটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে ব্যবধান দুই শত পদভূমি। হাজী লোকেরা সেই ভূমিতে দৌড়িয়া থাকে। এই কার্য্যটিও হজ্জক্রিয়ার অন্তর্গত। নির্দ্দিষ্ট কালে বিশেষ ব্রতধারী হইয়া মক্কা তীর্থ দর্শনকে হজ্জ বলে, যাহারা হজ্জ করে তাহাদিগকে হাজী বলে। ওম্‌রা হাজীদিগের ব্রতবিশেষ। তাহা এইরূপ; হজ্জ ক্রিয়ার এহরাম বাঁধিয়া মক্কার অদূরবর্ত্তী "তনইম" নামক স্থানে কয়েক বার নমাজ পড়িয়া মক্কাতে আগমন পূর্ব্বক মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। মক্কার নিকটে যাইয়া বিধিপূর্ব্বক হজ্জ করার সঙ্কল্প করাকে "এহরাম" বলে। অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি হজ্জ ইত্যাদি করিতে যায়, তাহার পক্ষে "সফা" ও "মরওয়া" গিরির মধ্যস্থ ভূমিতে ধাবমান হওয়া দূষ্য নহে। পৌত্তলিক লোকেরা অজ্ঞানতাবশতঃ উক্ত পর্ব্বতদ্বয় প্রদক্ষিণ করিত বলিয়া এসলামধর্ম্মাবলম্বিগণ এ বিষয়ে সঙ্কুচিত ছিল, এক্ষণে ঈশ্বর এ কার্য্যে বিধি দিলেন। (ত, হো,)

† ইহুদিদিগের ধর্ম্মপুস্তক তওরাতে আরবীয় অন্তিম তত্ত্ববাহকের অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের প্রসঙ্গ ছিল। ইহুদিরা ঈর্ষ্যাবশতঃ সেই কথা গোপন করিয়াছে। এই আয়তে তাহারই উল্লেখ :।

এবং তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র, সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি দাতা ও দয়ালু। ১৬৩। (র, ১৯, আ, ১১)

নিশ্চয় স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজনে ও দিবা রজনীর পরিবর্ত্তনে এবং সমুদ্রে চালিত পোতে যাহাতে লোকে লাভ করে, এবং ঈশ্বর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভূমিকে যে তাহার মৃত্যুর পর জীবন দান এবং তদুপরি বিবিধ জন্তু সঞ্চারিত করিয়াছেন তাহাতে ও বায়ুমণ্ডল এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারে সত্যই বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল রহিয়াছে। ১৬৪। এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে এমন লোক আছে যে, সে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের অংশী সকলকে গ্রহণ করে, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির ন্যায় তাহাদিগকে প্রীতি করে, কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর প্রেমিক। এবং যাহারা অহিতাচরণ করিয়াছে, তাহারা তখন যে শাস্তি দেখিবে, হায়! যদি তাহা দেখিত! ঈশ্বরের জন্যই পূর্ণ ক্ষমতা, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা। ১৬৫। (স্মরণ কর,) যখন অগ্রণীলোকেরা অনুযায়িবৃন্দের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিবে ও শাস্তিভোগ করিতে থাকিবে, এবং তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইবে। ১৬৬। এবং সেই অনুযায়িগণ বলিবে যে, যদি আমাদের প্রতিগমন হইত, তাহা হইলে আমাদিগের প্রতি যেমন তাহারা (অগ্রণীগণ) বিরাগী হইয়াছে, আমরাও তাহাদের প্রতি বিরাগী হইতাম; এইরূপ ঈশ্বর তাহাদের কার্য্যাবলী যে তাহাদের সম্বন্ধে আক্ষেপে পরিণত, ইহা তাহাদিগকে দেখাইবেন, এবং তাহারা নরকাগ্নি হইতে মুক্ত হইবে না *। ১৬৭। (র, ২০, আ, ৪)

হে লোকসকল, তোমরা পৃথিবীতে যাহা বৈধ, শুদ্ধ তাহাই ভক্ষণ করিও, এবং শয়তানের পদানুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু †। ১৬৮। তোমরা দুষ্কর্ম্মে ও নির্লজ্জ কার্য্যে (লিপ্ত হও,) এবং ঈশ্বরসম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত নও তাহা বল, ইহা ব্যতীত সে তোমাদিগকে আদেশ করিবে না। ১৬৯। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে, ঈশ্বর যাহা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ কর, তাহারা বলিবে, আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে আমরা যে বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি, বরং তাহার অনুসরণ করিব, যদিচ তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝিত না ও পথভ্রান্ত ছিল। ১৭০। কেহ কোন বিষয় ডাকিয়া বলিলে যে ব্যক্তি আহ্বান শব্দ ও ধ্বনি ভিন্ন শুনিতে পায় না, ধর্ম্মদ্রোহিগণ তাহার অনুরূপ, তাহারা বধির, মূক ও অন্ধ; অতএব তাহারা বুঝিতে

---

* লোকে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে পূজা করে, পরলোকে তাহারা সেই পূজকদিগকে পরিত্যাগ করিবে। তখন পূজকগণের আশা ভঙ্গ হইবে ও আক্ষেপ করিবে, তাহাদের আক্ষেপে কোন ফল দর্শিবে না। (ত, ফা,)

† আরবীয় লোকেরা এব্রাহিম-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিতে থাকে। মৃত ও অবৈধ পশুদিগকে জব করে, গৃহপালিত অহিংস্র পশুদিগের মধ্যে কতক-

মূক ও অন্ধ ; অতএব তাহারা বুঝিতে পারে না *। ১৭১। হে বিশ্বাসী লোক সকল, বিশুদ্ধ বস্তু হইতে আমি যাহা তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়াছি তাহা ভক্ষণ কর, ঈশ্বরের গুণানুবাদ কর, যদি তোমরা তাঁহাকে পূজা করিয়া থাক। ১৭২। তোমাদিগের সম্বন্ধে শব, শোণিত ও বরাহমাংস এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা বৈ নিষিদ্ধ নহে ; পরন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচার ও সীমা লঙ্ঘন না করিয়া বিপদাকুল হইয়াছে, তাহার পক্ষে দোষ নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু †। ১৭৩। নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা গ্রন্থে অবতারণ করিয়াছেন, তাহা যে সকল লোক গোপন করে ও তদুপরি সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তাহারা স্ব স্ব পাকস্থলীতে অগ্নি বৈ ভক্ষণ করে না, বিচারদিবসে ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন না, এবং তাহাদের জন্য দুঃখকর শাস্তি আছে। ১৭৪। ইহারাই যাহারা সৎপথের পরিবর্ত্তে বিপথ, ক্ষমার পরিবর্ত্তে শাস্তি ক্রয় করে, ইহারা নরকাগ্নিতে কেমন ধৈর্য্যধারণ করিবে! ১৭৫। এই সেই কারণে ঈশ্বর সত্য গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, এবং নিশ্চয় যাহারা গ্রন্থমধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারা বিরুদ্ধাচারে বহু অগ্রসর ‡। ১৭৬। (র, ২১, আ, ৯)

তোমরা আপনাদের আনন পূর্ব্ব বা পশ্চিমাভিমুখে আবর্ত্তন কর, তাহাতে পুণ্য নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও পরকাল ও দেবগণ এবং গ্রন্থ ও তত্ত্ববাহকগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং ধন তৎপ্রতি অনুরাগসত্ত্বে আত্মীয়দিগকে, অনাথদিগকে, দরিদ্রদিগকে ও পথিকদিগকে এবং ভিক্ষুকদিগকে ও দাসত্বমোচনার্থ দান করিয়াছে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে ও জাকত দিয়াছে, এবং যখন যাহারা অঙ্গীকার করে, আপনাদের সেই অঙ্গীকার পালন করিয়া থাকে, এবং যাহারা ধনহীনতায় ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্য্যশীল, তাহাদেরই পুণ্য, ইহারাই তাহারা যাহারা সত্য বলিয়াছে, ইহারাই তাহারা যাহারা ধর্ম্মভীরু। ১৭৭। হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের সম্বন্ধে হত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যা করা লিখিত হইয়াছে, স্বাধীন স্বাধীনের তুল্য, দাস

গুলিকে অশুদ্ধ স্থির করে। এনাম সূরাতে তদ্বিবরণ বিবৃত আছে। তাহারা বরাহমাংসকে বৈধ মনে করে। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করেন। (ত, ফা,)

* অর্থাৎ কাফেরদিগকে উপদেশ দান করা আর পশুদিগকে ডাকিয়া উপদেশ দেওয়া তুল্য। পশুগণ যেমন ধ্বনি ব্যতীত কিছুই বুঝিতে পারে না, তত্ত্বোপদেশসম্বন্ধে কাফেরগণও তদ্রূপ। যাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, সে ধর্ম্মজ্ঞানীর কথা গ্রাহ্য করে না। (ত, ফা,)

† যে অবস্থায় কেহ কোনরূপ অত্যাচার করে নাই, শাস্ত্রের সীমা অতিক্রম করে নাই, সেই অবস্থায় ক্ষুধা, ক্লান্তি ও অবসন্নতাবশতঃ মৃত্যুর আশঙ্কা হইলে শব ইত্যাদি ভক্ষণে দোষ নাই। (ত, হো,)

‡ ইহুদিগণ তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আরবীয় ভবিষ্যৎ তত্ত্ববাহকের প্রসঙ্গ গোপন এবং সংসারানুরোধে অনেক বচনের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। (ত, ফা,

দাসের তুল্য, নারী নারীর তুল্য; যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার পক্ষ হইতে নিজের জন্য কিছু ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে, তৎপর বিধির অনুসরণ করিয়া তাহার চলা এবং সদ্ভাবে (হত্যার মূল্য) পরিশোধ করা (কর্ত্তব্য,) ইহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে লঘু করা হইল, অনন্তর ইহার পরে যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিবে, তাহার জন্য দুঃখকর শাস্তি আছে *। ১৭৮। এবং তোমাদের জন্য বিনিময়হত্যাতেই জীবন, হে বুদ্ধিমান লোক সকল, তাহা হইলে তোমরা রক্ষা পাইবে †। ১৭৯। যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইবে, তখন সম্পত্তি থাকিলে পিতা মাতা ও স্বগণের জন্য বৈধরূপে নির্দ্ধারণ করা তোমাদিগের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, ঈশ্বরভীরু লোকদিগের সম্বন্ধে ইহা উচিত ‡। ১৮০। অনন্তর ইহা (অন্তিম নির্দ্ধারণ বাক্য) শ্রবণের পর যে জন ইহার ব্যতিক্রম করে, তখন ইহার অপরাধ তাহারই প্রতি হয়, যে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া থাকে, ইহা বৈ নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১৮১। অবশেষে কেহ অন্তিমনির্দ্ধারণকারীর পক্ষে অসরলতা কিম্বা অপরাধ আশঙ্কা করিয়া তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিলে তাহাতে দূষ্য নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৮২। (র, ২২, আ, ৬)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের প্রতি যেরূপ রোজা (উপবাসব্রত) লিখিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তোমাদের জন্য লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তোমরা ধৈর্য্যশীল হইবে। ১৮৩। কতিপয় দিবস (রোজার জন্য) নির্দ্ধারিত, তবে তোমাদের মধ্যে যে কেহ পীড়িত কিম্বা দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত আছে, তাহার সম্বন্ধে অন্য কয়েকদিন নির্দ্ধার্য্য, এবং যে ব্যক্তি ইহাতে সক্ষম হইয়া (পালন করিতে চাহে না,) একজন দরিদ্রকে অন্ন বিতরণ করা প্রায়শ্চিত্ত, পরন্তু যে ব্যক্তি অধিক সৎকার্য্য করে তাহার পক্ষে কল্যাণ, যদি জ্ঞাত আছ, তবে রোজা পালন করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ হয়। ১৮৪। সেই রমজান মাস, যাহাতে মানববৃন্দের পথপ্রদর্শক এবং সৎপথ ও মীমাংসার

---

* স্বাধীন স্বাধীনের তুল্য, দাস দাসের তুল্য, নারী নারীর তুল্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পদমর্য্যাদানুসারে প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি অপর স্বাধীন ব্যক্তির তুল্য, এরূপ পরস্পর দাস দাসের এবং নারী নারীর তুল্য; যেমন কাফেরদিগের মধ্যে হীন জাতি ও উচ্চ জাতি এবং ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ প্রচলিত আছে, তদ্রূপ প্রভেদ নাই। হত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ স্বগণ বিনিময়ে হত্যা না করিয়া অর্থগ্রহণে সম্মত হইলে, হত্যাকারীর কর্ত্তব্য যে, অর্থ দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করে। ইহাই সহজ বিধি হইয়াছে। পূর্ব্বতন সম্প্রদায়ের মধ্যে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার বিধিই নির্দ্ধারিত ছিল। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ বিচারকদিগের উচিত যে, হত্যার বিনিময়ে হত্যা করিতে ত্রুটি না করেন। তাহাতে ভবিষ্যতে হত্যা নিবারিত হইবে। (ত, ফা,)

‡ কাফেরদিগের ব্যবস্থামতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সন্তান, সন্তানের মধ্যেও পুত্র সন্তানমাত্র। এক্ষণে বিধি হইল যে, পুত্র ব্যতীত প্রয়োজনানুরূপ অন্য ঘনিষ্ঠ স্বগণও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ পাইতে অধিকারী।

উজ্জ্বল নিদর্শন কোর্-আন্ অবতীর্ণ হইয়াছে, *। অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে উপস্থিত হইবে, সে তাহাতে অবশ্য রোজা পালন করিবে, এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা দেশভ্রমণে রত, তাহার নিমিত্ত অন্য দিন সকলের গণনা থাকিবে, তোমাদের জন্য সহজ হয় ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং তোমাদের দুঃসাধ্য হয় ইচ্ছা করেন না; এবং (ইচ্ছা করেন) যে, তোমরা দিনের সঙ্খ্যাকে পূর্ণ কর, এবং তোমাদিগকে যে সৎ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তোমরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত কর, সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ থাকিবে। ১৮৫। + এবং যখন (হে মোহম্মদ,) আমার দাসগণ আমার বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয় আমি নিকটে থাকি, আমি প্রার্থীর প্রার্থনা গ্রহণ করি, এবং যখন কেহ আমার নিকটে প্রার্থনা করে, তখন আমার আজ্ঞাধীন হওয়া ও আমাকে বিশ্বাস করা তাহার উচিত, তাহাতে সে পথপ্রাপ্ত হইবে। ১৮৬। রোজার রজনীতে স্ত্রীসংসর্গ তোমাদের জন্য বৈধ হইল, তাহারা (নারীগণ) তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাহাদের আবরণ, তোমরা যে আপনাদের জীবনের ক্ষতি করিয়াছ, ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত আছেন, অনন্তর তিনি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছেন, এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, † অতএব এক্ষণ তাহাদের সঙ্গে সহবাস কর, এবং ঈশ্বর তোমাদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া চল, যে পর্য্যন্ত তোমাদের পক্ষে প্রত্যুষে কৃষ্ণসূত্র হইতে শুভ্রসূত্র দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত পান ভোজন করিতে থাক, অতঃপর সায়ংকাল পর্য্যন্ত রোজা পূর্ণ কর, এবং যখন মস্জেদে নির্জ্জনবাসী হইবে, তখন স্ত্রীসঙ্গ করিবে না, ইহা ঈশ্বরের নিষধ ; অতএব তাহার (স্ত্রীর) নিকটবর্ত্তী হইও না ; এইরূপ পরমেশ্বর লোকের জন্য আপন নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন, যেন তাহারা ধর্ম্মভীরু হয়। ১৮৭। তোমরা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পরের ধন অন্যায়রূপে ভোগ করিও না, এবং তাহা বিচারপতিগণের নিকট পর্য্যন্ত আনয়ন করিও না, তাহাতে

---

* রমজান মাসেই কোর্-আনের প্রকাশারম্ভ হয়, অথবা সমগ্র কোর্-আন্ স্বর্গ হইতে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হয়। তথা হইতে সূরার পর সূরা কিম্বা আয়তের পর আয়ত লোকের হিতসাধনকল্পে সমাগত হইতে থাকে। যখন এই সময়ে আত্মার অন্নস্বরূপ প্রবচন সকল মানবমণ্ডলীর জন্য প্রেরিত হইল তখন তৎস্মরণার্থ এই মাসে শারীরিক অন্নগ্রহণে লোকের সঙ্কুচিত হওয়া বিধেয়, ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়। শুদ্ধ রমজান মাসে রোজা পালনের এই উদ্দেশ্য। (ত, হো,)

† যখন রোজার বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, তখন হইতে মোসলমানগণ সমগ্র রমজানমাস স্ব স্ব ভার্য্যার নিকটে গমন করিতেন না, এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় রজনীতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভোজন করিতেন না। ইতিমধ্যে অনেক লোক অক্ষম হইয়া গোপনে স্ত্রীসঙ্গ ও ভোজন করিতে লাগিল। তাহাতেই এই প্রবচন অবতীর্ণ হয় যে, নিশান্তে যে পর্য্যন্ত শুভ্র সূত্র নয়নগোচর না হয়, উপরিউক্ত বিষয়ে বিধি রহিল। কিন্তু নির্জ্জনবাসের সময় দিবা রজনী সর্ব্বক্ষণ স্ত্রীসংসর্গে নিষেধ হইল। (ত, ফা,)

তাহারাও অধর্ম্মাচারে লোকের ধনের অংশ গ্রহণ করিবে, তোমরা ইহা জানিতেছ *। ১৮৮। (র, ২৩, আ, ৬)।

নবীনচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে (হে মোহম্মদ,) তোমাকে তাহারা প্রশ্ন করিবে, বলিও, তাহা মনুষ্যের সময় নির্দ্ধারণজন্য ও হজ্জক্রিয়ার জন্য ; এবং গৃহে তোমাদের প্রত্যাগমন পশ্চাদ্ভাগ দিয়া (এহরামবন্ধনের পর) শ্রেয়ঃ নহে, (ইহাতে কল্যাণ হয় না,) কিন্তু বিষয়বিরাগী লোকদিগেরই কল্যাণ হয়, তোমরা গৃহে তাহার দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ করিও এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, তাহাতে উদ্ধার পাইবে †। ১৮৯। এবং যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বরের পথে তাহাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করিও ও সীমা লঙ্ঘন করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে প্রেম করেন না। ১৯০। এবং যে স্থানে তাহাদিগকে পাইবে, তথায় তাহাদিগকে সংহার কর, এবং তাহারা তোমাদিগকে যে স্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত কর, হত্যা অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতা গুরুতর, এবং মস্জেদোল্‌হরামের নিকটে তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও না, যে পর্য্যন্ত না তথায় তাহারা তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে, পরন্তু যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে (তথায়) সংগ্রাম করে, তোমরাও তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও, কাফেরদিগের প্রতি এইরূপ শাসন। ১৯১। পরন্তু তাহারা নিবৃত্ত থাকিলে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু ‡। ১৯২। যে পর্য্যন্ত না ধর্ম্মবিদ্রোহিতা হয় ও ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর, পরে যদি নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীর উপর ব্যতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই §। ১৯৩। মান্যমাস মান্য মাসের তুল্য, পরস্পর সম্মাননার বিনিময় হইয়া থাকে, অনন্তর কেহ (সেই মাসে) তোমাদিগকে আক্রমণ করিলে, যেমন তোমাদিগকে সে আক্রমণ করিল, তোমরাও তাহাকে আক্রমণ করিও, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, এবং জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মভীরু লোকদিগের সঙ্গে

---

* বিচারপতিদিগের নিকট আনয়ন করিও না, ইহার অর্থ বিচারপতিকে সহায় করিয়া কাহারও সম্পত্তি ভোগ করিও না। (ত, ফা,)

† কাফেরদিগের ত্রুটির মধ্যে এই একটি ত্রুটি ছিল যে, যখন তাহারা হজ্জ ক্রিয়ার এহরাম বন্ধন করিত, তখন প্রয়োজন হইলে হজ্জ না করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইত, তদবস্থায় তাহারা দ্বারদেশ দিয়া গৃহে প্রবেশ না করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগে ছাদের উপর উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিত। ঈশ্বর তাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, এবং দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ ইহার পর যদি তাহারা মোসলমান হয়, গৃহীত হইবে। (ত, ফা,)

§ অত্যাচারের নিবৃত্তি হয়, লোকে ধর্ম্ম ছাড়িয়া বিপথগামী না হইতে পারে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচলিত থাকে, এই উদ্দেশ্যেই কাফেরদিগের সঙ্গে সংগ্রামের বিধি হইয়াছে। কাফেরগণ বশীভূত থাকিলে যুদ্ধ অনাবশ্যক। মনুষ্যের মনের উপর ধর্ম্ম নির্ভর করে, বলপূর্ব্বক মোসলমান করাতে কোন ফল নাই। (ত, ফা,)

থাকেন *। ১৯৪। এবং তোমরা ঈশ্বরের পথে অর্থ ব্যয় কর ও মৃত্যুর হস্তে আত্মসমর্পণ কর এবং হিতানুষ্ঠান কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীকে প্রীতি করেন। ১৯৫। ঈশ্বরের জন্য হজ্জ ও ওমরাব্রত পূর্ণ কর, পরন্তু যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তবে জভ করিবার জন্য যে পশু হস্তগত হয়, (তাহা প্রেরণ কর,) এবং যে পর্য্যন্ত জভ করার পশু তাহার স্থানে উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা আপন মস্তক মুণ্ডন করিও না; তবে যদি তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত থাকে কিংবা তাহার মস্তকে কোন ক্লেশ থাকে, তবে তৎপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রোজা বা সেদ্‌কা † কিংবা জভ করা বিধেয়, তোমরা নিরাপদ হইলে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ ক্রিয়ার সঙ্গে ওমরা ব্রতের ফল লাভ করিল, তাহার প্রতি সহজলভ্য কোন পশু জভ করা বিধি, তবে কেহ (তদ্‌যোগ্য) পশু প্রাপ্ত না হইলে তাহার জন্য হজ্জক্রিয়াঁর সময়ে তিন দিন, এবং তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তনকালে সাত দিন (রোজা পালন বিধি,) এই দশ দিনেতেই পূর্ণতা; যাহার পরিবারস্থ লোক মস্‌জেদোল্‌ হরামের প্রতিবাসী নহে, তাহাদের জন্য (এই ব্যবস্থা) হইল, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, জানিও যে ঈশ্বর মহা শাস্তিদাতা ‡। ১৯৬। (র, ২৪, আ, ৮)

---

* যদি কোন কাফের মান্য মাসকে সম্মান করিয়া সেই মাসে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে, তবে তোমরা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিও না। মক্কাবাসী ধর্ম্মবিদ্রোহিগণ সচরাচর এইরূপ মাসেও মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করিত, মোসলমানেরা তখন কেন ত্রুটি করিবে? জিল্‌কয়দা মাসে হজরত মোহম্মদ ওমরা ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য মক্কায় গিয়াছিলেন, সেই সময় এই বচন অবতীর্ণ হয়। যে সকল মাসে হজ্জ ক্রিয়া হয়, তাহাই মান্য মাস। (ত, ফা,)

† ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দরিদ্রদিগকে দান করা সেদকা।

‡ এক্ষণ হজ্জ ইত্যাদির বিধি প্রদর্শিত হইতেছে; তাহার নিয়ম এই;—প্রথমতঃ এহরাম বন্ধন, অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক হজ্জক্রিয়ার সঙ্কল্প করা, পরে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার দিন অরফাতে উপনীত হওয়া। অরফা হাজীদিগের দণ্ডায়মান হওয়ার স্থান, উহা মক্কার নয় ক্রোশ অন্তর একটি বিস্তৃত প্রান্তর মাত্র। হাজীলোকেরা তথায় দণ্ডায়মান হইয়া "লব্বয়েক" (দণ্ডায়মান হইলাম তোমার নিকটে) বলেন ও দুইবার উপাসনা করেন, তৎপর তথা হইতে যাত্রা করিয়া মশারেল্‌ হরামে যাইয়া রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। এই স্থানে হাজীলোকেরা মস্তক মুণ্ডন ও কোর্ব্বাণি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ বলিদান করেন। অনন্তর ইদোৎসবের উষাকালে হাজীগণ মক্কার বাজার মিনায় যাইয়া শয়তানের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড সকল নিক্ষেপ ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া এহরাম উন্মোচন করিয়া থাকেন। পরে মক্কাতে যাইয়া তাঁহাদিগকে কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তদনন্তর তাঁহারা সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যভূমিতে ধাবমান হন, পুনর্ব্বার মিনায় যাইয়া তিন দিবস বাস ও পূর্ব্বানুরূপ প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মক্কায় যাইয়া প্রদক্ষিণ কার্য্য সমাপ্ত করেন। ইহাই হজ্জ কার্য্য। ওমরা ব্রতের প্রণালী এই;—যে দিবস ইচ্ছা এহরাম বন্ধন ও কাবা প্রদক্ষিণ করা এবং সফা ও মরওয়া গিরির অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূমিতে ধাবমান হওয়া, পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া এহরাম উন্মোচন করা। হজ্জ ও ওমরাতে কোরবাণীর আবশ্যক করে না। কিন্তু তিনটি কারণের কোন একটি কারণ উপস্থিতমতে কোরবাণীর বিধি আছে। প্রথমতঃ এহরাম বন্ধনানন্তর ব্রতধারী হাজী শত্রু বা ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত

হজ্জ ক্রিয়ার মাস সকল নির্দ্ধারিত, * অনন্তর যে ব্যক্তি তাহাতে হজ্জ কর্ম্মে ব্রতী হয়, সে হজ্জ ক্রিয়াকালে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না ও দুষ্ক্রিয়া করিবে না, পরস্পর বিবাদ করিবে না, এবং তোমরা যে সৎকর্ম্ম কর ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন, অপিচ (মক্কায় যাইতে) পাথেয় গ্রহণ করিও, পরন্তু নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ পাথেয় সংসারবিরাগ, এবং হে জ্ঞানবান্ লোক সকল, তোমরা আমাকে ভয় করিও। ১৯৭। (হজ্জকর্ম্মের সময়ে) তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকটে গৌরব (অর্থলাভ) অন্বেষণ করিলে তোমাদের পক্ষে অপরাধ হইবে না †, অবশেষে যখন তোমরা অরফা হইতে প্রতিগমন করিবে, তখন মশারোল্‌হরামের নিকটে ঈশ্বর স্মরণ করিও, এবং তিনি যেমন তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তোমরাও তদ্রূপ তাঁহাকে স্মরণ করিও, এবং নিশ্চয় তোমরা ইতিপূর্ব্বে ভ্রান্তদিগের অন্তর্গত ছিলে। ১৯৮। অতঃপর যে স্থান হইতে লোকে প্রতিগমন করে, তথা হইতে তোমরা প্রতিগমন করিও, এবং ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ১৯৯। অনন্তর যখন তোমরা হজ্জ ক্রিয়া সমাপ্ত করিবে, স্বীয় পিতা পিতামহকে যেরূপ স্মরণ করিতে, তখন তদ্রূপ বরং তদপেক্ষা অধিক স্মরণরূপে ঈশ্বরকে স্মরণ করিও, ‡ পরন্তু মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ বলিয়া থাকে, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সংসারে দান কর," তাহার জন্য পরলোকে কোন লভ্য নাই। ২০০। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বলিয়া থাকে, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সংসারে

হইয়া ব্রত-পালনে অক্ষম হইলে, তিনি কাহারও রোগে কোরবাণীর পশু প্রেরণ করিবেন, মক্কাতে সেই পশু জভ হইলে তিনি এহরাম হইতে মুক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ হাজী কোনরূপ যন্ত্রণাগ্রস্ত কিম্বা মস্তকের ক্লেশে ক্লিষ্ট হইলে এহরাম সত্ত্বেই মস্তক মুণ্ডন করিতে পারেন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কোরবাণীর পশু প্রেরণ, বা তিন দিন রোজা পালন, কিম্বা ছয় জন দরিদ্রকে ভোজাদান। তৃতীয়তঃ হজ্জ ও ওমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে না করিয়া একযোগে দুইব্রত পালন করিলে কোরবাণী আবশ্যক। কোরবাণীর যোগ্য পশু প্রাপ্ত না হইলে হজ্জক্রিয়ার সময়ে তিন দিন রোজা এবং ক্রিয়ান্তে সপ্তাহ রোজা সর্ব্বশুদ্ধ দশদিন রোজা পালন বিধি। কোরবাণীর যোগ্য পশু ন্যূনকল্পে এক ব্যক্তির জন্য একটি ছাগ এবং সাত ব্যক্তির জন্য একটি গো কিম্বা একটি উষ্ট্র নির্দ্ধারিত আছে। মক্কাবাসীদিগের জন্য হজ্জ ও ওমরাব্রতে কোরবাণীর বিধি নাই। আরবীয় পৌত্তলিক লোকেরা প্রতিমা উদ্দেশ্যে হজ্জ করিত, এক্ষণ সেই বিধি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত হইল। (ত, হো,)

* এমাম শাফীর মতে শওয়াল ও জিকায়দ্দা মাস এবং জোল্‌হজ্জ মাসের নয় দিবস ও ইদের সমুদায় রজনী; এবং প্রধান এমামের মতে ইদের দিবাও হজ্জে প্রবৃত্ত হওয়ার দিবসের মধ্যে গণ্য। (ত, হো,)

† হজ্জ করিতে যাইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিষেধ নাই। (ত, ফা,)

‡ পৌত্তলিকতার সময় আরবের সম্ভ্রান্ত লোকেরা মক্কার বিশেষ বিশেষ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদের বংশের ও পিতা পিতামহদিগের খ্যাতি প্রতিপত্তি ঘোষণা করিয়া গৌরব প্রকাশ করিত। এক্ষণ আদেশ হইল যে, যেরূপ পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ করিবে, তদ্রূপ ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে।

কল্যাণ ও পরলোকে কল্যাণ দান কর, এবং অগ্নিদণ্ড হইতে রক্ষা কর"। ২০১। এই সকল লোক যাহা করিয়াছে, ইহাদের তজ্জন্য ফললাভ আছে, ঈশ্বর বিচারে সত্বর। ২০২। এবং নির্দ্দিষ্ট দিবস সকলে ঈশ্বরকে স্মরণ করিও, * পরন্তু কেহ দুই দিবসের মধ্যে গমনে সত্বর হইলে, তাহার সম্বন্ধে কোন দোষ নাই, এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করিবে অবশেষে তাহার পক্ষে কোন দোষ নাই, যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু তাহার নিমিত্ত (এই বিধি,) ঈশ্বরকে ভয় করিও, জানিও নিশ্চয় তোমরা তাঁহার দিকে সমুত্থিত হইবে। ২০৩। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক আছে যে, সাংসারিক জীবনসম্বন্ধে তাহার উক্তি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) প্রফুল্ল করিতেছে, অতএব সে স্বীয় অন্তরে যাহা আছে, তদ্বিষয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া থাকে,প্রকৃতপক্ষে সে মহাবিরোধী †। ২০৪। এবং যখন সে প্রভুত্ব লাভ করে, তখন পৃথিবীতে প্রয়াস পায় যেন তাহাতে অত্যাচার করে, এবং ক্ষেত্র ও পশু সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলে, ঈশ্বর অত্যাচারকে প্রীতি করেন না। ২০৫। এবং যখন তাহাকে বলা হয় যে ঈশ্বরকে ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাহাকে অপরাধে আক্রান্ত করে, অতএব নরক তাহার লভনীয়, নিশ্চয় তাহা কুস্থান। ২০৬। এবং লোকমণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক আছে যে, সে পরমেশ্বরের প্রসন্নতার উদ্দেশ্যে আত্মবিক্রয় করে, ঈশ্বর সেবকগণের প্রতি প্রসন্ন ‡। ২০৭। হে বিশ্বাসী লোক সকল, পূর্ণ এস্‌লামধর্ম্মে প্রবেশ কর, এবং শয়তানের পদচিহ্নের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদিগের পক্ষে স্পষ্ট শত্রু। ২০৮। অপিচ তোমাদিগের নিকটে নিদর্শন সকল উপস্থিত হওয়ার পর যদি তোমাদের পদস্খলন হয়, তবে জানিও ঈশ্বর বিজ্ঞাতা ও ক্ষমতাশালী। ২০৯। ঈশ্বর ও দেবগণ মেঘরূপ চন্দ্রাতপের মধ্যে আসিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবেন ও তাহাদের কার্য্যের নিষ্পত্তি হইবে, তাহারা ইহা ব্যতীত প্রতীক্ষা করে না, ঈশ্বরের দিকে কার্য্য সকলের প্রত্যাবৃত্তি হইয়া থাকে §। ২১০। (র, ২৫, আ, ১৪)

---

* "তস্‌বির" অর্থাৎ ঈশ্বর-স্মরণের ও প্রশংসার জন্য তিন দিবস নির্দ্দিষ্ট। পৌত্তলিকতার সময়ে লোকে হজ্ব ক্রিয়ার অবসানে তিন দিন এবং ইদোৎসবান্তে আমোদ করিয়া বেড়াইত ও বাজার বসাইত, এবং স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণ কীর্ত্তন করিত। এখন ঈশ্বর তৎপরিবর্ত্তে তিন দিবস ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তনের বিধি দিলেন। যাহার ইচ্ছা হয়, সে দুই দিন থাকিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিন দিন অবস্থিতি করা শ্রেয়ঃ। (ত, ফা,)

† কপট লোকদিগের এই অবস্থা, তাহারা প্রকাশ্যে তোষামোদ করে ও ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলে, "আমি অন্তরে তোমার প্রতি অনুরাগী" কিন্তু বিবাদে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করে না, সুযোগ পাইলে হত্যায় প্রবৃত্ত হয় ও লুণ্ঠন করে। (ত, ফা,)

‡ বিশ্বাসী লোকের এই অবস্থা, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য জীবন সমর্পণ করেন। (ত, ফা,)

§ যাহারা কোর্‌-আন্‌ ও সংবাদবাহকের প্রতি অবিশ্বাসী, তাহারা প্রতীক্ষা করে যে, ঈশ্বর আসিয়া দেখা দিবেন, এবং প্রত্যেককে কর্ম্মানুরূপ ফল বিধান করিবেন। (ত, ফা,)

এস্রায়েলসন্ততিদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদিগকে আমি কি পরিমাণ উজ্জ্বল নিদর্শন সকল দান করিয়াছি, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দান আপনার নিকটে উপস্থিত হওয়ার পর তাহার পরিবর্ত্তন করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) তীব্র শাস্তিদাতা। ২১১। যাহারা ঈশ্বরদ্রোহী, তাহাদের জন্য সাংসারিক জীবন সজ্জিত হয়, তাহারা বিশ্বাসী লোকদিগকে উপহাস করিয়া থাকে, এবং যাহারা ধর্ম্মভীরু হইয়াছে, তাহারা বিচারদিবসে সেই সকল লোকের উপর আসন পরিগ্রহ করিবে, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে অগণ্য জীবিকা দান করিয়া থাকেন। ২১২। কতকগুলি লোক এক সম্প্রদায়ে বদ্ধ ছিল, পরে ঈশ্বর সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক তত্ত্ববাহকগণকে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে সত্যগ্রন্থ অবতারণ করিলেন, যেন তাহারা যে বিষয়ে লোকে বিবাদ করিতেছে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে শাসন করে, এবং যাহাদের নিকটে প্রমাণ সকল উপস্থিত হওয়ার পর তাহাদিগকে (গ্রন্থ) প্রদত্ত হইয়াছে, আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষপ্রযুক্ত তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধাচারী হয় নাই, যাহারা তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বীয় ইচ্ছায় সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন *। ২১৩। তোমরা কি স্বর্গে গমন করিবে মনে করিতেছ ? এদিকে যাহারা তোমাদিগের পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের অবস্থা তোমরা প্রাপ্ত হও নাই ; তাহাদিগকে দুঃখ বিপদ্ আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহারা বিকম্পিত হইয়াছিল, এতদূর পর্য্যন্ত যে তত্ত্ববাহক ও তাহার অনুবর্ত্তী বিশ্বাসিগণ বলিতেছিল যে, কবে ঈশ্বরের আনুকূল্য পঁহুছিবে, জানিও ঈশ্বর আনুকূল্যদানে সমীপবর্ত্তী। ২১৪। তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে যে কিরূপে ধন ব্যয় করিবে, বলিও, তোমরা ধন যাহা ব্যয় করিবে, তাহা পিতামাতার জন্য, স্বজনবর্গের জন্য, অনাথবৃন্দের জন্য ও দরিদ্রকুলের জন্য এবং পথিকদিগের জন্য করিবে, এবং তোমরা যে সৎকর্ম্ম করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন †। ২১৫। তোমাদের

---

* পরমেশ্বর প্রত্যেক সম্প্রদায়কে বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ববাহক ও গ্রন্থ প্রেরণ করেন নাই। এক পথ অবলম্বন করিতে সমুদায় লোকের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ। যখনই লোক ঈশ্বর-নির্দ্দেশিত পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিয়াছে, তখনই তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর তত্ত্ববাহক ও গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন। যখন গ্রন্থধারী লোকেরা গ্রন্থের অন্যথাচরণ করিয়াছে, তখন অন্য গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে। সমুদায় তত্ত্ববাহক এবং গ্রন্থ এই এক পথ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা :—স্বাস্থ্য এক, রোগ অগণ্য। এক প্রকার রোগ হইলে সেই রোগের অনুরূপ একবিধ ঔষধ ও একবিধ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আবার অন্য প্রকার রোগ হইলে তদনুরূপ অন্যবিধ ঔষধও ব্যবস্থা হয়। এক্ষণ অন্তিম পুস্তক কোর্-আনে যাহাতে সমুদায় রোগের উপশম হয়, এইরূপ পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। (ত, ফা,)

† জমুহের পুত্র ওমর যে একজন মান্যগণ্য ধনী লোক ছিলেন, তিনি হজরতের নিকটে প্রশ্ন

সম্বন্ধে সংগ্রাম লিখিত হইয়াছে, এবং উহা তোমাদের পক্ষে দুষ্কর, হয় তো এমন বিষয়ে তোমরা বিরক্ত হইবে যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমাদিগের জন্য কল্যাণ, হয়তো যাহা তোমাদের জন্য অমঙ্গল সেই বস্তুতে তোমাদিগের প্রীতি আছে, (তাহা) ঈশ্বর জানেন, এবং তোমরা জান না। ২১৬। (র, ২৬, আ, ৬)

তাহারা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বলিও (হে মোহম্মদ,) সেই সময়ে সংগ্রাম করা গুরুতর (পাপ,) * এবং ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা ও তাঁহার সঙ্গে ও মস্‌জেদোল্‌হরামের সঙ্গে বিদ্রোহাচরণ করা এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে তথা হইতে নিষ্কাশিত করা ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর (অপরাধ,) হত্যা করা অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতা গুরুতর, এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না করে, সে পর্য্যন্ত সুক্ষম হইলে অবিশ্রান্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম্মে বিমুখ হয়, পরে ধর্ম্মদ্রোহী থাকিয়া প্রাণত্যাগ করে, অনন্তর তাহারাই ইহারা যে, ইহলোকে পরলোকে তাহাদের সমুদায় ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, তাহারাই যাহারা নরকলোকে বাস করিবে, তথায় সর্ব্বদা থাকিবে। ২১৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা ধর্ম্মোদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ এবং যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা ঈশ্বরানুগ্রহের আশা রাখে, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২১৮। তাহারা সুরাপান ও দ্যুতক্রীড়া বিষয়ে তোমাকে (হে মোহম্মদ,) প্রশ্ন করিতেছে, এই দুই বিষয়ে গুরুতর অপরাধ, এবং লোকের লাভও আছে; কিন্তু এই দুইয়ে লাভ অপেক্ষা অপরাধ গুরুতর †। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কেমন

করিয়াছিলেন যে, আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাহা কি প্রণালীতে ব্যয় করিব ? তাহাতে ঈশ্বর এই আদেশ করেন।

* হজরত মোহম্মদ নির্ব্বাসনের দ্বিতীয় বৎসরে হজনের পুত্র আব্‌দোল্লাকে আপনার একদল সহচর সহ রতলতখলানামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তায়েফ হইতে আগত কোরেশজাতীয় বণিক্‌দিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বিপক্ষদলের প্রধান পুরুষ ওমর ও খেজর নামক দুই ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। তখন রজ্জব মাসের নবীনচন্দ্র মোসলমানদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহারা জানিতেন না যে, জমাদিয়ঃসানি মাসের অবসান ও রজ্জব মাসের আরম্ভ। এই সময়ে সংগ্রাম নিষিদ্ধ, এই কথা প্রচার হইলে কাফেরগণ কুৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মোহম্মদ অবৈধকে বৈধ করিল, নিজের শিষ্যদিগকে রজ্জব মাসে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল। সেই সময়ে মোসলমানেরা নিষিদ্ধ মাস বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতেই এই বচন অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† মহাত্মা ওমর ও জবলের পুত্র মোয়াজ সুরাপান ও দ্যুতক্রীড়াবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তখন সুরাপান ও দ্যুতক্রীড়া আরবীয় লোকের মধ্যে বৈধরূপে প্রচলিত ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরের এই বাণী অবতীর্ণ হয়। সুরাপানে উষ্ণতাবৃদ্ধি, ভুক্তান্নের জীর্ণতাসম্পাদন, বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ ইত্যাদি শারীরিক বিষয়ে লাভ আছে। তখন দ্যুতক্রীড়ায় দরিদ্রদিগের লাভ ছিল। এরূপ রীতি ছিল যে, ক্রীড়ায় যে ব্যক্তি জয়ী হইত, সে দরিদ্রদিগকে দান করিত। (ত, হো,)

দান করিব? বল, অধিক দান কর, এইরূপ ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল ব্যক্ত করেন, সম্ভবতঃ ইহলোক ও পরলোক বিষয়ে তোমরা চিন্তা করিবে। ২১৯। + এবং তাহারা নিরাশ্রয় লোকের সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বল, তাহাদের কুশল-সম্পাদন শ্রেয়ঃ; যদি তাহাদের সঙ্গে তোমরা বাস কর, তবে তাহারা তোমাদের ভ্রাতা, এবং পরমেশ্বর হিতকারী লোক হইতে অহিতকারীকে চিনিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে দৃঢ় আক্রমণ করিতেন, নিশ্চয়ই ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা। ২২০। এবং অনেকেশ্বরবাদিনী নারী যে পর্য্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করে, তাহাকে বিবাহ করিও না, এবং অনেকেশ্বরবাদিনী (সৌন্দর্য্যে ও ধনসম্পদদানে) তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা নিশ্চয় বিশ্বাসিনী দাসী শ্রেষ্ঠা, এবং যে পর্য্যন্ত বিশ্বাসী না হয়, অনেকেশ্বরবাদীকে কন্যা সম্প্রদান করিও না, অনেকেশ্বরবাদী পুরুষ তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা বিশ্বাসী দাস শ্রেষ্ঠ; সেই সকল লোকেরা নরকাগ্নির দিকে নিমন্ত্রণ করে ও ঈশ্বর স্বর্গের দিকে ও ক্ষমার দিকে স্বীয় আজ্ঞায় আহ্বান করেন, এবং মনুষ্যের জন্য স্বীয় নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন, যেন তাহাতে তাহারা উপদেশ লাভ করিতে পারে *। ২২১। (র, ২৭, আ, ৫)

+ সুরাপান ও দ্যুতক্রীড়াসম্বন্ধে অনেকগুলি আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক আয়তে এই দুয়ের দোষ বিবৃত আছে। মায়দা সুরার আয়তবিশেষে সুরাপান স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ। অপিচ যে বস্তু মাদকতার কারণ, তাহাও অবৈধ হইয়াছে। যে সকল ক্রীড়ায় অর্থের প্রয়োগ হয়, সেই সমস্ত ক্রীড়াও নিষিদ্ধ।
(ত হো,)

* মশ্বদনামক একজন বীরপুরুষ অসহায় মোসলমানদিগকে গোপনে মক্কা হইতে মদিনায় লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় এনাকনাম্নী একজন অনেকেশ্বরবাদিনী পরমরূপবতী নারীর সঙ্গে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় গুপ্ত প্রণয় ছিল। সে মক্কায় উপনীত হইলে এনাক তাহার নিকট যাইয়া সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। মশ্বদ বলে, "এক্ষণে এস্লামধর্ম্ম তোমার ও আমার মধ্যে সম্মিলনে অন্তরায় হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যভিচারের ভাবে সম্মিলন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।" এই কথা শুনিয়া এনাক বলিল, "তবে তুমি আমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর।" মশ্বদ বলিল, "এ বিষয় প্রেরিত পুরুষের আদেশের উপর নির্ভর করে।" অনন্তর সে মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া হজরতের নিকট সবিশেষ নিবেদন করিল, তাহাতেই "যে পর্য্যন্ত অনেকেশ্বরবাদিনী বিশ্বাস স্থাপন না করে" এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অপিচ সেই সময় রওয়াহার পুত্র আব্দোল্লা অবাধ্যতার জন্য স্বীয় কাফ্রি দাসীকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। দাসী হজরতের নিকটে যাইয়া দুঃখ প্রকাশ করে। হজরত আব্দোল্লার নিকটে দাসীর অবস্থা অনুসন্ধান করেন। আব্দোল্লা বলিলেন যে, "সে নমাজ পড়ে ও রোজা পালন করিয়া থাকে, এবং ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষকে প্রেম করে, কিন্তু বড় অবাধ্যা ও কলহকারিণী।" ইহা শুনিয়া হজরত বলিলেন, "সে ধর্ম্মবিশ্বাসিনী, অতএব তাহার সঙ্গে তুমি সদ্ব্যবহার কর।" অতঃপর আব্দোল্লা তাহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। ইহা দেখিয়া অনেক লোক আব্দোল্লা কৃষ্ণাঙ্গী দাসীকে বিবাহ করিল বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল, তাহাতেই এই বচনের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়।
(ত, হো,)

এবং তাহারা ঋতুসম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বল (হে মোহম্মদ,) উহা অশুচি, অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলোকদিগকে তোমরা পৃথক করিবে, এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা শুচি না হয়, তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইও না, তাহারা শুদ্ধ হইলে পর (স্নান করিলে) তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বর যে আদেশ করিয়াছেন, সেই ভূমি দিয়া তাহাদের নিকটে যাইও, সত্যই ঈশ্বর প্রত্যাবর্ত্তনকারী ও শুদ্ধাচারীদিগকে প্রেম করেন *। ২২২। তোমাদিগের স্ত্রী সকল তোমাদের ক্ষেত্র, অতএব যেরূপে ইচ্ছা হয় ক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিও,† এবং ঈশ্বর হইতে ভীত হইও, জানিও নিশ্চয় তোমরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, এবং বিশ্বাসী লোকদিগকে সুসংবাদ দান করিও। ২২৩। তোমরা সদনুষ্ঠান এবং আত্মসংযমন ও লোকের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপনে স্বীয় শপথ করিতে ঈশ্বরকে ছল করিও না, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা ‡। ২২৪। তোমাদের অযথা উক্তির শপথে ঈশ্বর তোমাদিগকে দোষী করেন না, কিন্তু তোমাদের মন যাহা করে, তজ্জন্য তিনি তোমাদিগকে দোষী করেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও প্রশান্ত। ২২৫। যাহারা স্বীয় ভার্য্যাগণের সম্বন্ধে শপথ করে, তাহাদের জন্য চারি মাস কাল প্রতীক্ষণীয়, পরে যদি প্রত্যাবর্ত্তন করে, (শপথ ত্যাগ করে) তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু § । ২২৬। এবং যদি পুরুষ স্ত্রীবর্জ্জনের উদ্যোগ করে, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২২৭। এবং বর্জ্জিতা নারীগণ ঋতু তৃতীয় কাল পর্য্যন্ত আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখিবে, এবং যদি তাহারা ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস করে, তবে ঈশ্বর তাহাদের গর্ভে যাহা সৃজন করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে উচিত নহে, এবং যদি ইতিমধ্যে তাহাদিগের স্বামিগণ হিতাকাঙ্ক্ষা করে, তবে তাহারা তাহাদিগকে প্রতিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত, পুরুষদিগের যেরূপ সেই স্ত্রীগণের উপর বৈধাচারে (স্বত্ব,) স্ত্রীগণেরও

---

* ইহুদিগণ স্ব স্ব স্ত্রীর ঋতুকালে দূরে থাকে, তাহাদের মুখের প্রতি দৃষ্টি করে না, তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন ও একত্র ভোজন অবৈধ বলিয়া জানে। ঈশায়ী পুরুষেরা ইহার বিপরীত আচরণ করে, তাহারা ঋতুমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথোপকথন ও একত্র ভোজন, বরং একত্র শয়ন ও ক্রীড়াদি করিয়া থাকে। ওহ্দার পুত্র সাবেত স্বীয় ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে, কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, এ বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঈশ্বরের এই বাণী অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† "স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিও," এই কথার তাৎপর্য্য, স্বীয় জীবনের জন্য সন্তান কামনা কর, অথবা স্ত্রীসঙ্গের পূর্ব্বে এরূপ সঙ্কল্প কর ও অবৈধ সহবাস হইতে প্রবৃত্তিকে সংযত রাখ। (ত, হো,)

‡ রওয়াহার পুত্র আব্‌দোল্লা স্বীয় ভগিনীপতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের নামের শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহার সঙ্গে কথা কহিবেন না ও তাহার হিতানুষ্ঠান করিবেন না, এবং তাহার শত্রুগণের সঙ্গে তাহার সম্মিলনসম্পাদন করিবেন না। এই সূত্র উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর হজরতকে এই প্রত্যাদেশ করেন। (ত, হো,)

§ আমি স্বীয় পত্নীর নিকটে যাইব না, কেহ এরূপ শপথ করিলে সে চারি মাস পত্নীর সঙ্গ না করিয়া শপথের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, অন্যথা স্ত্রীত্যাগ করিবে। (ত, শা,)

তদ্রূপ, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা। ২২৮। (র, ২৮, আ, ৭)

বর্জ্জন দুইবার মাত্র, পরে বিধিমতে রক্ষা করা অথবা সকুশলে বিদায় করিয়া দেওয়া বিহিত, * এবং ঈশ্বরের অনুশাসন নরনারী পালন করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কা ব্যতীত স্ত্রীগণকে যে কিছু দান করা হইয়াছে, তাহা প্রতিগ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে; অনন্তর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে দম্পতী দ্বারা ঈশ্বরের অনুশাসন প্রতিপালিত হইবে না, তবে স্ত্রী বিনিময় প্রতিদান করিলে উভয়ের পক্ষে অপরাধ নহে, ইহা ঈশ্বরের ব্যবস্থা, অতএব তাহা উল্লঙ্ঘন করিও না, যাহারা পরমেশ্বরের বিধিকে অতিক্রম করে পরে তাহারাই যাহারা অত্যাচারী †। ২২৯। যদি কোন পুরুষ স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) বর্জ্জন করে, তবে তাহার পর যে পর্য্যন্ত তদ্ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সে বিবাহিতা না হয় (পূর্ব্বোক্ত) পুরুষের জন্য সেই নারী বৈধ নহে, পরে (দ্বিতীয়) পুরুষ তাহাকে বর্জ্জন করিলে যদি উভয়ে বোধ করে যে পরমেশ্বরের অনুশাসন প্রতিপালন করিতে পারিবে, তবে এমতাবস্থায় পরিণয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা উভয়ের পক্ষে দোষাবহ নহে, এবং ইহা ঈশ্বরের বিধি, তিনি জ্ঞানী লোকদিগের জন্য ইহা বিবৃত করিতেছেন। ২৩০। এবং যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে বর্জ্জন কর, পরে যখন তাহারা নির্দ্ধারিত সময় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদিগকে বিধিমতে রক্ষা করিও, অথবা বিধিমতে বিদায় করিয়া দিও, এবং তাহাদিগকে ক্লেশ দিবার জন্য আবদ্ধ রাখিও না, তাহা করিলে সীমা লঙ্ঘন করিবে, যে ব্যক্তি ইহা করে, নিশ্চয় সে নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, এবং তোমরা ঈশ্বরের বচন সকলের প্রতি বিদ্রূপ করিও না, তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দান ও তিনি তোমাদিগকে

---

* পৌত্তলিকতার সময়ে স্ত্রী-বর্জ্জনের নির্দ্ধারিত সংখ্যা ছিল না। এক স্ত্রীকে দশ বার বর্জ্জন করিয়া পুরুষ পুনর্ব্বার তাহাকে প্রতিগ্রহণ করিতে পারিত। একদা একটি স্ত্রীলোক হজরতের সহধর্ম্মিণী মহামান্যা আয়শার নিকটে আসিয়া আপন স্বামীর অত্যাচারের বিষয় এরূপ নিবেদন করিয়াছিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে পুনঃ পুনঃ বর্জ্জন ও প্রতিগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ দিতেছে। এই বিবরণ হজরতের কর্ণগোচর হইলে দুই বার মাত্র বর্জ্জনবিধি প্রবচনের অভ্যুদয় হয়। (ত, হো,)

† নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত পুরুষ ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম বর্জ্জনে এই বিধি। দ্বিতীয় বর্জ্জনের পর পুনর্গ্রহণের বিধি নাই। তবে ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীকে তাহার স্বত্ব প্রদান করিতে সুক্ষম হইলে তাহাকে রাখিতে পারে। সেইরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহা দান করা হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিবে, এই উদ্দেশ্য করিয়া স্ত্রীকে আবদ্ধ করিবে না। যখন কোনরূপে উভয়ের মিলন হইবে না, নিরুপায়ের অবস্থা, এবং পুরুষের পক্ষে স্বত্ব পরিশোধে ত্রুটী হইতেছে না, তখন সকল লোক মিলিয়া স্ত্রীর সঙ্গে কিছু নির্দ্ধারণ করিবেন, এবং পুরুষকে সম্মত করাইয়া বর্জ্জন করাইবেন। (ত, ফা,)

শিক্ষা দিবার জন্য জ্ঞান ও গ্রন্থযোগে যাহা তোমাদের নিকট অবতারণ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিও, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও ও জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ২৩১।
(র, ২৯, আ, ৩)

এবং যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে বর্জ্জন কর পরে তাহারা স্বীয় নির্দ্দিষ্টকাল প্রাপ্ত হয়, তখন প্রকৃষ্ট রীতি অনুসারে পরস্পর সম্মত হইলে স্বীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত হইতে তাহাদিগকে বারণ করিও না, এই আজ্ঞা; এতদ্দ্বারা তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসী, তাহাদিগকে উপদেশ করা যাইতেছে, ইহা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ ও অতিশয় বিশুদ্ধ, ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, তোমরা জ্ঞাত নহ। ২৩২। এবং পূর্ণ দুই বৎসর কাল সন্তানকে স্তন্যদান মাতার কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি স্তন্যপানের কাল পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে এই বিধি, যে লোকের সন্তান তাহার উপর স্ত্রীর যথোচিত ভরণপোষণের ভার; কোন ব্যক্তিকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত ক্লেশ দেওয়া যায় না; আপন সন্তানের জন্য মাতাকে ও পিতাকে ক্লেশ দান অবিধেয়, এবং উত্তরাধিকারীর প্রতিও এবম্বিধ নিয়ম, পরন্তু যদি (পিতা মাতা) পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে সন্তানকে স্তন্যপান হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহে, তবে তাহাদিগের প্রতি অপরাধ নাই, * এবং তোমাদের যাহা দেয়, তাহা সম্যক্ সমর্পণ করিয়া যদি তোমরা স্বীয় সন্তানগণকে (ধাত্রীযোগে) দুগ্ধপান করাও, তবে তোমাদিগের প্রতি দোষ নাই, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, জানিও তোমরা যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহা দর্শন করেন। ২৩৩। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা গতাসু হইয়া ভার্য্যাগণকে পরিত্যাগ করে, সেই (পরিত্যক্ত) স্ত্রীলোকেরা চারি মাস দশ দিন কাল আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখিবে, পরে নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে তাহারা আপনাদের সম্বন্ধে যথাবিহিত যাহা করে, তাহাতে তোমাদের প্রতি কোন দোষ নাই, এবং তোমরা যাহা কর ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত আছেন †। ২৩৪ এবং নারীগণের প্রতি অভিলাষ তোমরা ইঙ্গিত বাক্যে প্রকাশ করিলে অথবা স্বীয় অন্তরে গোপন করিয়া রাখিলে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নহে, পরমেশ্বর জানেন যে, তোমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে স্মরণ করিবে, কিন্তু যথাবিধি উক্তি (ইঙ্গিত বাক্য) বলা

---

* যে স্থলে স্ত্রীবর্জ্জন হইয়া গেল এবং স্তন্যপায়ী সন্তান রহিল, সে স্থলে মাতা দুগ্ধদানের জন্য দুই বৎসর কাল আবদ্ধ থাকিবেন, পিতা তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। পিতার অভাব হইলে সন্তানের উত্তরাধিকারী তাহার ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং পিতা মাতা নির্দ্দিষ্ট দুই বৎসরের পূর্ব্বে দুগ্ধ ছাড়াইতে সুক্ষম, পিতা অন্য কাহারও যোগে দুগ্ধ পান করাইয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে সম্পত্তির কোন স্বত্ব কর্ত্তন করিতে তাঁহার অধিকার নাই। (ত, ফা,)

† বর্জ্জনান্তে তিন ঋতুর পর বিবাহের নির্দ্দিষ্টকাল। স্বামীর মৃত্যু হইলে চারি মাস দশ দিন প্রতীক্ষণীয়। গর্ভানুভূত না হইলে এই দুই কাল নিরূপিত, কিন্তু গর্ভ হইলে প্রসবকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষণীয়। (ত, ফা,)

ব্যতীত তাহাদিগকে গোপনে বিবাহের অঙ্গীকার জানাইবে না, এবং যে পর্য্যন্ত লিখিত সময় উপস্থিত না হয় উদ্বাহবন্ধনে সমুদ্যত হইবে না, এবং জানিও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন, অতএব তাঁহাকে ভয় করিও, ও জানিও সত্যই ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও গম্ভীর * । ২৩৫ । (র, ৩০, আ, ৪)

স্ত্রীগণকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য কোন নির্দ্ধারণ নিরূপণ কর নাই, এমন অবস্থায় যদি তোমরা তাহাদিগকে বর্জ্জন কর, তাহা হইলে তোমাদিগের পক্ষে দোষ নাই, এবং (সেই বর্জ্জিত নারীগণ) সম্পন্ন বা দরিদ্র হইলে তদবস্থানুসারে তাহাদিগকে ধন দান করিবে, ধন সমুচিতরূপে দেয়, এবং হিতানুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি এই বিধি। ২৩৬। এবং তাহাদিগকে সংস্পর্শ করার পূর্ব্বে ও তাহাদিগের সম্বন্ধে ঔদ্বাহিক দান নির্দ্ধারণ করার পর যদি তোমরা তাহাদিগকে বর্জ্জন কর, তবে স্ত্রীদিগের ক্ষমা করা অথবা যাহার হস্তে বিবাহবন্ধন হয় তাহার ক্ষমা করা ব্যতীত নির্দ্ধারিত ঔদ্বাহিক দানের অর্দ্ধাংশ (তোমাদের দেয়,) এবং তোমাদিগের ক্ষমা (নির্দ্ধারিত অর্থ না চাহিলেও দান করা) বৈরাগ্য হয়, এবং তোমরা আপনাদের মধ্যে হিতসাধনে বিস্মৃত হইও না, তোমরা যাহা করিতেছ নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দর্শক † । ২৩৭ । তোমরা নমাজ সকলকে বিশেষতঃ মধ্যম নমাজকে রক্ষা করিও, এবং ঈশ্বরের নিকটে বাধ্যভাবে দণ্ডায়মান থাকিও ‡ । ২৩৮ । অনন্তর যদি তোমরা (শক্র হইতে) ভয় প্রাপ্ত হও, তবে আরোহী

---

* স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া যে পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত কাল প্রতীক্ষায় থাকে, সে পর্য্যন্ত কাহারও উচিত নহে যে তাহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হয়, অথবা বিবাহের স্পষ্ট অঙ্গীকার করে। কিন্তু অন্তরে সে এরূপ সঙ্কল্প করিতে পারে যে, সময় উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিব, অথবা অন্য লোকে প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে ইঙ্গিতে এরূপভাবে তাহাকে জানাইতে পারে যে, তোমাকে সকলেই প্রীতি করিবে, অথবা এরূপ বলিবে যে, আমার বিবাহে ইচ্ছা আছে। (ত, ফা,)

† উদ্বাহ উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীকে সম্পত্তি দান করিয়া থাকেন। এই দানকে "মহর" বলে। উদ্বাহসময়ে, "মহর" নির্দ্ধারিত না হইলেও উদ্বাহ সিদ্ধ হয়। "মহর" অর্থাৎ ঔদ্বাহিক দান বা যৌতুক নির্দ্ধারণ পরেও হইতে পারে। যদি ঔদ্বাহিক দান নির্দ্ধারণের ও সহবাসের পূর্ব্বে স্ত্রী বর্জ্জিতা হয়, তবে সেই দান তাহাকে অর্পণ করিতে স্বামী বাধ্য নহে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অর্থানুকূল্য করা উচিত। ঔদ্বাহিক দান নির্দ্ধারণের পর ও সহবাসের পূর্ব্বে বর্জ্জন করা হইলে নির্দ্ধারিত দানের অর্দ্ধাংশ দিতে হইবে। কিন্তু যদি স্ত্রী ক্ষমা করে অর্থাৎ গ্রহণ করিতে না চাহে, এবং যিনি বিবাহ বন্ধন ও ভঙ্গ করিতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত, তিনি ক্ষমা করেন, তবে তাহা না দিলেও চলে। কিন্তু স্বামীর পক্ষে উহা অপেক্ষা করিয়া দান করা শ্রেয়ঃ। (ত, ফা,)

‡ দিবা রজনীর মধ্যস্থিত নমাজ মধ্যম নমাজ, উহা অসরের নমাজ অর্থাৎ আপরাহ্নিক নমাজ। এই নমাজের প্রতি দৃঢ়তা অধিক প্রয়োজন। স্ত্রীবর্জ্জনবিধিস্থানে নমাজের বিধি হওয়ার কারণ এই যে, সাংসারিক ব্যাপারে মগ্ন হইয়া লোকে ঈশ্বরপূজা ভুলিয়া যাইতে পারে, এই নিমিত্ত আপরাহ্নিক নমাজের দৃঢ়তা রক্ষা করার বিধি হইয়াছে, যেহেতু এই সময়েই সাংসারিক ব্যস্ততা অধিক হয়। (ত, ফা,)

থাক বা পদাতিক থাক, পরে যখন নির্ভয় হইবে, তোমরা যাহা (যে নমাজ) জানিতে না, পরমেশ্বর তোমাদিগকে যেমন তাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তখন তদনুসারে তাঁহাকে স্মরণ করিও *। ২৩৯। এবং তোমাদিগের মধ্যে যে সকল লোক প্রাণত্যাগ করে ও ভার্য্যা রাখিয়া যায়, সম্বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের (ভার্য্যাদিগকে) গৃহের বাহির না করিয়া সম্পত্তিদানবিষয়ে নির্দ্ধারণ করা বিধেয়; যদি তাহারা বাহির হইয়া যায়, তবে তাহারা নিজের সম্বন্ধে যথাবিধি যাহা করিল, তজ্জন্য তোমাদের প্রতি দোষ নাই, এবং ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ †। ২৪০। বর্জ্জিত নারীগণকে যথাবিধি ধনদান ধর্ম্মভীরু লোকদিগের সম্বন্ধে বিধি। ২৪১। পরমেশ্বর তোমাদিগের জন্য এইরূপে প্রবচন সকল ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা জ্ঞান লাভ করিতে পার। ২৪২। (র, ৩১, আ, ৭)

যাহারা আপন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তোমরা কি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? তাহারা বহুসহস্র লোক ছিল যে, মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছিল, পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের মৃত্যু হউক," তৎপর তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন, নিশ্চয় ঈশ্বর মনুষ্যের প্রতি একান্ত দয়ালু, কিন্তু অধিকাংশ লোক ধন্যবাদ করে না ‡। ২৪৩। এবং পরমেশ্বরের পথে সংগ্রাম করিও, ও জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২৪৪। কে সে যে পরমেশ্বরকে উত্তম ঋণে ঋণ দান করে? পরে পরমেশ্বর তাহার জন্য উহার দ্বিগুণ বহুগুণ (পুরস্কার) দান করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর (জীবিকা) সঙ্কোচ ও

---

* সংগ্রামকালে পদাতিক বা আরোহী সকলের প্রতি এই উক্তিযোগে উপসনা করার বিধি হইল। তখন উপাসনা কেবলাভিমুখে হউক বা না হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। (ত, হো,)

† পূর্ব্বে এই রীতি ছিল যে, বিধবা হওয়ার পর নারী এক বৎসর কাল বিশেষ নিয়মে বদ্ধ থাকিতেন, জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিতেন, বেশভূষায় নিবৃত্ত থাকিতেন। মজরবংশীয়া নারী হইলে হয় তিনি স্বামীর গৃহে স্বামীর বন্ধুগণের সঙ্গে বাস করিতেন, নয় তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জন্য তথায় অন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ওমরবংশীয়া হইলে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র পটমণ্ডপ স্থাপিত হইত, তিনি সম্বৎসরকাল সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না, উপজীবিকা স্বামীর বন্ধুগণ হইতে গ্রহণ করিতেন। যখন নির্দ্দিষ্ট গৃহ হইতে বাহিরে আগমন করিতেন, সেইকাল হইতে জীবিকা বন্ধ হইত। যে সময় হজরত মদিনায় পদার্পণ করিলেন, তখন তায়েফনিবাসী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাঁহার পিতা মাতা ও এক স্ত্রী এবং এক পুত্র ছিল, সে আপন ত্যক্ত সম্পত্তি পিতা মাতা ও পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেয়, স্ত্রীর জন্য অংশ নির্দ্দেশ করে না। তখন স্বামীর সম্পত্তি হইতে স্ত্রীর জীবিকা প্রাপ্য ইত্যাদি বিষয়ে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ পূর্ব্বতন কোন মণ্ডলীর কয়েক সহস্র লোক ধন সম্পত্তি লইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা ভয় পাইয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইল, মৃত্যুভয়ে ভীত হইল, দৈববলে তাহাদের বিশ্বাস হইল না। অনন্তর এক স্থানে উপনীত হওয়ার পর তাহাদের সকলের মৃত্যু হয়। সপ্তাহান্তে প্রেরিতপুরুষের আশীর্ব্বাদে তাহারা সকলে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া অনুতাপ করে। এস্থলে এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ না করিলে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। (ত, ফা,)

বিস্তৃত করেন, তাঁহার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে *। ২৪৫। মূসার পরলোকান্তে এস্রায়েলবংশীয় এক প্রধান দলের প্রতি কি তুমি দৃষ্টি কর নাই? যখন তাহারা আপনাদের তত্ত্ববাহককে বলিল যে, "আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর, আমরা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিব," সে বলিল, "যদি তোমাদিগের সম্বন্ধে যুদ্ধ লিখিত হয়, তোমরা যুদ্ধ করিবে না, এরূপ কি প্রস্তুত?" তাহারা বলিল, "আমাদের এমন কি হইয়াছে যে, আমরা ঈশ্বরের পথে যুদ্ধ করিব না? বস্তুতঃ আমরা আপন আলয় হইতে ও সন্তানগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি;" পরে যখন তাহাদের প্রতি সংগ্রাম লিখিত হইল, তখন তাহাদিগের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পশ্চাৎপদ হইল; পরমেশ্বর দুর্ব্বৃত্তদিগকে জ্ঞাত আছেন †। ২৪৬। এবং তাহাদিগের পেগাম্বর তাহাদিগকে বলিল, "সত্যই ঈশ্বর তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন;" তাহারা বলিল, "আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে? রাজত্বে তাহা অপেক্ষা আমাদের স্বত্ব অধিক, সে প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন নহে;" সে বলিল, "ঈশ্বর তোমাদের জন্য তাহাকেই মনোনীত করিয়াছেন, এবং জ্ঞান ও শরীরবিষয়ে তাহাকে অধিক বিস্তৃতি প্রদান করিয়াছেন ও ঈশ্বর যাঁহাকে ইচ্ছা হয় স্বীয় রাজ্য দান করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর উদারস্বভাব ও জ্ঞানী" ‡। ২৪৭। এবং তাহাদিগকে তাহাদের সংবাদবাহক বলিল, "নিশ্চয় তাহার রাজত্বের লক্ষণ এই যে, তোমাদের নিকটে এক মঞ্জুষা উপস্থিত হইবে, তন্মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত শান্তিপত্র এবং মূসা ও হারুণের বংশোদ্ভব লোকের পরিত্যক্ত অবশিষ্ট বস্তুজাত আছে, দেবগণ উহা বহন করিবে,

---

* ঈশ্বরকে ঋণদান করার তাৎপর্য্য ধর্ম্মযুদ্ধে অর্থ ব্যয় করা। জীবিকা সঙ্কোচের অর্থাৎ দরিদ্রতার চিন্তা করিবে না, ঈশ্বরের হস্ত প্রসারিত আছে। (ত, ফা,)

† মূসার পরলোকান্তে কিয়ৎকাল এস্রায়েলবংশীয় লোকের সুখের অবস্থা ছিল। পরে যখন তাঁহাদিগের চরিত্র মন্দ হইল, তখন শত্রু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তালুতনামক একজন ধর্ম্মদ্রোহী রাজা তাঁহাদের হস্ত হইতে রাজ্যের কিয়দংশ কাড়িয়া লইল ও তাঁহাদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিল ও অনেককে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিয়া জেরুজিলাম নগরে যাইয়া তদানীন্তন পেগাম্বর মহাত্মা শমুয়েলের নিকটে প্রার্থনা করিল যে, "আমাদের জন্য একজন ভাগ্যবান্ রাজা নিযুক্ত করুন। ভাগ্যবান্ দলপতি ব্যতীত আমরা যুদ্ধ করিতে সুক্ষম নহি।" (ত, ফা,)

‡ পূর্ব্বে তালুতের বংশীয় কোন ব্যক্তি রাজত্ব করে নাই। এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগের দৃষ্টিতে এজন্য তিনি ঘৃণিত হইলেন। তখন ঈশ্বর পেগাম্বরের হস্তে একটি যষ্টি প্রদান করিয়া আদেশ করিলেন যে, এই যষ্টির অনুরূপ দীর্ঘ যাহার দেহ হইবে, রাজত্বে তাহারই অধিকার। এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ববাহক স্বীয় মণ্ডলীকে বলিলেন, শারীরিক বল ও বিদ্যাবুদ্ধি-যোগে কেহ রাজত্ব পাইবে না, যে ব্যক্তি এই যষ্টিতুল্য দীর্ঘকায় হইবে, তাহারই রাজত্ব হইবে। তালুতের কলেবর উক্ত যষ্টির অনুরূপ দীর্ঘ হইল, তিনি রাজ্যলাভ করিলেন। (ত, ফা,)

যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে নিশ্চয় তাহাতে নিদর্শন সকল আছে *। ২৪৮। (র, ৩২, আ, ৬)

পরে যখন তালুত সসৈন্যে বহির্গত হইল, তখন সে (সৈন্যগণকে) বলিল, 'নিশ্চয় ঈশ্বর একটি জলপ্রণালীদ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন ; যে ব্যক্তি তাহা হইতে জল পান করিবে, সে আমার দলস্থ নহে, এবং যে ব্যক্তি তাহা পান করিবে না, স্বহস্তে গণ্ডুষমাত্র ব্যতীত পান করিবে না, নিশ্চয় সে আমার লোক ;" কিন্তু তাহাদের অল্প লোক ভিন্ন সকলেই তাহা হইতে পান করিল, পরে যখন সে ও তাহার সহচর বিশ্বাসিগণ তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন তাহারা বলিল, "অদ্য জালুত ও তাহার সৈন্যের (সম্মুখে উপস্থিত) হইতে আমাদের ক্ষমতা নাই ?" যে সকল লোক পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহারা বলিল, "অনেকবার হইয়াছে যে, ঈশ্বরের আজ্ঞায় অল্প লোক বহু লোকের উপর জয়লাভ করিয়াছে, এবং ঈশ্বর সহিষ্ণুদিগের সহায় †"। ২৪৯। যখন তাহারা জালুতের ও তাহার সৈন্যগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন বলিল, "হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ধৈর্য্য দান কর ও আমাদের চরণ দৃঢ় কর, এবং কাফেরদিগের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর"। ২৫০। অনন্তর ঈশ্বরের আজ্ঞায় তাহারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিল ও দাউদ জালুতকে বধ করিল, এবং ঈশ্বর তাহাকে রাজ্য ও বিচক্ষণতা প্রদান করিলেন, সে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহাকে

---

* এস্রায়েলবংশীয়েরা এক পেটিকা প্রাপ্ত হন। সেই পেটিকায় মহাপুরুষ মুসা ও হারুণের প্রসাদ-দ্রব্য সকল স্থাপিত ছিল। এস্রায়েল সন্ততিগণ যুদ্ধকালে দলপতির অগ্রে অগ্রে তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন ও শত্রুকে আক্রমণ করিতেন ; তাহাতে ঈশ্বর শত্রুর উপর তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করিতেন। যখন তাঁহারা দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন, তখন শত্রুগণ তাঁহাদিগ হইতে সেই পেটিকা কাড়িয়া লইয়া যায়। এক্ষণ তালুত রাজা হইয়া রাত্রিকালে স্বীয় গৃহদ্বারে উহা প্রাপ্ত হন। এইরূপ সহজে মঞ্জুষা পাইবার কারণ এই যে, শত্রুরাজ্যের যেস্থানে তাহা স্থাপিত ছিল, সে দেশে ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়, পাঁচটি নগর সংক্রামক রোগে উৎসন্ন হইয়া যায়। উক্ত মঞ্জুষাকে এই বিপদের কারণ জানিয়া শত্রুপক্ষীয় লোকেরা দুইটি বলীবর্দ্দের উপর তাহা স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেয়। কথিত আছে, দুই ফেরেস্তা পেটিকাবাহী বলীবর্দ্দদ্বয়কে তাড়াইয়া তালুতের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আনিয়া উপস্থিত করে। (ত, ফা,)

† সমুদায় লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তালুতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তালুত নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে, যাহারা নির্ভীক যুবক, তাহারাই আমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে যাইতে পারিবে। সেরূপ অশীতি সহস্র লোক যাত্রা করিল। তালুত পথে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। এক দিন জল পাওয়া গেল না, পরে এক জলপ্রণালীর নিকটে তিনি সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন যে, এই প্রণালী হইতে যে ব্যক্তি এক গণ্ডূষের অধিক জল পান করিবে, সে আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না। তিনশত তের জন লোক মাত্র পান করিল না, অন্য সকলেই স্বেচ্ছানুসারে জল পান করিয়া দলচ্যুত হইল। (ত, ফা,)

তাহা শিক্ষা দিলেন ; এবং যদি ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর এক দল দ্বারা অন্য দলকে দূর না করিতেন, নিশ্চয় পৃথিবী উৎসন্ন হইত, কিন্তু ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগের প্রতি পরম সদয় * । ২৫১ । এ সকল ঐশ্বরিক বচন, তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) আমি সত্যরূপে পাঠ করিতেছি, নিশ্চয় তুমি পেগাম্বরদিগের অন্তর্গত। ২৫২। এই সকল প্রেরিত পুরুষ, ইহাদের মধ্যে এক জনের উপর অন্য জনকে আমি শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি, † কাহার কাহার সঙ্গে ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন, ‡ এবং ইহাদের কাহার পদ উন্নত করিয়াছেন, এবং আমি মরয়মের পুত্র ঈসাকে অলৌকিকতাদানে ও পবিত্রাত্মাযোগে সাহায্য দান করিয়াছি, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সেই প্রেরিত পুরুষদিগের অন্তে যাহারা ছিল, তাহারা স্পষ্ট নিদর্শন সকল প্রাপ্তির পর পরস্পর বিবাদ করিত না ; কিন্তু বিরোধ করিল, § পরে তাহাদিগের কেহ ধর্ম্মবিশ্বাসী হইল ও তাহাদের কেহ ধর্ম্মদ্রোহী হইল এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন, তবে তাহারা সংগ্রাম করিত না, কিন্তু ঈশ্বর যাহা চাহেন, তাহা করেন। ২৫৩। (র, ৩৩, আ, ৫)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, আমি তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছি, যাহাতে ক্রয় বিক্রয়, বন্ধুতা ও অনুরোধ থাকিবে না, সেই দিন আসিবার পূর্ব্বে তাহা ব্যয় কর,

---

* তিনশতজন সেনার মধ্যে মহাপুরুষ দাউদ ও তাঁহার পিতা এবং তাঁহার ছয় ভ্রাতা ছিলেন। দাউদ তিন খণ্ড প্রস্তর পথ হইতে কুড়াইয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। উভয় দলে সমরসজ্জা হইলে জালুত স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া সগর্ব্বে বলিল, "তোমাদের সকলের জন্য একাকী আমি উপস্থিত, আমার সম্মুখীন হইতে থাক।" তখন পেগাম্বর দাউদের পিতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, "তুমি স্বীয় পুত্রগণকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" দাউদের পিতা দাউদকে প্রদর্শন না করিয়া তাঁহার ছয় ভ্রাতাকে আনিয়া দেখাইলেন। দাউদের ভ্রাতৃগণ দৃঢ়োন্নত বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। দাউদ পশুপাল চরাইতেন, তাঁহার কলেবর বীরপুরুষোচিত ছিল না। তথাপি প্রেরিত পুরুষ দাউদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জালুতকে পরাস্ত করিতে পারিবে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ পারিব।" অতঃপর দাউদ জালুতের সম্মুখে যাইয়া সেই তিন প্রস্তর দ্বারা কৌশলপূর্ব্বক তাহাকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর তালুত দাউদকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তালুতের মৃত্যুর পরে দাউদ রাজা হন। অজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকে যে, যুদ্ধ পেগাম্বরদিগের কার্য্য নহে। এই ইতিহাস দ্বারা জানা যায় যে, ধর্ম্মযুদ্ধ পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, ধর্ম্মযুদ্ধ না থাকিলে অত্যাচারী লোকেরা দেশ উৎসন্ন করিত। (ত, ফা,)

† ঈশ্বর কোন তত্ত্ববাহককে মণ্ডলীবিশেষের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কাহাকে বা মানবজাতি সাধারণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ববাহক অপেক্ষা শেষোক্ত তত্ত্ববাহকের শ্রেষ্ঠতা আছে। (ত, হো,)

‡ মহাপুরুষ আদম ও মহাপুরুষ মূসা এবং মহাপুরুষ মোহম্মদের সঙ্গে পরমেশ্বর কথা কহিয়াছিলেন। (ত, হো,)

§ ঈসায়ী ও মুসায়ী লোকেরা সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বিরোধ করিয়াছে। (ত, হো,)

এবং সেই কাফেরগণই অত্যাচারী। ২৫৪। এবং পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি জীবন্ত ও অটল, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত নহেন, দ্যুলোকে যাহা ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা তাঁহারই, কে আছে যে তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার নিকটে শফায়ত (পাপীর পাপ মুক্তির জন্য অনুরোধ) করে ? তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে তিনি তাহা জানেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তদতিরিক্ত তাঁহার জ্ঞানের কোন বিষয়ে মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে না, তাঁহার সিংহাসন ভূলোক ও দ্যুলোককে অধিকার করিয়াছে, এবং এ দুইয়ের সংরক্ষণ তাঁহার প্রতি ভারবহ নহে, তিনি উন্নত ও মহান্। ২৫৫। ধর্ম্মের জন্য বলপ্রয়োগ নাই, নিশ্চয় পথভ্রান্তির পর পথ প্রকাশ পাইয়াছে, অবশেষে যে ব্যক্তি প্রতিমার প্রতি বিমুখ হইয়া পরমেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, নিশ্চয় সে দৃঢ় অবলম্বনকে ধারণ করিবে, তাহা ছিন্ন হইবে না, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২৫৬। পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের নেতা, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যান। যাহারা কাফের, প্রতিমা তাহাদিগের নেতা, সে তাহাদিগকে জ্যোতি হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়; তাহারা নরকাগ্নির অধিবাসী, তথায় তাহারা সর্ব্বদা বাস করিবে। ২৫৭। (র, ৩৪, আ, ৫)

তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি কর নাই, যে ব্যক্তি এব্রাহিমের সঙ্গে তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিবাদ করিয়াছিল ? তাহাকে ঈশ্বর রাজত্ব দিয়াছিলেন; যখন এব্রাহিম বলিল, “যিনি আমার প্রতিপালক, তিনি জীবন দান ও সংহার করেন,” সে বলিল, “আমি জীবন রক্ষা করি ও বধ করিয়া থাকি;” এব্রাহিম বলিল, পরন্তু নিশ্চয় ঈশ্বর সূর্য্যকে পূর্ব্ব দিক্ হইতে আনয়ন করেন, তবে তুমি তাহাকে পশ্চিম দিক্ হইতে লইয়া আইস, অবশেষে সেই ঈশ্বরদ্রোহী পরাস্ত হইল। বস্তুতঃ ঈশ্বর অত্যাচারী লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না *। ২৫৮। অথবা যেমন সেই ব্যক্তি কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহা গৃহ ছাদের উপর পতিত ছিল; † সে বলিল, “ঈশ্বর

---

* নোমরূদনামক এক ঈশ্বরদ্রোহী রাজা ছিলেন, তিনি রাজ্যৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে বা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে ঈশ্বরভাবে পূজা করিত। এব্রাহিম তাঁহার প্রজা ছিলেন, অথচ তাঁহাকে সেরূপ পূজা করেন নাই। রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, “আমি স্বীয় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে পূজা করি না।” রাজা বলিলেন, “আমিই ঈশ্বর।” এব্রাহিম উত্তর করিলেন, “আমি রাজাকে ঈশ্বর বলি না, তিনিই ঈশ্বর যিনি প্রাণদান ও প্রাণ সংহার করিতে পারেন।” তখন রাজা দুই জন কারাবাসীকে কারাগার হইতে আনয়ন করিলেন, তাহার এক জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল, তাহাকে মুক্তি দিলেন, অপর ব্যক্তি কিয়দ্দিনের জন্য বন্দী হইয়াছিল, তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। (ত, ফা,)

† গৃহ ছাদের উপর পতিত হওয়ার অর্থ, প্রথমে ছাদ পড়িয়া যায়, পরে গৃহের প্রাচীরাদি পতিত হয়। (ত, হো,)

ইহাকে কি প্রকারে ইহার বিনাশের পর সজীব করিবেন ?" অনন্তর পরমেশ্বর তাহাকে শত বৎসর জীবনশূন্য রাখিলেন, অতঃপর জীবন দান করিলেন ; কত বিলম্ব হইল ? (ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলে) সে বলিল, "একদিন কিম্বা একদিনের কিছু অধিক ;" তিনি বলিলেন, "বরং তুমি একশত বৎসর বিলম্ব করিয়াছ, অনন্তর তোমার অন্ন ও তোমার জলের প্রতি দৃষ্টি কর, তাহা বিকৃত হয় নাই, এবং তোমার গর্দ্দভের প্রতি দৃষ্টি কর এবং মানববৃন্দের জন্য তোমাকে নিদর্শন করিব, দেখ (গর্দ্দভের) অস্থি সকলকে আমি কিরূপ সঞ্চালন করিতেছি, এবং তৎপর সেই সকলকে মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছি ;" অনন্তর যখন তাহার নিকটে তাহা প্রকাশিত হইল, তখন সে বলিল, "নিশ্চয় জ্ঞাত হইলাম, ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশীল * ।" ২৫৯ । এবং যখন এব্রাহিম্ বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি কি প্রকারে মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও ;" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর না ?" এব্রাহিম্ বলিল, "হাঁ (বিশ্বাস করি,) কিন্তু তাহাতে আমার মনের প্রবোধ হইবে ;" তিনি বলিলেন, "চারিটি পক্ষী গ্রহণ কর, তৎপর নিজের নিকটে তাহাদিগকে চিনিয়া লও, তৎপর তাহাদের মাংসখণ্ড সকল প্রত্যেক পর্ব্বতে নিক্ষেপ কর, তৎপর তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা দ্রুতগতি তোমার নিকটে চলিয়া আসিবে, এবং জানিও ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ" † । ২৬০ । (র, ৩৫, আ, ৩)

* যাহার সম্বন্ধে এই ঘটনা হইয়াছিল, তিনি আজিজ নামক প্রেরিত পুরুষ। নোজ্বত নসরনামক একজন কাফের রাজা ছিলেন। সেই রাজা এস্রায়েলবংশীয় লোকের উপর জয়লাভ করিয়া জেরুজিলাম নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। জেরুজিলাম নগরই উল্লিখিত গ্রাম। নোজ্বত নরস তথাকার নিবাসী এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরে মহাপুরুষ আজিজ তথায় উপস্থিত হন। তিনি নগরের অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এস্থানে আর কেমন করিয়া বসতি হইবে।" তখন সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তিনি শত বৎসর অন্তে পুনর্ব্বার জীবিত হন। তৎকালে তাঁহার পানীয় ও খাদ্য দ্রব্য তাঁহার নিকটে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত ছিল, আরোহণের গর্দ্দভটি মরিয়া অস্থিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন তাহা তাঁহার সাক্ষাতে জীবিত হইল। সেই এক শত বৎসরের মধ্যে এস্রায়েল জাতি মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার উক্ত নগরে যাইয়া বসতি করিয়াছিল। আজিজ জীবিত হইয়া নগর জনাকীর্ণ দেখিলেন। (ত, ফা,)

† ময়ূর, কুক্কুট, কাক, পারাবত এই চারি পক্ষী আনীত হইয়াছিল। এ সকলকে মারিয়া এক পর্ব্বতে সমুদায়ের মস্তক, অপর পর্ব্বতে পালক, অন্য পর্ব্বতের উপর ডানা, আর এক পর্ব্বতের উপর অপর অঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিয়া প্রথমোক্ত পক্ষীকে আহ্বান করিলে, তাহার মস্তক শূন্যে উত্থিত হইল, তৎপর তাহার বক্ষ, ডানা ও পালক ইত্যাদি দ্রুতবেগে আসিয়া তাহাতে সংলগ্ন হইল। অপর তিন পক্ষীর সম্বন্ধেও এরূপ ঘটিল। (ত, ফা,)

ময়ূর প্রভৃতি চারিটি পক্ষী হত্যা করার তাৎপর্য্য, সাধনান্তে চারিটী কুপ্রবৃত্তিকে বলিদান করিয়া নিত্য জীবন লাভ করা। ময়ূর সৌন্দর্য্যবিকাশ ও বেশবিন্যাসের আলয়, তাহার মস্তক ছেদন কর

যেমন একটি শস্যবীজ সাতটী শস্যমঞ্জরী উৎপাদন করে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য উৎপন্ন হয়, পরমেশ্বরের পথে যাহারা স্বীয় সম্পত্তি ব্যয় করে, তাহাদের অবস্থা তদ্রূপ; এবং যাহাকে ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর দ্বিগুণ প্রদান করেন, এবং ঈশ্বর দাতা ও জ্ঞাতা। ২৬১। যাহারা ঈশ্বরের পথে আপনাদের ধন ব্যয় করে, তৎপর ধনের উপকার স্থাপনের অনুসরণ করে না, * এবং (গ্রহীতাদিগকে) ক্লেশ দেয় না, † তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে তাহাদের জন্য পুরস্কার আছে ও তাহাদিগের ভয় নাই, এবং তাহারা সন্তাপিত হইবে না। ২৬২। দানের পরে ক্লেশ প্রদান করা অপেক্ষা কোমল কথা বলা ও ক্ষমা করা শ্রেয়, এবং ঈশ্বর নিরাকাঙ্ক্ষ ও প্রশান্ত। ২৬৩। হে বিশ্বাসী লোক সকল, উপকার স্থাপন ও ক্লেশ দান করিয়া যে ব্যক্তি লোকপ্রদর্শনের জন্য স্বীয় ধন দান করে, পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না, তাহার ন্যায় তোমাদিগের ধর্ম্মার্থ দানকে তোমরা ব্যর্থ করিও না, সে মৃত্তিকাবৃত কঠিন প্রস্তরের ন্যায়, যেমন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়, পরে তাহাকে মৃন্মুক্ত করিয়া ফেলে, (দানপ্রদর্শকগণ) যাহা করে তাহারা তাহার কিছুরই উপকার অধিকার রাখে না, এবং ঈশ্বর ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না ‡। ২৬৪। এবং যাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা-লাভের জন্য ও আপন অন্তরের বিশ্বাসের জন্য দান করে, তাহারা উচ্চভূমিস্থিত উদ্যানের ন্যায়, যথা তাহাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত নাও হয়, শিশিরবিন্দু (উপকার করিয়া থাকে,) তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর দেখিতেছেন §। ২৬৫। কেহ কি ইহা ভালবাসে যে, তাহার জন্য দ্রাক্ষা ও খোর্ম্মা

অর্থাৎ বাহ্যিক চাকচিক্যপ্রকাশে নিবৃত্ত থাক। কুক্কুট কামাসক্ত, তাহাকে ছেদন কর, অর্থাৎ আপনাকে কামবন্ধন হইতে মুক্ত কর। কাক লোভী, তাহার শিরশ্ছেদন কর, অর্থাৎ লোভ ও কামনা বিসর্জ্জন দেও। কপোত আসঙ্গলিপ্সু, তাহার কণ্ঠ ছিন্ন কর, ইহার অর্থ লোকসহবাসের আসক্তি পরিত্যাগ কর। অপিচ দেহস্থিত অনলানিলমৃৎসলিল এই চতুর্ভূতের চতুর্ব্বিধ বিকার। সেই বিকার সকলকে সাধনাস্ত্রে ছিন্ন করিতে হইবে। অনলের বিকার অহঙ্কার, অনিলের বিকার কামাসক্তি, মৃত্তিকার বিকার মলিনতা, সলিলের বিকার লোভ। ঈশ্বরের জন্য এই চারি শারীরিক ভাবের কণ্ঠ ছেদন কর, পরে চারিকে বিশ্বাস প্রেম জ্ঞানেতে জীবিত কর। (ত, হো,)

* উপকার স্থাপন করার অর্থ, উপকার করিবার জন্য দানগ্রহীতাকে ঋণী করা। দীন দরিদ্রের উপর উপকার স্থাপন করিলে দানের আর পুরস্কার কি? অপিচ ধনে ঈশ্বরের স্বত্ব, ধনী ধনবাহক ভিন্ন নহে, গ্রহীতা ধনাধিকারী ঈশ্বরের নিকটে ঋণী থাকিবে, ধনবাহকের নিকটে নহে। (ত, হো,)

† ক্লেশ দান, অর্থাৎ দান করিবার সময় দীন ভিক্ষুকদিগকে কটূক্তি ও তাড়না করা। (ত, হো)

‡ উপরের দৃষ্টান্তে ধর্ম্মার্থদানের পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে। যথা একটী বীজ বপন করিলে সাতটী মঞ্জরী জন্মে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। এই প্রবচনের দৃষ্টান্তে দানের সাত্ত্বিকতার আবশ্যকতা বিবৃত হইয়াছে। প্রদর্শনের অনুরোধে দান করা, না, যেমন অল্প মৃত্তিকাবৃত প্রস্তরের উপর বীজ বপন করা, বারিবর্ষণে সেই মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়, বীজ অঙ্কুরিত হয় না। (ত, ফা,)

§ বৃষ্টিপাত অর্থে অধিক ধন দান, শিশিরপাত অর্থে অল্প দান। শুদ্ধসঙ্কল্প হইয়া দান

ফলের উদ্যান হয় ও তাহার ভিতর দিয়া জলপ্রণালী প্রবাহিত থাকে, তাহার জন্য তথায় নানা প্রকার ফল জন্মে ও সে বৃদ্ধত্ব লাভ করে, এবং তাহার সন্তানগণ দুর্ব্বল হয়, অতঃপর এই অবস্থায় সেই উদ্যানে অগ্নিসহ বাতাবর্ত্ত আসিয়া প্রবেশ করে, পরে উহা দগ্ধ হইয়া যায়? এইরূপ ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল ব্যক্ত করেন, আশা যে তোমরা চিন্তা করিবে *। ২৬৬। (র, ৩৬, আ, ৫)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের উপার্জ্জিত যে ধন বিশুদ্ধ ও আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত্র হইতে যাহা উৎপাদন করি তাহা ব্যয় করিও, মন্দ বস্তু দান করিতে সঙ্কল্প করিও না; প্রকৃতপক্ষে তৎপ্রতি নয়ন মুদ্রিত করা ব্যতীত তোমরা গ্রহণকারী নও, এবং জানিও পরমেশ্বর নিষ্কাম ও প্রশংসিত ‡। ২৬৭। শয়তান তোমাদের সঙ্গে দরিদ্রতার অঙ্গীকার করে ও গর্হিত কর্ম্মে আদেশ করিয়া থাকে, এবং ঈশ্বর স্বীয় ক্ষমা বিষয়ে ও সম্পদ দানে তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেন; এবং ঈশ্বর প্রমুক্তস্বভাব ও জ্ঞানী ‡। ২৬৮। + যাহাকে ইচ্ছা হয় তিনি জ্ঞান প্রদান করেন ও

করিলে বহু দানের বহু ফল হয়, অল্প দানের অল্প ফল হইয়া থাকে। যেমন উৎকৃষ্ট ভূমিতে ঈশ্বর বারিবর্ষণ করিলেও উপকার হয়, শিশিরপাতেও উপকার হয়। শুদ্ধসঙ্কল্পবিহীন হইয়া যত অধিক ব্যয় করা যায়, তত ক্ষতি। কেন না তদবস্থায় অধিক ধন দান করিলে দান-প্রদর্শনও অধিক হয়। যেমন মৃত্তিকাবৃত প্রস্তরগত বীজের উপর যত অধিক বারিবর্ষণ হয়, তত মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়। (ত, হো,)

* যৌবনকালে কেহ উদ্যান লাভ করিয়া মনে করিল যে, বৃদ্ধকালে তাহা দ্বারা উপকার লাভ করিবে। কিন্তু সেই সময় তাহা দগ্ধ হইয়া গেল। উপকার-স্থাপনকারী দাতাদিগের অবস্থা এইরূপ; পরিণামে তাহাদের দানের ফল বিনষ্ট হয়। (ত, হো,)

+ অনেক সদাশয় দয়াবান্ লোক খোর্ম্মা ফলের সময়ে সুপক্ক উত্তম খোর্ম্মাপুঞ্জ বিদেশ হইতে আগত দীন দরিদ্র লোকেরা ভক্ষণ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে লোকের অগোচরে মস্‌জেদের প্রান্তে রাখিয়া দিতেন। একদিন একজন বিষয়াসক্ত ধনবান্ লোক কতকগুলি খোর্ম্মা ফল অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থে ক্রয় করিয়া প্রকাশ্যে আনয়নপূর্ব্বক সেই সকল বিশুদ্ধ খোর্ম্মার সঙ্গে মিশাইয়া রাখিয়াছিল। ঈশ্বর এই দানকে অবিশুদ্ধ দান বলিলেন, বিশুদ্ধ বস্তু দান করিতে আদেশ করিলেন। (ত, হো,)

দান গৃহীত হওয়ার স্বত্ব এই যে, যে বস্তু বৈধ, তাহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান করিবে, অবৈধ বস্তু দিবে না। "তৎপ্রতি নয়ন মুদ্রিত করা ব্যতীত তোমরা তাহার গ্রহণকারী নও।" ইহার অর্থ, বাধ্য না হইয়া তোমরা অবিশুদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিবে না, কেন না ঈশ্বর নিষ্কাম, তাঁহার কামনা নাই, তিনি প্রশংসিত, অর্থাৎ উত্তম উত্তমকেই মনোনীত করেন। (ত, ফা,)

‡ যখন ধন দান করিলে আমি দরিদ্র হইয়া যাইব, মনে এরূপ চিন্তা উপস্থিত হয় ও গর্হিত কার্য্যে সাহস হয়, এবং ঈশ্বরের উত্তেজনা-বাক্য শুনিয়াও দান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ পায়, তখন জানিও, এই ভাব শয়তানের নিকট হইতে আসিয়াছে। এবং যখন মনে এরূপ ভাব হয় যে, দান করিলে

যাহার প্রতি জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, পরে নিশ্চয় তাহাকে বহু কল্যাণ দেওয়া গিয়াছে, এবং জ্ঞানবান্ লোক ব্যতীত কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না। ২৬৯। এবং তোমরা যাহা (ধর্ম্মার্থ) দান করিয়াছ অথবা কোন সংসঙ্কল্পে সঙ্কল্প করিয়াছ, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জানেন, কুক্রিয়াশীল লোকদিগের কোন সাহায্যকারী নাই *। ২৭০। যদি তোমরা ধর্ম্মার্থ দান প্রকাশ কর, তবে তাহা ভাল †। যদি তাহা গোপন কর ও তাহা দীন দরিদ্রকে দান কর, তবে তাহাও তোমাদের জন্য উত্তম, এবং ইহা তোমাদের অনেক পাপ দূর করিয়া থাকে, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অবগত। ২৭১। তাহাদের উপদেশ (হে মোহম্মদ.) তোমার জন্য অপ্রয়োজন, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ও তোমরা যাহা সদ্ব্যয় কর, পরে (তাহা) তোমাদের হিতের নিমিত্ত হয়, এবং পরমেশ্বরের আনন উদ্দেশ্য না করিয়া তোমরা দান করিও না, তোমরা যে শুভ দান করিবে, তাহা তোমাদের নিকটে প্রেরিত হইবে, এবং তোমরা উৎপীড়িত হইবে না। ২৭২। এই সকল দীনহীনের জন্য (দান বিধেয়,) যাহারা ঈশ্বরের পথে বদ্ধ রহিয়াছে, পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে পারে না; ধনাকাঙ্ক্ষা করে না বলিয়া লোকেরা যাহাদিগকে মূর্খ মনে করে, তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিতেছ, তাহারা ব্যগ্র হইয়া লোকের নিকট প্রার্থনা করে না; এবং তোমরা যে ধর্ম্মার্থ দান কর, অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন ‡। ২৭৩। (র, ৩৭, আ, ৭)

যে সকল লোক দিবা রজনী প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় ধন দান করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কার আছে; এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা সন্তাপিত হইবে না। ২৭৪। যাহাদিগকে শয়তান আক্রমণ করিয়া মতিচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহারা যেরূপ (সমাধি হইতে) উত্থিত হইবে, যাহারা কুসীদ গ্রহণ করে, তাহারাও তদনুরূপ উত্থিত হইবে বৈ নহে; ইহা এ জন্য যে, তাহারা বলিয়াছে যে বাণিজ্য কুসীদগ্রহণ সদৃশ, ইহা ব্যতীত নহে, কিন্তু ঈশ্বর বাণিজ্যকে বৈধ ও সুদ

পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হইবে, তাঁহার নিকটে কোন অভাব নাই, চাহিলেই পাওয়া যাইবে, তখন জানিও, এই ভাব ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। (ত, ফা,)

* কোন সঙ্কল্প করিলে তাহা পূর্ণ করা বিধি। সঙ্কল্প ভঙ্গ করিলে অপরাধী হইতে হয়। সঙ্কল্প ঈশ্বরোদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছু সম্বন্ধে হওয়া সঙ্গত নহে। এই মাত্র বলিবে যে, আমি ঈশ্বরের জন্য অমুককে দান করিব। (ত, ফা)

† প্রকাশ্য দানে অন্য লোকের উৎসাহ হয়, এই জন্য উত্তম। (ত, ফা,)

‡ যাঁহারা ঈশ্বরের পথে বদ্ধ রহিয়াছেন, উপার্জ্জন করিতে পারেন না, স্বীয় অভাব প্রকাশ করেন না, যথা হজরতের অনুবর্ত্তিগণ স্বীয় উদ্যান গৃহ অট্টালিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হজরতের সহবাসে থাকিয়া জ্ঞান লাভ ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এবং এক্ষণও যাঁহারা কোর্-আন্ অভ্যাস, ধর্ম্ম-সাধনায় রত, এমন লোকদিগকে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হয়। (ত, ফা,)

গ্রহণকে অবৈধ (নির্দ্ধারণ) করিয়াছেন ; অতএব যে স্বীয় প্রতিপালক হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে (এ কার্য্যে) বিরত থাকিবে ; পরিশেষে যাহা গত হইয়াছে তাহা তাহার জন্য, এবং তাহার কার্য্য ঈশ্বরেতে (সমর্পিত,) কিন্তু যাহারা (কুসীদগ্রহণে) পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহারা নরকাগ্নির নিবাসী, তথায় তাহারা সর্ব্বদা বাস করিবে *। ২৭৫। পরমেশ্বর সুদকে (সুদের মুদ্রা দ্বারা কৃত সৎকর্ম্মকে) বিফল করেন, ধর্ম্মার্থ দানকে গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর সমুদায় অপরাধী কাফেরকে প্রেম করেন না †। ২৭৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে ও ধর্ম্মার্থ দান করিয়াছে, তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের জন্য পুরস্কার আছে, তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা সন্তাপিত হইবে না। ২৭৭। হে বিশ্বাসী লোক সকল, পরমেশ্বরকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক, তবে সুদের যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা পরিত্যাগ কর। ২৭৮। অনন্তর যদি তোমরা ইহা না কর (নিবৃত্ত না হও), তবে ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিবাদ, ইহা জ্ঞাত হইও এবং নিবৃত্ত হইলে তোমাদের জন্য মূল ধন রহিল, তোমরা উৎপীড়ন করিও না, উৎপীড়িত হইবে না। ২৭৯। এবং যদি (অধমর্ণ) রিক্তহস্ত হয়, তবে অর্থাগম পর্য্যন্ত প্রতীক্ষণীয়, এবং যদি (তোমাদের) জ্ঞান থাকে, তবে (তাহাকে) দান করিলে তোমাদের পক্ষে মঙ্গল ‡। ২৮০। এবং যে দিবস

---

* হজরত মোহম্মদ যে দিবস মক্কা জয় করেন, সেই দিবস সুদ গ্রহণের অবৈধতার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। ওমরবংশীয় ও মগয়রা ও মুখ্‌জমীবংশীয় লোকদিগের মধ্যে সুদের আদান প্রদান চলিতেছিল। ওমরপরিবারের লোকেরা এই ভাবে সন্ধি স্থাপন করিল যে, অন্য লোকের নিকট তাহাদের সুদ গ্রহণ স্থির রহিল, তাহাদের নিকটে অন্যের সুদ গ্রহণ রহিত হইল। সুদদানে মগয়রাপরিবারের অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। তাহারা এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল যে, আমরা কি দুর্ভাগ্য! ওমরবংশীয় লোকের সম্বন্ধে কুসীদের সম্বন্ধ রহিত হইল, আমরা এখনও এই বিপদে আক্রান্ত রহিলাম। অনন্তর তাহারা মক্কার শাসনকর্ত্তা আতাবের নিকট এ বিষয় নিবেদন করে। আতাব এই ব্যাপার হজরতকে লিখিয়া জানান। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো)

† সুদ গ্রহণে ধন অধিক সঞ্চিত হউক না কেন, পরিণামে তাহা দুঃখের কারণ হয়। এব্‌ন আব্বাস বলিয়াছেন যে, সেই ধন হইতে যাহা দান করা যায় বা অন্য কোন সৎকর্ম্ম করা হয়, তাহা ঈশ্বরকর্তৃক গৃহীত হয় না। সে কার্য্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ ২৭৮ সংখ্যক আয়ত অবতীর্ণ হইলে ওমরবংশীয় লোকেরা বলিল যে, "ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিবাদ করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই।" তাহারা প্রাপ্য সুদ পরিত্যাগ করিয়া মূল ধন গ্রহণেই সম্মত হইল, কিন্তু মগয়রাবংশীয় লোকেরা দরিদ্রতাবশতঃ মূলধন দিতে কিছু দিনের জন্য অবসর প্রার্থনা করিল। ওমরবংশীয়েরা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সত্বর মুদ্রা আদায়ের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহাতে অর্থাগম পর্য্যন্ত প্রতীক্ষণীয়, এই ভাবের আয়ত অবতীর্ণ

তোমরা ঈশ্বরের নিকট প্রতিগমন করিবে, সেই দিনকে ভয় করিও, তৎপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা (যে সৎকর্ম্ম) করিয়াছে, তাহা পূর্ণ প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা উৎপীড়িত হইবে না। ২৮১। (র, ৩৮, আ, ৮)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, যখন তোমরা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঋণদানে পরস্পর কার্য্য করিবে, তখন তাহা লিখিয়া লইবে, এবং তোমাদের মধ্যে লেখকের উচিত যে, ন্যায্যরূপে লিখে, এবং ঈশ্বর যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, লেখক তদ্রূপ লিখিতে অসম্মত হইবে না; অবশেষে উচিত যে লিখে, এবং যাহার স্বত্ব সে লিখিবার বিবরণ বলিয়া দিবে, তাহার উচিত যে স্বীয় প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করে, এবং সেই ঋণের কিছু ক্ষতি না করে। পরন্তু যাহার স্বত্ব, সে যদি অবোধ কিম্বা দুর্ব্বল অথবা পাণ্ডুলিপি করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহার একজন কার্য্যকারক ন্যায্যরূপে বিবরণ লিখিবে, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে, পরন্তু যদি দুইজন পুরুষের অভাব হয়, তবে একজন পুরুষ ও তোমাদের মনোনীত এমন দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষীই (যথেষ্ট,) যদি তাহাদের এক স্ত্রী বিস্মৃত হয়, তবে তাহাদের অন্য স্ত্রী স্মরণ করাইয়া দিবে, এবং সাক্ষিগণ আহূত হইলে অস্বীকার করিবে না; তাহা (ঋণপত্র) ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, তাহার কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত লিখিতে শৈথিল্য করিবে না, এই লিখা ঈশ্বরের নিকট অতিশয় ন্যায্য এবং সাক্ষ্যের নিমিত্ত সুদৃঢ়, ইহা তোমাদের সন্দেহের যোগ্য নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় ব্যবসায় যাহাতে আপনাদের মধ্যে হস্তে হস্তে আদান প্রদান হয়, তাহাতে লেখা না হইলে তদ্বিষয়ে তোমাদের দোষ নাই, যখন তোমরা পরস্পর ক্রয় বিক্রয় কর, তখন সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে ও লেখক এবং সাক্ষীকে কষ্ট দিবে না, এবং যদি তাহা কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের অপরাধ; এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, পরমেশ্বর তোমাদিগকে শিক্ষা দান করেন ও পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ২৮২। এবং যদি তোমরা দেশপর্য্যটনে থাক ও লেখক প্রাপ্ত না হও, তবে বন্ধক হস্তগত করা উচিত; পরন্তু তোমরা আপনাদের পরস্পরকে বিশ্বাস করিলে যে ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন হইয়াছে, আপনার গচ্ছিত ধন তাহার পরিশোধ করা বিধেয়, এবং আপন প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করা উচিত; সাক্ষ্য গোপন করিও না, এবং যে ব্যক্তি তাহা গোপন করে, নিশ্চয় তাহার মন অপরাধী, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অবগত। ২৮৩। (র, ৩৯, আ, ২)

দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং তোমাদের অন্তরের বিষয় যদ্যপি প্রকাশ কর কিম্বা তাহা গোপন কর, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বর তাহার হিসাব গ্রহণ করিবেন, অনন্তর তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিয়া থাকেন; এবং ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ২৮৪। প্রেরিত পুরুষ তাহার

হয়। "যদি জ্ঞান থাকে" বাক্যে ঐহিক পারত্রিক কুশলসম্বন্ধে যদি জ্ঞান থাকে, এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। (ত, হো,)

প্রতিপালকের নিকট হইতে তৎপ্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিয়াছে, এবং বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যেকে ঈশ্বরকে, তাঁহার দেবগণকে ও তাঁহার পুস্তক সকলকে এবং প্রেরিতগণকে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে প্রভেদ করে নাই, অপিচ তাহারা বলিয়াছে যে, "আমরা শ্রবণমাত্র আজ্ঞা পালন করিলাম, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, এবং তোমার নিকট আমাদিগের প্রতিগমন।" ২৮৫। ঈশ্বর কাহাকেও তাহার শক্তির অতিরিক্ত ক্লেশ দান করেন না; সে যে কার্য্য করিয়াছে তাহা তাহার জন্য, সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহার জন্য, (তাহারা বলে,) "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা বিস্মৃত হইলে কিম্বা দোষ করিয়া থাকিলে তুমি আমাদিগকে আক্রমণ করিও না; হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদের উপর সেরূপ গুরুভার স্থাপন করিও না, যদ্রূপ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের উপর স্থাপন করিয়াছ; হে আমাদের প্রতিপালক, এবং যাহা আমরা সহ্য করিতে অক্ষম, তাহা আমাদের উপর অর্পণ করিও না, আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগকে মার্জ্জনা কর, এবং আমাদিগকে দয়া কর, তুমি আমাদের প্রভু, অতএব ধর্ম্মদ্রোহী দলের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর।" ২৮৬। (র, ৪০, আ, ৩)

সূরা আলো এম্‌রাণ *

তৃতীয় অধ্যায়

২০০ আয়ত, ২০ রকু

(দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি)।

আলম্মা। ১। +সেই পরমেশ্বর, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই; তিনি জীবন্ত অটল।
২ তিনি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) সত্য গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, যাহা ইহার

---

* কয়েকজন ঈসায়ী মদিনায় আগমন করিয়া হজরত মোহম্মদের সঙ্গে মহাত্মা ঈসার বিষয়ে বিচার করিতে চাহিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়ার পর হজরত তাঁহাদিগকে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলেন, "আমরা এস্‌লাম ধর্ম্মের বসনে আচ্ছাদিত আছি, ঐশ্বরিক ধর্ম্মরূপ অবতংস কর্ণে ধারণ করিয়াছি।" হজরত আজ্ঞা করিলেন, "পরমেশ্বরের সঙ্গে স্ত্রী পুত্রের সম্বন্ধ তোমাদিগকে এস্‌লাম ধর্ম্ম হইতে দূরে রাখিয়াছে।" ঈসায়ীরা বলিলেন, "আমরা ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি। যদি ঈসা ঈশ্বরের পুত্র না হন, তবে তাঁহার

পুরোবর্ত্তী, ইহা তাহার সত্যতার প্রতিপাদক, এবং ইতিপূর্ব্বে লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য তওরাত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছেন, অপিচ অলৌকিকতা অবতারণ করিয়াছেন *। ৩। নিশ্চয় যে সকল লোক ঐশ্বরিক নিদর্শনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, এবং পরমেশ্বর পরাক্রান্ত ও প্রতিফলদাতা। ৪। নিশ্চয় ভূলোকস্থ ও দ্যুলোকস্থ কোন বিষয় ঈশ্বরের নিকট গুপ্ত নহে। ৫। সেই তিনি যিনি ইচ্ছানুসারে জরায়ুকোষে তোমাদিগকে গঠন করেন, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি পরাক্রান্ত ও নিপুণ।৬। সেই তিনি যিনি তোমার প্রতি গ্রন্থ (কোর্‌-আন্‌) অবতারণ করিয়াছেন, তাহার কোন কোন আয়ত সুদৃঢ়, গ্রন্থের মূল সেই সকল ও অপর সকল পরস্পর সাদৃশ্যকারী, পরন্তু যাহাদিগের অন্তরে বক্রভাব আছে, তাহারা গোলযোগ করার উদ্দেশ্যে ও তাহার মর্ম্মবোধের উদ্দেশ্যে তাহার সেই সাদৃশ্যাত্মক প্রবচনের অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার মর্ম্ম ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ জানে না ; জ্ঞানপ্রবীণ লোকেরা বলিবে যে, যে সকল আমাদের পরমেশ্বরের নিকট হইতে আগত, তৎসমুদায়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং সুবোধ লোক ব্যতীত অন্যে উপদেশ গ্রহণ করে না। ণ। ৭। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার পথপ্রদর্শনের পর তুমি আমাদের

পিতা কে?” হজরত উত্তর করিলেন, “আমাদের ও তোমাদের ধর্ম্মে ঈশ্বরের মৃত্যু স্বীকার উচিত নহে। তোমরা ঈসাকে ঈশ্বর বলিয়া থাক, এদিকে ঈসা মৃত্যুর শরবত পান করিয়াছিলেন, এবং তোমরা মরয়মের গর্ভে ঈসাকৃতির ছবি ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিহিত হইয়াছে এরূপ মনে করিয়া থাক, আবার তোমাদের মতে ঈশ্বর মূর্ত্তিনির্ম্মাতা শিল্পী নহেন, এ দুই বিপরীত ভাব। অপিচ তোমরা বল যে, ঈসা গমনাগমন ও পান ভোজন করিতেন, নিদ্রিত ও জাগরিত হইতেন, কিন্তু জানিও পরমেশ্বর এসমস্ত শারীরিক ক্রিয়া হইতে বিমুক্ত।” এই সকল কথা শ্রবণে তাঁহারা নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর এই সূরার প্রথম কতকগুলি আয়ত অবতীর্ণ হয়। সূরার প্রথমে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও অমরত্বের প্রসঙ্গ, তদনন্তর প্রেরিতত্বের প্রসঙ্গ হইয়াছে। (ত, হো,)

এই সূরার আদি বাক্য “আলম্মা”, বকরা সূরারও আদি শব্দ ইহাই, কিন্তু বকরার “আলম্মার” অর্থ “আমি ঈশ্বর সুবিজ্ঞ।” এখানে “আলম্মার” অন্যরূপ অর্থ। ইহার এক এক বর্ণের এক এক প্রকার অর্থ ও ভাব। প্রথম বর্ণের অর্থ ঐশ্বরিক প্রচুর দান, দ্বিতীয় বর্ণের অর্থ তাঁহার মহা সাক্ষাৎকার, তৃতীয় বর্ণের অর্থ তাঁহার পুরাতন প্রেম। (ত, হো,)

* যাহা ইহার পুরোবর্ত্তী ইত্যাদি উক্তির অন্বয় এরূপে হইবে ; যে যে গ্রন্থ এই কোর্‌-আন্‌ গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জিল, সে সকলের সত্যতার প্রতিপাদক এই কোর্‌-আন্‌। তিনি (ঈশ্বর) ইতিপূর্ব্বে লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য তওরাত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছেন। মূলের অনুবাদে অন্বয়ানুসারে পদস্থাপন করিতে গেলে দুই আয়তকে এক আয়ত করিতে হয় বলিয়া তাহা করা গেল না।

† এই সূরায় ঈসায়ী লোকদিগকে শিক্ষা দান করা হয়। তাঁহারা সাধ্বী মরয়মকে ঈশ্বরের ভার্য্যা ও মহাপুরুষ ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া থাকেন। দাসত্ব অপেক্ষা ঈসার উচ্চ পদ আবশ্যক, এইরূপ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহবাণী শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তাঁহারা ব্যক্ত করেন। এজন্য পরমেশ্বর আজ্ঞা

অন্তরকে বক্র করিও না, আমাদিগকে নিজের নিকট হইতে অনুগ্রহ দান কর, নিশ্চয় তুমি দাতা। ৮। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি সেই দিনে, (বিচার দিবসে) লোকসংগ্রহকারী, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ ; নিশ্চয় ঈশ্বর অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করেন না। ৯। (র, ১, আ, ৯)

যে সকল লোক ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগের ধন ও তাহাদিগের সন্তান ঈশ্বরের নিকটে তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন ফলদায়ক হইবে না, এবং ইহারাই তাহারা যে নরকাগ্নির উদ্দীপক। ১০। +যেমন ফেরওণীয় লোকদিগের এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের রীতি ছিল (ইহাদেরও সেইরূপ,) তাহারা আমার নিদর্শন সকলে অসত্যারোপ করিয়াছিল, অবশেষে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদিগের অপরাধের জন্য ধরিয়াছিলেন, ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা * । ১১। যে সকল লোক ধর্ম্মদ্রোহী, তাহাদিগকে বল, "তোমরা পরাভূত হইবে ও নরকের দিকে সমাহৃত হইবে, এবং তাহা কুস্থান।" ১২। নিশ্চয় পরস্পর মিলিত দুই দলে তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল আছে, এক দল ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়াছিল, এবং অপর দল কাফের ছিল, (মোসলমান সৈন্য) তাহাদিগকে আপনাদের দুই জনের সদৃশ চক্ষুর দর্শনে দর্শন করিতেছিল, এবং পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন আপন সাহায্যে বল বিধান করিয়া থাকেন, নিশ্চয় এ বিষয়ে চক্ষুষ্মান্ লোকদিগের নিমিত্ত একান্ত উপদেশ আছে †। ১৩। লোকের জন্য নারীর প্রতি, সন্তানগণের প্রতি ও পুঞ্জীভূত রজত কাঞ্চনভাণ্ডারের প্রতি ও চিহ্নিত অশ্ব ও চতুষ্পদ (গবাদিপশু) এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি শারীরিক প্রেম সজ্জীকৃত, এ সকল পার্থিব জীবনের সম্পত্তি, এবং ঈশ্বরের নিকটে শুভ প্রত্যাবর্ত্তন। ১৪। বল, (হে মোহম্মদ,) ইহার মধ্যে কি উত্তম তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিব ? বিষয়নিবৃত্ত লোকদিগের জন্য

করিতেছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য সকলের মধ্যে এমন সাদৃশ্যাত্মক বাক্য আছে, যাহার অর্থ স্পষ্ট নহে, পথভ্রান্ত লোকেরা আপন বুদ্ধি অনুসারে তাহার অর্থ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল লোক জ্ঞানেতে প্রবীণ, তাহারা গ্রন্থের মূলস্বরূপ অন্য প্রবচনের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিলে বুঝিল, না বুঝিলে ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিয়া বলে, "ইহা পরমেশ্বর উত্তম জানেন, বিশ্বাস দ্বারা আমাদের কার্য্য।" (ত, ক্ষা,)

* ফেরওণীয় সম্প্রদায় অসত্য বলিয়া যেমন মহাপুরুষ মূসার প্রতি দোষারোপ করিয়াছিল, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও তদ্রূপ পেগাম্বর আদ ও সমূদকে মিথ্যাবাদী ভাবিয়া ঈশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিল ও আপনাদের তত্ত্ববাহকদিগের অলৌকিকতাকে মিথ্যা বলিয়াছিল ; সেই রীতি অনুসারে ইহুদি ও ঈসায়ীরা হজরত মোহম্মদের উপর অসত্যারোপ করিতেছে। (ত, হো,)

† বদরের যুদ্ধে তিন জন মোসলমান সৈন্যের সম্মুখে তিন জন করিয়া কাফের সৈন্য ছিল। কিন্তু মোহম্মদীয় সেনারা কাফেরদিগের তিন জনের স্থলে দুই জন দেখিতেন। তাঁহারা ভয় প্রাপ্ত না হন, এজন্য ঈশ্বর এরূপ বিধান করিয়াছিলেন। অতঃপর ঈশ্বরকৃপায় মোসলমানেরা জয়ী হন। (ত, ক্ষা,)

তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে স্বর্গোদ্যান সকল আছে, তাহার নিম্নে * পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত, তাহারা তাহাতে চিরকাল থাকিবে, এবং (তাহাদের জন্য) পুণ্যবতী ভার্য্যা সকল ও ঈশ্বরের সন্তোষ থাকিবে, দাসদিগের প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টিকারী। ১৫। তাহারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী হইয়াছি, অতএব আমাদিগের অপরাধ তুমি ক্ষমা কর, অগ্নিদণ্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, (সেই বিষয়নিবৃত্ত লোকদিগের অবস্থা এইরূপ)। ১৬। তাহারা সহিষ্ণু, সত্যবাদী, বাধ্য, বদান্য, প্রত্যুষে ক্ষমাপ্রার্থী। ১৭। ঈশ্বর এই সাক্ষ্য দান করিয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং দেবগণ ও পণ্ডিতগণ সাক্ষ্যদান করিয়াছেন যে, তিনি ন্যায়েতে বিদ্যমান, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি পরাক্রান্ত নিপুণ। ১৮। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে যে ধর্ম্ম, তাহা এস্‌লাম ধর্ম্ম, এবং যাহারা গ্রন্থ লাভ করিয়াছে, তাহাদের নিকটে জ্ঞান উপস্থিত হওয়ার পর আপনাদের মধ্যে শত্রুতা ব্যতীত তাহারা তাহা (এস্‌লাম ধর্ম্ম) অগ্রাহ্য করে নাই, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের বিরোধী হইয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর সত্বর তাহার বিচার করিবেন। ১৯। অনন্তর যদি তাহারা (হে মোহম্মদ,) তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করে, তবে তুমি বলিও, আমি ঈশ্বরের জন্য স্বীয় আনন উৎসর্গ করিয়াছি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করিয়াছে (তাহারা উৎসর্গ করিয়াছে,) † যাহারা গ্রন্থপ্রাপ্ত তাহাদিগকে ও অশিক্ষিতদিগকে বল, তোমরা কি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছ ? অবশেষে তাহারা যদি ধর্ম্মানুগত হয়, তবে নিশ্চয় পথ প্রাপ্ত হইবে, এবং যদি বিমুখ হয়, তবে সংবাদ প্রচার ভিন্ন তোমার প্রতি অন্য কিছুই নহে, এবং পরমেশ্বর দাসদিগের প্রতি দৃষ্টিকারী। ২০। (র, ২, আ, ১১)

নিশ্চয় যে সমস্ত লোক ঐশ্বরিক নিদর্শনসকলকে অগ্রাহ্য করে ও সংবাদবাহকদিগকে অযথা বধ করে, এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা ন্যায়েতে আদেশ করিয়া থাকে তাহাদিগকে বধ করে, তুমি তাহাদিগকে দুঃখকর শাস্তির সংবাদ দান কর। ২১। ইহারা সেই সকল লোক যাহাদিগের ঐহিক পারত্রিক কার্য্য বিনষ্ট হইয়াছে ও যাহাদিগের কোন সহায় নাই। ২২। যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে ও ঐশ্বরিক গ্রন্থের দিকে যাহারা আহূত হইতেছে, যেন তাহারা আপনাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করে, তুমি কি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? তৎপর তাহাদের একদল অগ্রাহ্য করিল, বস্তুতঃ তাহারা অগ্রাহ্যকারী ‡। ২৩। ইহা এজন্য যে, তাহারা বলিয়া থাকে, নির্দ্দিষ্ট কিয়দ্দিন ব্যতীত অগ্নি

---

* অর্থাৎ সেই উদ্যানতরুর নিম্নে (ত, হো,)

† ঈশ্বরের জন্য স্বীয় আনন উৎসর্গ করার অর্থ, আপন মন, বাক্য, সঙ্কল্প ও কার্য্য ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করা। (ত, হো,)

‡ ইহুদিদিগের সম্বন্ধে এই উক্তি। তাঁহাদের একদল প্রস্তরাঘাতের বিধি অমান্য করিয়াছিলেন। এনাম সূরায় এই বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। হজরত একদল ইহুদিকে এস্‌লাম ধর্ম্মে আহ্বান করিয়া-

আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না, যে সমস্ত অপলাপ করিতেছে, তাহাতে যে তাহারা আপন ধর্ম্মেই প্রতারিত। ২৪। অনন্তর সেই দিনে যখন আমি নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে একত্রিত করিব, তখন কিরূপ হইবে? প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা সম্যক্ দেওয়া যাইবে ও তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ২৫। তুমি বল, হে রাজ্যাধিপতি ঈশ্বর, তুমি যাহাকে ইচ্ছা হয় রাজ্য দান করিয়া থাক ও যাহা হইতে ইচ্ছা হয় রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর, এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় উন্নত কর ও যাহাকে ইচ্ছা হয় অবনত কর, তোমার হস্তে কল্যাণ, তুমি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ২৬। তুমি রজনীকে দিবাতে ও দিবাকে রজনীতে আনয়ন কর, এবং মৃত্যু হইতে জীবন, জীবন হইতে মৃত্যু নিষ্ক্রামণ কর, এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা অগণ্য জীবিকা দান করিয়া থাক। ২৭। বিশ্বাসিগণ বিশ্বাসী লোক ব্যতীত কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না, যাহারা তাহা করে, অনন্তর তাহাদিগ হইতে তোমাদের সাবধান হওয়া ভিন্ন ঈশ্বর হইতে কিছুর মধ্যে নহে, * ঈশ্বর স্বতঃ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং পরমেশ্বরের প্রতিই পরাবৃত্তি। ২৮। বল (হে মোহম্মদ,) আপন অন্তরে তোমরা যাহা গোপন করিয়া থাক, বা যাহা প্রকাশ কর, ঈশ্বর তাহা জানেন, এবং দ্যুলোক ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা জানেন, এবং পরমেশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ২৯। প্রত্যেক ব্যক্তি যে সৎকর্ম্ম করিয়াছে, এবং যে অসৎকর্ম্ম করিয়াছে, যে দিন সাক্ষাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবে, সে ইচ্ছা করিবে যে যদি তাহার ও উহার (সেই অসৎ কর্ম্মের) মধ্যে দূরতা হইত, (ভাল ছিল,) † ঈশ্বর স্বতঃ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, ও ঈশ্বর দাসগণের প্রতি কৃপালু। ৩০। (র, ৩, আ, ১০)

বল, যদি তোমরা ঈশ্বরকে প্রেম কর, তবে আমার অনুসরণ কর, ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রেম করিবেন, এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু ‡। ৩১। বল, পরমেশ্বরের ও প্রেরিতপুরুষের অনুগত হও, অনন্তর যদি তাহারা

ছিলেন। তাহাতে অমান নামক ইহুদি বলিল, "হে মোহম্মদ, ধর্ম্মজ্ঞানীদিগের সভায় আমি তোমার সঙ্গে বিচার করিব।" হজরত বলিলেন, "তওরাত গ্রন্থের যে পত্রে আমার বর্ণনা আছে, তাহা উপস্থিত কর।" সে তাহা উপস্থিত করিতে অসম্মত হইল। ঈশ্বর হজরতের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, ইহুদিদিগকে তওরাত গ্রন্থযোগেই আহ্বান কর। হজরত তাহা করিলে ইহুদিরা অগ্রাহ্য করিল। গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা তওরাত গ্রন্থের অল্প জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। এ স্থানে "ঐশ্বরিক গ্রন্থ" তওরাত গ্রন্থ। (ত. হো,)

* "তাহারা ঈশ্বর হইতে কিছুর মধ্যে নহে।" এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মে দৃঢ়তা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে ধর্ম্মদ্রোহিগণ হইতে যে অল্পবিশ্বাসীর অনিষ্টাশঙ্কা হয়, সে ঐশ্বরিক ধর্ম্মের কিছুই প্রাপ্ত হয় না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ সে আপন কর্ম্ম দেখিতে অনিচ্ছুক হইবে। (ত, হো,)

‡ যদি কেহ কাহারও প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার উচিত যে, আপন মতানুসারে না চলিয়া

অগ্রাহ্য করে, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে প্রেম করিবেন না। ৩২। নিশ্চয় ঈশ্বর আদমকে ও নুহাকে ও এব্রাহিমের সন্তান এবং এম্‌রাণের সন্তানকে, একজন হইতে উৎপন্ন অন্য জনকে সমস্ত লোকের উপর গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা *। ৩৩+৩৪। (স্মরণ কর,) যখন এম্‌রাণের ভার্য্যা বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমি নিশ্চয় তোমার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমার গর্ভে যাহা (যে সন্তান) আছে, সে মুক্ত হইবে, † অতএব তুমি আমা হইতে (তাহাকে) গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা।" ৩৫। অনন্তর যখন সে তাহাকে প্রসব করিল, তখন বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি কন্যা প্রসব করিলাম;" এবং সে যাহা প্রসব করিল, ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত আছেন, (সে বলিল,) "এই কন্যার তুল্য পুত্র নহে, সত্যই আমি ইহার নাম মরয়ম রাখিলাম, এবং সত্যই আমি নিষ্ক্রামিত শয়তান হইতে ইহাকে ও ইহার সন্তানগণকে তোমার আশ্রয়ে রাখিতেছি"। ৩৬। পরে তাহার প্রতিপালক তাহাকে (সেই কন্যাকে) শুভ গ্রহণে গ্রহণ করিলেন ও শুভ বর্দ্ধনে তাহাকে বর্দ্ধিত করিলেন, এবং জকরিয়ার প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলেন; যখন জকরিয়া মন্দিরে তাহার নিকটে আগমন করিল, তখন তাহার সমীপে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "মরয়ম, তোমার জন্য ইহা কোথা হইতে হইল?" সে বলিল, "ইহা পরমেশ্বরের নিকট হইতে হইয়াছে;" নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় অগণ্য উপজীবিকা দান করেন ‡। ৩৭। সেই স্থানে জকরিয়া স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে

প্রণয়াস্পদের মতানুবর্ত্তী হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, তিনি দাসের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, সে পাপ না করে,; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের এই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হয়, সেই তাঁহার প্রেম ও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে। (ত, ফা,)

* আর্য্যা মরয়মের পিতার নাম এম্‌রাণ। মহাপুরুষ মুসার পিতার নামও এম্‌রাণ। এস্থলে মরয়মের পিতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ এই সকল পেগাম্বরের সন্তানদিগের যোগ্যতা অনুসারে ঈশ্বর কোন কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন, এস্থলে এই তাৎপর্য্য। (ত, ফা,)

† এম্‌রাণ যে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল যে, পিতা মাতা স্বীয় কোন কোন সন্তানকে নিজেদের সেবা হইতে মুক্ত করিয়া ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত রাখিতেন, চির জীবনের জন্য তাঁহার প্রতি কোন সাংসারিক কার্য্যভার অর্পণ করিতেন না। সেই সন্তান সর্ব্বদা ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মসাধনায় রত থাকিতেন। এম্‌রাণের পত্নী গর্ভবতী হইলে তিনিও তদ্রূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। "সে মুক্ত হইবে" ইহার অর্থ এই যে, সেই সন্তান পিতা মাতার আশ্রয় হইতে মুক্ত হইবে। (ত, ফা,)

‡ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে পুত্র সন্তানকে উৎসর্গ করার নিয়ম। এম্‌রাণের সহধর্ম্মিণী কন্যা প্রসব করিয়া স্বকৃত সঙ্কল্পের জন্য সঙ্কুচিত হইলেন। পরে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কেহ বলিতেছেন, সেই কন্যাকেই ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি তাহাকে মন্দিরে লইয়া যাও। তদনুসারে তিনি মরয়মকে উপাসনালয়ে লইয়া যান। ধর্ম্মযাজকগণ প্রথমতঃ তাঁহাকে মন্দিরে গ্রহণ করিতে অসম্মত

প্রার্থনা করিল, বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আপন নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় তুমি প্রার্থনার শ্রোতা।" ৩৮। এবং সে উপাসনাস্থলে উপাসনাতে দণ্ডায়মান ছিল, অবশেষে দেবগণ ডাকিয়া বলিল, "নিশ্চয় ঈশ্বর ইয়হার বিষয়ে তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন, সে ঈশ্বরের এক উক্তির বিশ্বাসী, * স্ত্রীবিরাগী, শ্রেষ্ঠ জন এবং সাধুগণের মধ্যে সুসংবাদবাহক হইবে"। ৩৯। সে বলিল, "হে মম প্রতিপালক, কিরূপে আমার সন্তান হইবে, নিশ্চয় আমার বৃদ্ধত্ব লাভ হইয়াছে, এবং আমার পত্নী বন্ধ্যা;" তিনি বলিলেন, "এই প্রকারই, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।" ৪০। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য কোন নিদর্শন নির্দ্ধারণ কর;" তিনি বলিলেন, "তোমার জন্য এই নিদর্শন যে, তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত করা ভিন্ন কথা কহিতে পারিবে না, তোমার প্রতিপালককে বহু স্মরণ কর, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনা কর" ণ। ৪১। (র, ৪, আ, ১১)

এবং তখন দেবগণ বলিল, "অয়ি মরয়ম, নিশ্চিত ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন ও তোমাকে শুদ্ধ করিয়াছেন, এবং তোমাকে জগতের নারীকুলের উপর স্বীকার করিয়াছেন"। ৪২। "অয়ি মরয়ম, তুমি নিজে প্রতিপালকের অনুগত হইয়া থাক ও প্রণত হও, এবং উপাসনাকারীদিগের সঙ্গে উপাসনা কর"। ৪৩। ইহা (হে মোহম্মদ,) অন্তর্জগতের তত্ত্ব, ইহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছি, এবং যখন আপন লেখনী তাহারা নিক্ষেপ করিতেছিল যে, তাহাদিগের মধ্যে কে মরয়মকে প্রতিপালন করিবে, তখন তুমি তাহাদিগের নিকটে ছিলে না, এবং যখন তাহারা বিতণ্ডা করিতেছিল, তখন

হন। পরে স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন না। জকরিয়ার পত্নী কন্যার মাতৃস্বসা ছিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য মন্দিরের পার্শ্বে একটি কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। দিবাভাগে তিনি তথায় বাস করিতেন। রজনীতে জকরিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া যাইতেন। একদা জকরিয়া দেব এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিলেন যে, সেই সময়ে যাহা উৎপন্ন হয় না এমন ফল মরয়ম ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। জকরিয়া বৃদ্ধ ও অপুত্রক ছিলেন। তখন এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে আশা করিলেন যে, ঈশ্বরকৃপায় আমিও সন্তান লাভ করিতে পারিব। তৎপর সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিলেন। (ত, ফা,)

* ঈশ্বরের এক উক্তির বিশ্বাসী, এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বরের এক আজ্ঞা এই যে, ইয়হা ঈসার বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবেন। ঈসা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা মহাপুরুষ ইয়হা পূর্ব্বেই লোকের নিকটে ঘোষণা করিয়াছিলেন। মহাত্মা ঈসাকে পরমেশ্বর স্বীয় "আজ্ঞা" উপাধি দান করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি জনক ব্যতিরেকে কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞায় জন্মিয়াছিলেন। (ত, ফা,)

+ যে দিন মহাত্মা ইয়হা মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হইলেন, সেই দিন হইতে তিন দিন জকরিয়া কথা কহিতে সুক্ষম হন নাই। তখন জকরিয়ার একনোশত বৎসর, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অষ্টনবতি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, এবং এই সময়ে তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হয়। (ত, ফা,)

তুমি তাহাদিগের নিকটে ছিলে না [*]। ৪৪। (স্মরণ কর, হে মোহম্মদ,) যখন দেবগণ বলিল, "মরয়ম, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাকে আপন এক উক্তির সুসংবাদ দান করিতেছেন, তাঁহার নাম মরয়মনন্দন ঈসা মসীহ, তিনি ইহ পরলোকে মান্য এবং (ঈশ্বরের) নিকট-বর্ত্তীদিগের অন্তর্গত। ৪৫।" "সে দোলারোহণে ও প্রৌঢ়াবস্থায় লোকের সঙ্গে কথা কহিবে, এবং সাধুদিগের অন্তর্গত হইবে [†]।" ৪৬। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে, আমাকে পুরুষ স্পর্শ করে নাই ;" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর যা যা ইচ্ছা করেন, সেইরূপ সৃজন করিয়া থাকেন, যখন তিনি কোন কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাকে 'হও' বলিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন নহে, তাহাতেই হয়।" ৪৭। এবং তিনি তাহাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান, এবং তওরাত ও বাইবল শিক্ষা দিবেন। ৪৮। এবং এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগের সম্বন্ধে প্রেরিতপুরুষ করিবেন, সে বলিবে, "নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সহ তোমাদের নিকটে উপস্থিত, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মৃত্তিকা দ্বারা পতঙ্গবৎ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফুৎকার করি, পরে ঈশ্বরের আজ্ঞায় পক্ষী হয়, এবং আমি ঈশ্বরের আজ্ঞায় জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করি ও মৃতকে জীবিত করিয়া থাকি, এবং তোমরা যাহা আহার কর, আপন গৃহে যাহা সঞ্চয় কর, তাহা তোমাদিগকে বলিয়া থাকি, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে ইহাতে নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে [‡]। ৪৯। এবং তোমাদের হস্তে যে তওরাত আছে, আমি তাহার সত্যতার প্রতিপাদক ও তাহাতে তোমাদের প্রতি যে কিছু অবৈধ হইয়াছে, আমি তোমাদিগের জন্য বৈধ করিব, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন সকল সহ তোমাদিগের সমীপে আসিয়াছি, অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর, এবং আমার অনুগত হও। ৫০। নিশ্চয় পরমেশ্বর আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব তাঁহাকে পূজা কর, ইহাই সরল পথ।" ৫১। অনন্তর

---

[*] যখন মন্দিরের উপাসকগণ মরয়ম দেবীর জননীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে উৎসুক হইলেন। এ বিষয়ে স্ফূর্ত্তি ধরা হইল, প্রত্যেকে স্ব স্ব লেখনী যদ্দ্বারা তওরাত গ্রন্থ লিপি করিয়াছেন, স্রোতস্বতীতে বিসর্জ্জন করিলেন। জকরিয়া দেবের লেখনী ব্যতীত সকলের লেখনী স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া গেল। এই নিদর্শনে তিনি মরয়ম দেবীর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। (ত, ফা,)

[†] মহাত্মা ঈসা যখন স্তন্যপায়ী শিশু ছিলেন, দোলায় দোলায়মান হইতেন, সেই সময়ে কথা কহিয়াছিলেন। এরূপ শিশু কথা কহিতে পারে না, ইহা ঈসা দেবের একটি অলৌকিক ক্রিয়া। প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি কথা কহিয়াছিলেন। অর্থাৎ তখন লোকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

[‡] এই আয়তে ও নিম্নোক্ত দুই আয়তে মহাপুরুষ ঈসার সম্বন্ধে উক্তি। কথিত আছে যে, মহাত্মা ঈসা চর্ম্মচটিকাবৎ পক্ষিমূর্ত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি ফুৎকার করিতেন, তাহাতে উহা জীবিত হইয়া উড়িয়া যাইত। তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে এই একটি অলৌকিক ক্রিয়া। পরন্তু গুপ্ত কথা বলিয়া দিতেন, এবং ইঙ্গিতে রোগীকে আরোগ্য, মৃতকে জীবিত করিতেন। (ত, হো,)

যখন ঈসা তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মদ্রোহিতা বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঈশ্বরের দিকে আমার সাহায্যকারী কে আছে ?" তখন ধর্ম্মবন্ধুগণ বলিল, "আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী, আমরা ঈশ্বরানুগত" * । ৫২ । হে আমাদের প্রতিপালক, যাহা তুমি অবতারণ করিয়াছ, আমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং তোমার প্রেরিত পুরুষের অনুবর্ত্তী হইলাম, তুমি আমাদিগকে সাক্ষীদিগের সঙ্গে লিপি কর । ৫৩ । তাহারা চতুরতা করিল, এবং ঈশ্বর চতুরতা করিলেন, ঈশ্বর চতুরশ্রেষ্ঠ † । ৫৪ । (র, ৫, আ, ১৩)

(স্মরণ কর,) যখন পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন, হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমার গ্রহণকারী ও আপন অভিমুখে তোমার সমুত্থাপনকারী, এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগের মধ্য হইতে তোমার সংশোধনকারী, অপিচ কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত কাফেরদিগের উপর তোমার অনুবর্ত্তী লোকদিগের স্থাপনকারী, পরে আমার অভিমুখে তোমাদিগের পরাবৃত্তি, অবশেষে তোমরা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছিলে, তদ্বিষয়ে আমি তোমাদের মধ্যে বিচার করিব । ৫৫ । অনন্তর যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি ইহ্ পরলোকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিব, এবং তাহাদের জন্য সাহায্যকারী নাই । ৫৬ । কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, পরে আমি তাহাদিগের প্রাপ্য তাহাদিগকে পূর্ণ দান করিব, এবং ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না । ৫৭ । এই (হে মোহম্মদ,) তোমার নিকটে আমি বিজ্ঞানোপদেশ ও নিদর্শন সকলের ইহা (এই বচন) পাঠ করিতেছি । ৫৮ । নিশ্চয় ঈসার অবস্থা ঈশ্বরের নিকটে আদমের অবস্থার তুল্য, তিনি তাহাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছিলেন, তৎপর তাহাকে বলিলেন "হও" তাহাতে সে হইল ‡ । ৫৯ । তোমার প্রতিপালক হইতেই সত্য হয়, অতএব তুমি সংশয়াত্মাদিগের অন্তর্গত হইও না । ৬০ । অনন্তর তোমার এতৎ জ্ঞান-

---

* এই আয়তের ভাব এই যে, এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগের জন্য মহাপুরুষ ঈসা প্রকৃতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন । যখন তিনি দেখিলেন, ইহারা আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না, তখন ইচ্ছা করিলেন, অন্য কেহ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করে । পরে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগের দ্বারা সেই ধর্ম্মের প্রচার হয় । এক্ষণও এস্রায়েলবংশীয় অল্প লোক এই ধর্ম্মে স্থিতি করিতেছে । (ত, কা,)

† তদানীন্তন ইহুদি পণ্ডিতগণ তাহাদিগের শাসনকর্ত্তাকে মহাপুরুষ ঈসার বিরুদ্ধে এই বলিয়া উত্তেজিত করিয়াছিল যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী, এ তওরাতের বিধির বিপরীত অর্থ লোকদিগকে বুঝাইতেছে । শাসনকর্ত্তা মহাত্মা ঈসাকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করে । ইত্যবসরে ঈসার নিকট হইতে তাঁহার বন্ধুগণ পলাইয়া যায় । তখন পরমেশ্বর উক্ত মহাপুরুষকে স্বর্গে গ্রহণ করেন, তাঁহার এক মূর্ত্তিমাত্র থাকে ; তাহাকে তাহারা ধরিয়া আনিয়া ক্রুশে বিদ্ধ করে । এই জন্য উক্ত হইয়াছে, "তাহারা (ইহুদিরা) চতুরতা করিল, এবং ঈশ্বর চতুরতা করিলেন ।" (ত, কা,)

‡ হজরত মোহম্মদের সঙ্গে ঈসায়ী লোকেরা এই কথা লইয়া অত্যন্ত বিতণ্ডা করিয়াছিল যে, ঈসা ঈশ্বরের ভৃত্য নহেন, তাঁহার পুত্র ; যদি তিনি তাঁহার পুত্র না হন, তবে বল কাহার পুত্র ?

প্রাপ্তির পরে যাহারা এবিষয়ে তোমার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা করিতে থাকে, তখন তুমি বলিও, এস নিজের সন্তানদিগকে ও তোমাদের সন্তানদিগকে এবং নিজের স্ত্রীগণকে ও তোমাদের স্ত্রীগণকে এবং নিজের প্রাণকে ও তোমাদের প্রাণকে আহ্বান করি, অতঃপর কাতর প্রার্থনা করি, পরিশেষে মিথ্যাবাদীর প্রতি পরমেশ্বরের অভিসম্পাত বলি *। ৬১। নিশ্চয় ইহা সত্য বৃত্তান্ত, পরমেশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর তিনি পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ। ৬২। অনন্তর যদি তাহারা গ্রাহ্য না করে, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর দুরাচারদিগকে অবগত হন। ৬৩। (র, ৬, আ, ৯)

তুমি বল, হে গ্রন্থধারী লোক সকল, তোমরা আমাদিগের ও তোমাদের উভয়ের মধ্যে এক সরল উক্তির দিকে এস যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিব না, তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশিরূপে স্থাপন করিব না, এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা কেহ আমাদের কাহাকেও ঈশ্বর গণ্য করিব না; পরে যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে, তবে তোমরা বল যে, এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে আমরা ঈশ্বরানুগত। ৬৪। হে গ্রন্থধারী লোক সকল, এব্রাহিমের বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা করিও না, তাহার পরলোকের পর ব্যতীত তওরাত ও বাইবেল অবতীর্ণ হয় নাই, অনন্তর তোমরা কি জানিতেছ ? †। ৬৫। জানিও তোমরা সেই লোক, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল, তদ্বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করিয়াছ ; ‡ পরে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, কেন তদ্বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করিতেছ, ? § এবং ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, তোমরা জ্ঞাত নহ। ৬৬। এব্রাহিম ইহুদি বা ঈসায়ী ছিল না, কিন্তু সে সত্য ধর্ম্মাধীন আজ্ঞাবহ ছিল, এবং অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত ছিল না। ৬৭। নিশ্চয় এব্রাহিমের সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে তাহারা সুযোগ্য লোক, যাহারা

তদুত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, আদমের পিতা মাতা ছিল না, ঈসারও ছিল না, আশ্চর্য্য কি ? (ত, ফা,)

* পরমেশ্বর হজরত মোহম্মদকে বলিতেছেন, এতদূর বুঝাইলে পরও যদি ঈসায়ী সম্প্রদায় গ্রাহ্য না করে, তবে মীমাংসার জন্য এই এক উপায় আছে যে, উভয় পক্ষের সকলে স্বয়ং স্ত্রী পুত্রগণসহ আগমন করুক, এবং এই প্রার্থনা করুক যে, আমাদের মধ্যে যে কেহ মিথ্যাবাদী, তাহার উপর অভিসম্পাত ও দণ্ড অবতীর্ণ হউক। অতঃপর হজরত স্বয়ং ফাতেমা দেবী ও মাহাত্মা আলি এবং এমামহসন ও এমামহোসয়নকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানবান্ ঈসায়িগণ এ বিষয়ে যোগদান না দিয়া করদানে অধীনতাস্বীকারে সম্মত হইলেন। (ত, ফা,)

† ইহুদি ও ঈসায়ীদিগের এই এক বিতণ্ডা ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বলিত, এব্রাহিম আমাদের ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। (ত, ফা,)

‡ হজরত মোহম্মদের বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান ছিল। যেহেতু তওরাত ও বাইবেলে তাঁহার বর্ণনা ছিল। ইহুদি ও ঈসায়ীরা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে। (ত, হো,)

§ এ বিষয়ে ইহুদি ও ঈসায়ীদিগের জ্ঞান নাই, অর্থাৎ এব্রাহিম ইহুদী না ঈসায়ী, তাহাদের পুস্তকে ইহার কোন উল্লেখ নাই। (ত, হো,)

তাহার অনুসরণ করিয়াছে, এবং এই সংবাদবাহক ও বিশ্বাসিগণের এবং ঈশ্বরবিশ্বাসীদিগের বন্ধু হন *। ৬৮। গ্রন্থধারীদিগের একদল তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে সমুৎসুক, তাহারা নিজের আত্মাকে বিপথগামী ভিন্ন করিতেছে না ও তাহারা বুঝিতেছে না। ৬৯। হে গ্রন্থধারী লোক সকল, কেন ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের সম্বন্ধে বিদ্রোহী হইতেছ? এবং তোমরাইত সাক্ষ্যদান করিতেছ †। ৭০। হে গ্রন্থধারী লোক সকল, কেন অসত্যের সঙ্গে সত্যকে মিশাইতেছ ও সত্য গোপন করিতেছ, এদিকে তোমরা জ্ঞাত আছ ‡। ৭১। (র, ৭, আ, ৮)

এবং গ্রন্থধারী লোকদিগের একদল বলিল যে, “প্রথম দিবসে বিশ্বাসী লোকদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তৎপ্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহার শেষের প্রতি বিরুদ্ধাচারী হও, ভরসা যে তাহারা ফিরিয়া যাইবে”। ৭২। এবং যাহারা তোমাদের ধর্ম্মের অনুসরণ করে, তোমরা তাহাদিগকে ভিন্ন বিশ্বাস করিও না; বল (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশই উপদেশ, (বিশ্বাস করিও না,) তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ কোন এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়; অথবা (বিশ্বাস করিও না,) (মোসলমানগণ,) তাহারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের সঙ্গে বিরোধ করিবে; বল (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় ঈশ্বরের সম্পত্তি ঈশ্বরের হস্তে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় দান করেন, ঈশ্বর প্রমুক্তস্বভাব ও জ্ঞানী। ৭৩। তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় স্বীয় অনুগ্রহে তাহাকে চিহ্নিত করেন, ঈশ্বর বদান্য ও মহান্। ৭৪। গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে কেহ আছে যে, যদি তুমি তাহাকে এক কেন্তারের রক্ষক কর, সে তোমাকে তাহা পরিশোধ করিবে ¶ এবং তাহাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, যদি তুমি তাহাকে এক দিনারের

---

* কতিপয় ঈসায়ী ও ইহুদি মোসলমানদিগের সঙ্গে তর্কবিতর্কস্থলে বলিয়াছিল যে, এব্রাহিমকে সম্মান করিতে আমরাই যোগ্য, যেহেতু এব্রাহিম ইহুদি ও নসরাণ (ঈসায়ী) ছিলেন। হজরত মোহম্মদ আপনাকে এব্রাহিমের ধর্ম্মাবলম্বিরূপে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহারা বিদ্বিষ্ট ছিল। এই প্রবচন তাহাদের উক্তিখণ্ডনের জন্য অবতীর্ণ হয়। যথা সেই সময়ে যে সকল লোক এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিল ও এই সংবাদবাহক (মোহম্মদ) এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী বিশ্বাসিগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে সুযোগ্য লোক। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমরাই সাক্ষ্য দান করিয়া থাক যে, তওরাত ও বাইবল সত্য, এবং হজরত মোহম্মদের বর্ণনা উভয় গ্রন্থে আছে। (ত, হো,)

‡ স্বার্থোদ্দেশ্যে ইহুদিগণ তওরাতের কোন কোন বিধি বিলুপ্ত, কোন কোন কথা অর্থান্তরিত করিয়াছিল, এবং কোন কোন উক্তি গোপন করিয়াছিল, সকলকে তাহা জানিতে দিত না। যথা অন্তিম তত্ত্ববাহকের কথা প্রচ্ছন্ন করিয়াছিল। (ত, হো,)

¶ এক সহস্র দুই শত উক্কিয়ায় এক কেন্তার ও চল্লিশ দেরহমে এক উক্কিয়া, আড়াই মাষায় এক দেরহম হয়। এস্থলে এক কেন্তার পরিমিত স্বর্ণ বা রজত বুঝাইবে।

রক্ষক কর, * যে পর্য্যন্ত তুমি তাহার উপর দণ্ডায়মান না হও, সে তাহা পরিশোধ করিবে না; ইহা এজন্য যে, তাহারা বলিয়া থাকে, অশিক্ষিতদিগের সম্বন্ধে আমাদের পথ (নীতি) নাই, এবং তাহারা পরমেশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বলে ও তাহারা (ইহা) জ্ঞাত আছে †। ৭৫। হাঁ, যে জন স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং বিষয়বিরাগী হয়, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর সেই বিরাগীদিগকে প্রেম করেন। ৭৬। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকারের ও আপনাদের শপথের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করে, তাহারা সেই লোক যাহাদের জন্য পরলোকে কোন লভ্য নাই এবং কেয়ামতের দিনে ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না ও তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিবেন না, এবং তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন না ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে ‡। ৭৭। এবং নিশ্চয় তাহাদিগের মধ্যে একদল আছে যে, গ্রন্থে আপনাদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করিয়া থাকে, যেন তোমরা তাহাদিগকে গ্রন্থের অন্তর্গত বলিয়া জানিতে পার, § অথচ তাহারা গ্রন্থের অন্তর্গত নহে, এবং তাহারা বলে তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে (আগত,) অথচ তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে (আগত) নহে, তাহারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বলিয়া থাকে, এবং (ইহা) তাহারা জানিতেছে। ৭৮। কোন মনুষ্যের জন্য উপযুক্ত নহে যে, ঈশ্বর তাহাকে গ্রন্থ, প্রত্যাদেশ ও প্রেরিতত্ব প্রদান করেন, তৎপর সে লোকদিগকে বলে যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা আমার সেবক হও; কিন্তু তোমরা যেমন গ্রন্থ শিক্ষা দিতেছিলে ও যেমন তোমরা

---

* আড়াই সিক্কায় এক দিনার হয়।

† কোরেশবংশীয় এক ব্যক্তি সেলামের পুত্র আবদোল্লার নিকটে দ্বিশতাধিক সহস্র উক্কিয়া অর্থাৎ এক কেন্তার স্বর্ণ বা রৌপ্য গচ্ছিত রাখিয়াছিল। সেলামের পুত্র তাহা পরিশোধ করিয়াছিলেন। ফতাজনামক ইহুদির নিকট একটি দিনার গচ্ছিত রাখা হয়, সে তাহার অপচয় করে। ইহুদিরা বলে, যাহারা তওরাত গ্রন্থে জ্ঞান রাখে না, তাহারা মূর্খ, সেই মূর্খদিগের ধন আত্মসাৎ করায় দোষ নাই। কেহ কেহ বলে, বিধর্ম্মাবলম্বীর ধন আমরা গ্রহণ করিতে অধিকার রাখি, তওরাতে এরূপ বিধি আছে। "যে পর্য্যন্ত তুমি তাহার উপর দণ্ডায়মান না হও" এই উক্তির অর্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত তুমি তাহার নিকটে যাইয়া যাচ্ঞা না কর। (ত, ফা,)

‡ অল্প মূল্যে ঈশ্বরের অঙ্গীকার ও আপনাদের শপথ বিক্রয় করার অর্থ এই যে, ইহুদি পণ্ডিতেরা কয়েক মণ যবশস্য ও কয়েক গজ বস্ত্র আশরফের পুত্র কাব হইতে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকে উল্লিখিত সংবাদবাহক হজরত মোহম্মদের বর্ণনার অন্যথাচরণ করিয়াছে, এবং এইরূপ অপহরণ করিয়া সাধারণের নিকটে শপথপূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিয়াছে। (ত, হো,)

ইহুদিদিগের সঙ্গে ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে শপথ দিয়াছিলেন যে, তাহারা প্রত্যেক পেগাম্বরের সহায় থাকিবে। পরে তাহারা সাংসারিক লাভের জন্য মিথ্যা শপথ করাকে উচিত মনে করিল। (ত, ফা,)

§ অর্থাৎ তাহারা স্বয়ং কথা বানাইয়া কোর্‌-আনের ন্যায় উচ্চারণে পাঠ করিয়া অশিক্ষিত লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করে। (ত, ফা,)

পড়িতেছিলে, তদ্রূপ ঈশ্বরানুগত হও *। ৭৯। এবং তোমাদিগকে তাহাদের আদেশ করা সঙ্গত নয় যে, তোমরা দেবগণকে ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর, যখনতোমরা মোসলমান হইয়াছ, তাহার পর তোমাদিগকে কি তাহারা কাফের বলিবে? ৮০। (র, ৮, আ, ৯)

এবং (স্মরণ কর, হে মোহম্মদ,) যখন পরমেশ্বর সংবাদবাহকগণ হইতে অঙ্গীকার লইলেন যে, আমি যে সুবিজ্ঞতা ও গ্রন্থ তোমাদিগকে দান করিয়াছি, অতঃপর তোমাদের সঙ্গে এই যাহা আছে, তাহার সত্যতার প্রতিপাদক কোন পেগাম্বর তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, একান্তই তোমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং একান্তই তোমরা তাহাকে সাহায্য দান করিবে; তিনি বলিলেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করিলে? ও এ বিষয়ে আমার অঙ্গীকার গ্রাহ্য করিলে? তাহারা বলিল, "আমরা অঙ্গীকার করিলাম," তিনি বলিলেন, "অনন্তর সাক্ষী থাকিও, এবং আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদিগের অন্তর্গত" +। ৮১। অবশেষে ইহার পর যাহারা ফিরিয়া গিয়াছে, তাহারাই, যাহারা দুষ্ক্রিয়াশীল ছিল। ৮২। পরে তাহারা কি নিরীশ্বর ধর্ম্ম অন্বেষণ করিতেছে? যাহা কিছু স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে আছে, সেই সকল ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঈশ্বরের অনুগত, এবং তাঁহার অভিমুখে প্রত্যাগমনকারী। ৮৩। বল, (হে মোহম্মদ,) আমরা ঈশ্বরের প্রতি ও যাহা আমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা এব্রাহিমের প্রতি, এস্‌মায়িলের প্রতি, এস্‌হাকের প্রতি, ইয়াকুবের প্রতি ও (তাহার) সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা মূসাকে, ঈসাকে ও সংবাদবাহকদিগকে তাহাদের প্রতিপালক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, সে সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহাদের কোন ব্যক্তিকে আমরা প্রভেদ করিতেছি না, আমরা তাঁহার অনুগত। ৮৪। এবং যে ব্যক্তি এস্‌লাম্‌ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম অন্বেষণ করে, পরে তাহার (সেই ধর্ম্ম) গৃহীত হইবে না, এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইবে। ৮৫। যে দল আপন বিশ্বাসলাভের ও প্রেরিত পুরুষের সত্যতার সাক্ষ্যদানের এবং তাহাদের প্রতি প্রমাণ সকল

---

* ইহুদিদিগের অপলাপের উল্লেখ করিয়া ঈসায়ীদিগের অপলাপের প্রসঙ্গ করা হইতেছে। তাহারা মহাত্মা ঈসার সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, তিনি ঈশ্বরত্বের শ্লাঘা করিয়াছেন, এবং গ্রন্থ ও প্রেরিতত্ব বিষয়ে লোকের উক্তি খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থাদিলাভের যোগ্য নহে। পরে স্বীয় মণ্ডলীকে বলিয়াছেন যে, তোমরা আমাকে সেবা কর। কিন্তু ঈসায়ীদিগের ন্যায় দলস্থ লোকদিগকে তোমরা বল, ইহাদিগকে যেমন গ্রন্থ শিক্ষা দিতেছ ও স্বয়ং গ্রন্থ পড়িতেছ, তদ্রূপ তোমরা ঈশ্বরগত হও। যাহারা ঈশ্বরগত লোক, তাহারা ইহ পরলোকের মস্তকে পদস্থাপন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ নির্ভর স্থাপনপূর্ব্বক অন্য কাহারও শরণাপন্ন হয় না। (ত, হো,)

+ পরমেশ্বর সংবাদবাহকদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, সংবাদবাহকদিগের বিষয়ে এস্রায়েলবংশীয়গণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ত, কা,)

উপস্থিত হওয়ার পর কাফের হইয়াছে, তাহাদিগকে ঈশ্বর কেমন করিয়া পথ প্রদর্শন করিবেন? এবং ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ৬৮। এই সকল লোক, তাহাদের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর ঈশ্বরের, দেবগণের ও সমুদায় মনুষ্যের অভিসম্পাত হয়। ৮৭। সর্ব্বদা তাহারা তাহাতে থাকিবে, তাহাদিগ হইতে শাস্তি খর্ব্ব করা হইবে না ও তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবে না। ৮৮। + (কিন্তু) যে সকল লোক ইহার পর অনুতাপ * ও সৎকর্ম্ম করিল, তাহারা ব্যতীত; অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৮৯। নিশ্চয় যাহারা আপন ধর্ম্মলাভের পর ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তৎপর তাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের অনুতাপ কখনও গৃহীত হয় না, এবং ইহরাই যাহারা পথভ্রান্ত। ৯০। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী ছিল ও ধর্ম্মদ্রোহী অবস্থায় মরিয়াছে, ধরাপূর্ণ সুবর্ণ যদ্যপি তাহারা তাহার বিনিময়স্বরূপ প্রদান করে, তাহাদের কোন ব্যক্তি হইতে কখনও গৃহীত হইবে না; সেই এই লোক যে, ইহাদিগের জন্য যন্ত্রণাকর দণ্ড আছে, ইহাদিগের সাহায্যকারী নাই †। ৯১। (র, ৯, আ, ১১)

যে পর্য্যন্ত তোমরা যাহা ভালবাস, তাহা ব্যয় না করিবে, সে পর্য্যন্ত কল্যাণ লাভ করিবে না, এবং যাহা ব্যয় করিয়া থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন ‡। ৯২। তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে এস্রায়েল নিজের প্রতি যাহা অবৈধ নির্দ্ধারিত করিয়াছিল, তদ্ব্যতীত সমুদায় খাদ্য এস্রায়েলসন্ততিদিগের জন্য বৈধ ছিল; বল (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তওরাত আনয়ন কর, অবশেষে তাহা পাঠ কর।

---

* আরব্য "তওবা" শব্দের অর্থে অনুতাপ শব্দ ব্যবহৃত হইল। তওবার প্রকৃত অর্থ পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাধুতার মধ্যে ফিরিয়া আসা। অনুতাপের অর্থ পশ্চাৎ তাপ, অর্থাৎ পাপ করার পর যে তজ্জন্য মনে সন্তাপ হয়, তাহাকে অনুতাপ বলে। অনুতাপ হইলেই পাপী পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, এই জন্য এই শব্দ তওবার অর্থরূপে গৃহীত হইল।

ইহুদিগণ প্রথমে স্বীকার করে যে, হজরত মোহম্মদ বাস্তবিক সংবাদবাহক, পরে তাহা অস্বীকার করে, এবং সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হয়। ইহাদিগের অনুতাপ কখনও গৃহীত হইবে না, অর্থাৎ ইহারা এরূপ অনুতাপেরই অধিকারী হইবে না যে গৃহীত হয়। (ত, ফা,)

+ যদি কোন ঈশ্বরদ্রোহী নরকদণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে তাহার বিনিময়ে পৃথিবীপূর্ণ সুবর্ণ দান করে, তাহা গৃহীত হইবে না। যাহাদিগের ঈশ্বরদ্রোহিতার অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে, পরলোকে তাহারা অগণ্য দুঃখজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয়। (ত, হো,)

‡ যে বস্তুতে মনের অত্যন্ত অনুরাগ, তাহার দানই শ্রেষ্ঠ দান, এই দানে বিশেষ পুণ্য হয়। ইহুদিদিগের প্রসঙ্গে এই আয়ত এই জন্য উক্ত হইল যে, স্বীয় দেশাধিপত্যে তাহাদের অত্যন্ত আসক্তি ছিল। সেই কারণে তাহারা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অনুগামী হয় নাই। অতএব বলা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত তাহারা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তাহা উৎসর্গ না করিবে, বিশ্বাসের ভূমি লাভ করিতে পারিবে না। (ত, ফা,)

৯৩। পরিশেষে ইহার পরে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপর অসত্য যোগ করে, ইহারাই যাহারা অত্যাচারী লোক। ৯৪। বল, ঈশ্বর সত্য বলিয়াছেন, অতএব সত্যধর্ম্মানুগত এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণ কর, সে অংশিবাদী ছিল না। ৯৫। নিশ্চয় প্রথমে যে মন্দির লোকের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা মক্কাস্থিত কল্যাণযুক্ত ও জগতের পথপ্রদর্শক (মন্দির) *। ৯৬। তাহাতে উজ্জ্বল নিদর্শন আছে, (উহা) এব্রাহিমের দণ্ডায়মান ভূমি; যে কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়, এবং ঈশ্বরের জন্য সেই মন্দিরে হজ্জ করা তদভিমুখে পথ পাইতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে (বিধি) এবং যে কেহ বিরুদ্ধাচারী হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর জগতে নিরাকাঙ্ক্ষ +। ৯৭। বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, তোমরা কেন ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর? তোমরা যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহার সাক্ষী। ৯৮। বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, যে ব্যক্তি বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাকে কেন ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেছ, তাহার জন্য সেই সরল

* হজরত আলিকে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের পূজার জন্য কি কাবা প্রথম মন্দির?" তিনি তদুত্তরে বলেন—না, তৎপূর্ব্বেও উপাসনা-মন্দির ছিল। কিন্তু পরমেশ্বর প্রথম যে মন্দিরকে লোকের জন্য শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন ও তাহাতে আগমন কৃপা ও ধর্ম্মালোকলাভের কারণ করিয়াছেন, তাহা কাবা। এ বিষয়ে কাবাকে প্রথম মন্দির বলা যায়। (ত, হো,)

কাবা শব্দের অর্থ উন্নত, ভূমি অপেক্ষা উন্নত অথবা গৌরবে উন্নত বলিয়া এই মন্দির কাবা নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং পাশা খেলায় ব্যবহার্য্য চতুষ্কোণ গজদন্তখণ্ডকে কাব বলে, কাবাও চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট। এই কাব হইতে কাবা নাম হইয়া থাকিবে।

+ কাবাতে যে সকল নিদর্শন আছে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ এব্রাহিমের পদাঙ্ক এক নিদর্শন। একটি প্রস্তরে এই পদাঙ্ক আছে। উহা এক নিদর্শন নহে, বরং চারিটি নিদর্শন। ১ পাষাণে উক্ত মহাপুরুষের পদাঙ্ক হওয়া, ২ তন্মধ্যে সমগ্র পদতল প্রকাশিত হওয়া, ৩ দীর্ঘকাল তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে স্থায়ী হওয়া, ৪ সেই প্রস্তর বহু প্রাকৃতিক বিপ্লব সহ্য করিয়া রক্ষিত হওয়া; এতদ্ভিন্ন কাবাতে অন্য বহুবিধ অলৌকিক নিদর্শন আছে। সেই মন্দিরের আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ ও অন্য পাপ হইতে নিরাপদ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এমাম শাফির বিধি অনুসারে কাবাভিমুখে গমনের পাথেয় ও বাহন এবং এমাম মালেকের বিধি অনুসারে শারীরিক স্বাস্থ্য ও চলচ্ছক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে হজ্জ করা বিধি। প্রধানতম এমাম বলেন, পাথেয়, বাহন ও শারীরিক স্বাস্থ্য এ সমুদয় যাঁহার আছে, কাবায় গমনের তাঁহারই অধিকার। "যে কেহ বিরুদ্ধাচারী হয়, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর জগতে নিরাকাঙ্ক্ষ," ইহার অর্থ এই যে, জগতের লোকের বিরুদ্ধাচারে ঈশ্বরের পুণ্যস্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না। (ত, হো,)

ইহুদিদিগের এই সন্দেহ ছিল যে, মহাপুরুষ এব্রাহিম শামদেশের লোক ছিলেন। তিনি তথায় বাস করিয়া বয়তোল্মকদ্দস্‌কে কেবলা করিয়াছিলেন। মোসলমানেরা কাবাকে কেবলা বলিয়াছেন, তাহা হইলে কেমন করিয়া মক্কাতে এব্রাহিমের পদচিহ্ন হইবে? ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তিনি এব্রাহিমের দ্বারাই প্রথম উপাসনার মন্দির কাবা নির্ম্মাণ করেন। অনেক প্রকার গৌরবের নিদর্শন চিরকাল হইতে এখানে আছে। এব্রাহিমের প্রকৃত স্থান ইহাই। (ত, ফা,)

পথের বক্রতা অন্বেষণ করিতেছ ও তোমরাই সাক্ষী আছ, এবং তোমরা যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন। ৯৯। হে বিশ্বাসিগণ, যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, যদি তোমরা তাহাদের কোন দলের অনুগত হও, তবে তাহারা তোমাদের বিশ্বাস-প্রাপ্তির পর তোমাদিগকে অবিশ্বাসী করিবে। ১০০। এবং যখন তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের নিদর্শন পাঠ হইতেছে ও তোমাদের মধ্যে তাঁহার প্রেরিত পুরুষ বিদ্যমান, তখন তোমরা কেমন করিয়া কাফের হইবে? অবশেষে যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছে, নিশ্চয় সে সরলপথের দিকে উপদিষ্ট হইয়াছে। ১০১। (র, ১০, আ, ১০)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত ভয়ে ভীত হও, এবং তোমরা বিশ্বাসী না হইয়া মরিও না। ১০২। এবং তোমরা পরমেশ্বরের রজ্জুকে একযোগে দৃঢ়রূপে ধারণ কর, বিচ্ছিন্ন হইও না; যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তোমাদের প্রতি তখনকার ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ কর, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করিলেন, তাহাতে তোমরা তাঁহার কৃপায় পরস্পর ভ্রাতা হইলে; এবং তোমরা অগ্নি-কুণ্ডের পার্শ্বে ছিলে, তিনি তাহা হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এইরূপে ঈশ্বর তোমাদের জন্য আপন নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন যেন তোমরা পথ প্রাপ্ত হও। ১০৩। এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, বৈধ কার্য্যে বিধি ও অবৈধ কার্য্যে নিষেধ করে, এমন এক মণ্ডলী তোমাদের মধ্যে হওয়া উচিত, ইহারা সেই লোক যাহারা মুক্ত হইবে। ১০৪। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও আপনাদের নিকটে নিদর্শন সকল উপস্থিত হইলে পর পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না, এবং ইহারাই যাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে *। ১০৫। †সে দিবস মুখ শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে; অনন্তর যাহাদিগের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, (তাহাদিগকে বলা হইবে,) তোমরা কি বিশ্বাস-প্রাপ্তির পর কাফের হইয়াছ? তবে যেমন ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছ, তজ্জন্য শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর †। ১০৬। এবং কিন্তু যাহাদিগের মুখ শুভ্র হইল, তাহারা ঈশ্বরের কৃপার মধ্যে আছে, তাহারা তাহাতে সর্ব্বদা থাকিবে। ১০৭। ঈশ্বরের এই বচন সকল, ইহা তোমাদের নিকটে সত্য ভাবে পড়িতেছি, ঈশ্বর লোকের জন্য অত্যাচার ইচ্ছা করেন না। ১০৮। এবং যাহা আকাশে ও যাহা পৃথিবীতে আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং ঈশ্বরের দিকে সমুদায় ক্রিয়ার প্রত্যাবর্ত্তন। ১০৯। (র, ১১, আ, ৮)

---

* মদিনার নিবাসিগণ দুই দলে বিভক্ত ছিল। এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে উভয় দল পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই যুদ্ধে বহুলোকের জীবন নষ্ট হয়। এক দিন ইহুদিগণ মোসলমানদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া বিবাদে উত্তেজিত করে, তাহাতে ঈশ্বর মোসলমানদিগকে সাবধান করিতেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিরোধী ছিলে, এক্ষণ সদ্ভাব সম্মিলনের সম্পদ্ অনুভব কর, ইহুদিদিগের ন্যায় বিবাদ করিয়া উৎসন্ন হইও না। (ত, কা,)

† যে সকল মোসলমান মুখে এস্‌লাম ধর্ম্মের কলেমা বলে ও তাহাদের অন্তরের ভাব বিপরীত, সেই দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে তাহাদের মুখ কাল হইবে। (ত, কা,)

তোমরা লোকের জন্য নির্ব্বাচিত শুভ মণ্ডলী, * বৈধ কার্য্যে বিধি দান ও অবৈধ কার্য্যে নিষেধ করিতেছ, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসস্থাপন করিতেছ; যদি গ্রন্থধারী লোক ঈশ্বরে বিশ্বাসস্থাপন করে, তবে নিশ্চয় তাহাদের কল্যাণ হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী আছে ও তাহাদের অধিকাংশই পাষণ্ড। ১১০। তাহারা কখনও তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ ক্লেশ ভিন্ন ক্লেশ দিবে না, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে তোমাদের দিকে পৃষ্ঠ দান করিবে, অতঃপর তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া যাইবে না। ১১১। যে স্থলে তাহাদিগকে ঈশ্বরের অবলম্বন ব্যতীত মনুষ্যের অবলম্বনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই স্থলে তাহাদিগের প্রতি লাঞ্ছনার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের আক্রোশে প্রত্যাগত, এবং তাহাদের প্রতি দরিদ্রতার প্রয়োগ হইয়াছে; ইহা একারণে হইয়াছে যে,তাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের বিরোধী হইতেছিল, এবং অযথা তত্ত্ববাহকদিগকে বধ করিতেছিল, ইহা একারণে যে, অপরাধ করিয়াছে ও সীমা লঙ্ঘন করিতেছিল। ১১২। তাহারা সকলে তুল্য নহে, গ্রন্থাধিকারীদিগের একদল দণ্ডায়মান, তাহারা রাত্রিকালে ঈশ্বরের নিদর্শন সকল পড়িয়া থাকে ও প্রণত হয় †। ১১৩। তাহারা ঈশ্বরকে ও পরকালকে বিশ্বাস করে, এবং বৈধকর্ম্মে বিধি ও অবৈধ কর্ম্মে নিষেধ করে, এবং দানেতে সত্বর হয়, এই সকল লোক সাধু। ১১৪। এবং তাহারা যে কিছু শুভাকার্য্য করে, পরে কখনও তৎপ্রতি কৃতঘ্নতা করা হইবে না, এবং ঈশ্বর ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে জ্ঞাত আছেন। ১১৫। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগের ধন তাহাদিগের সন্তান কখনও তাহাদিগ হইতে ঈশ্বরের (শাস্তি) কিছুই দূর করিবে না, এবং এই সকল লোক নরকাগ্নিনিবাসী, তথায় তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে। ১১৬। তাহারা এই সাংসারিক জীবনে যাহা ব্যয় করে তাহা, আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে এমন কোন জাতির শস্যক্ষেত্রে সঞ্চারিত শীতল বায়ুসদৃশ, পরে উহা তাহাকে বিনষ্ট করিল, এবং ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু তাহারাই নিজের প্রতি অত্যাচার করিতেছে ‡। ১১৭।

---

* এই মণ্ডলী সকল মণ্ডলী অপেক্ষা দুইটি গুণে শ্রেষ্ঠ। এক ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করা, দ্বিতীয় একত্বে বিশ্বাস করা। কোন ধর্ম্মের এরূপ একত্বের বন্ধন নাই। (ত. ফা,)

† কথিত আছে, যখন সেলামের পুত্র আবদোল্লা ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু ইহুদিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন ইহুদিগণ কুৎসা রটনা করিয়া বলিতেছিল যে, ইহারা আমাদের দলের অতি নিকৃষ্ট লোক, প্রাচীন সাধুলোকের বিরোধী হইয়া আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে। তাহাতেই পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন যে, গ্রন্থাধিকারী ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ তাহাদের দলের কাফেরদিগের তুল্য নহে। গ্রন্থাধিকারীর একদল দণ্ডায়মান, অর্থাৎ ঈশ্বরের শাসনে এসলাম ধর্ম্মে অবস্থিত, এই দলের অন্তর্গত সেলামের পুত্র আবদোল্লা ও তাঁহার বন্ধুগণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রোমনগরের আট ব্যক্তি বখরাণের চল্লিশ ও হবসের বত্রিশ জন। ইঁহারা এসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন ও কোর্-আন্ ও ব্যবস্থার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

‡ ঈশ্বর বলিতেছেন, শীতল বাত্যাহত শস্যক্ষেত্র দ্বারা যেমন ক্ষেত্রাধিকারীর কিছু লাভ হয়

হে বিশ্বাসিগণ, আপনার লোক ব্যতীত অন্যকে তোমরা আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না, তাহারা তোমাদের অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করে না, তোমাদিগকে ক্লেশ দিতে ভালবাসে, নিশ্চয় তাহাদের মুখ হইতে শত্রুতা প্রকাশ পায়, এবং নিশ্চয় তাহাদের হৃদয়ে যাহা গুপ্ত রাখিয়াছে তাহা গুরুতর; যদি তোমরা জ্ঞান রাখ, তবে তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিলাম *। ১১৮। হে লোক সকল, তোমরা অবগত হও, তোমরা তাহাদিগকে প্রীতি করিতেছ ও তাহারা তোমাদিগকে প্রীতি করে না, এবং তোমরা সমুদয় গ্রন্থকে বিশ্বাস করিয়া থাক এবং তাহারা যখন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, বলিয়া থাকে যে, আমরাও বিশ্বাস করি, এবং যখন নির্জ্জনে থাকে, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশবশতঃ অঙ্গুলি দংশন করে; বল, আপন ক্রোধে তোমরা মরিয়া যাও, নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়স্থ বিষয়েব জ্ঞাতা। ১১৯। এবং যদি তোমাদিগের প্রতি কল্যাণ উপস্থিত হয়, তবে তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে, এবং যদি তোমাদিগের প্রতি অকল্যাণের সঞ্চার হয়, তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে; যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর ও ঈশ্বরকে ভয় কর, তবে তাহাদিগের শঠতা তোমাদিগকে কিছুই পীড়া দিবে না, তাহারা যাহা করিতেছে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা ঘেরিয়া রহিয়াছেন। ১২০। (র, ১২, আ, ১১)

এবং (স্মরণ কর, হে মোহম্মদ,) যখন তুমি প্রভাতে স্বীয় পরিজনের নিকট হইতে বহির্গত হইলে † ও সংগ্রামোদ্দেশ্যে বিশ্বাসীদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিলে, ঈশ্বর

না, তদ্রূপ অনুপযুক্তভাবে যে সকল বস্তু যে ব্যক্তি ব্যয় করে, তদ্দ্বারা তাহার কোন উপকার হয় না। যেমন শীতল বায়ু ক্ষেত্রকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ অসরল ভাব ধনদাতার জীবনকে বিনাশ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

* ধর্ম্মদ্রোহী লোকের সঙ্গে বিশ্বাসীর বন্ধুতা করা উচিত নহে, তাহারা সর্ব্বদা শত্রু। (ত, ফা,)

† হেজ্‌রি তিন সালে শওয়াল মাসের সপ্তম দিবসে ওহোদের যুদ্ধ হয়। আবুস্থফিয়ান মহাপুরুষ মোহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মক্কা হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা করে। তিন সহস্র আরোহী ও পদাতিক সৈন্য তাহার সঙ্গে ছিল। তন্মধ্যে সাত শত কবচধারী পুরুষ ও দুই শত অশ্ব ছিল। এই সকল সৈন্যসহ আবুস্থফিয়ান ওহোদগিরির পার্শ্বে যাইয়া শিবির স্থাপন করে। হজরতের ইচ্ছা ছিল যে, মদিনায় অবস্থান করেন, নগরেই তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বদরের যুদ্ধে যে সকল বীরপুরুষ গমন করে নাই, তখন তাহারা সত্বর শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। হজরত সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধের উদ্যোগী হইলেন। পথে আবুর পুত্র আব্‌দোল্লা সসৈন্যে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। হজরত সাত শত সৈন্য শত্রুদলের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ওহোদপর্ব্বতকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া মদিনার দিকে পদার্পণ করেন। তিনি জবয়রের পুত্র আবদোল্লাকে পঞ্চাশ জন ধনুর্দ্ধর পুরুষের সঙ্গে ওহোদগিরির যে দিকে প্রবেশদ্বার ছিল, তাহা রক্ষার জন্য ও সৈন্যদিগের সহায়তার জন্য তথায় থাকিতে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে গমন করেন। ঈশ্বর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, সেই প্রাতঃকালে তুমি আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলে। (ত, হো,)

শ্রোতা ও জ্ঞাতা ছিলেন। ১২১। (স্মরণ কর,) যখন তোমাদের দুই দল ভীরুতা-প্রকাশে চেষ্টা করিয়াছিল ও ঈশ্বর তাহাদিগের সহায় ছিলেন, বিশ্বাসীদিগের উচিত যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে *। ১২২। এবং সত্যসত্যই ঈশ্বর তোমাদিগকে বদরে (বদরের যুদ্ধে) সাহায্য দান করিয়াছেন, তোমরা দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিলে; অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর, ভরসা যে, তোমরা ধন্যবাদ করিবে। ১২৩। (স্মরণ কর,) যখন তুমি বিশ্বাসীদিগকে বলিতেছিলে, "যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন সহস্র অবতীর্ণ দেবতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য দান করেন, তোমাদের কি লাভ হইবে না?"। ১২৪। বরং যদি তোমরা সহিষ্ণু ও ঈশ্বরভীরু হও, এবং তাহারা এই স্বীয় আবেগে তোমাদিগের প্রতি সমাগত হয়, তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশ্‌তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন +। ১২৫। এবং তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ হয়, তদ্দ্বারা

* আবুর পুত্র আবদোল্লা কাফের ছিল। মদিনা তাহার বাসস্থান। হজরত যখন সসৈন্যে নগরের বাহির হইয়াছিলেন, সেও সংগ্রামে তাঁহার সহযোগী হইয়াছিল। পরে সে আমাদের কথানুসারে কার্য্য হইল না, এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়। তাহার কুমন্ত্রণায় অপর দুই দল হজরতকে ছাড়িয়া প্রস্থান করে। পরে সেই দুই দলের দলপতিদিগের চেষ্টায় তাহারা ফিরিয়া আইসে। (ত, ফা,)

+ এরূপ জনশ্রুতি যে, বদরের যুদ্ধের দিন প্রেরিতপুরুষ অন্তরে ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর প্রথমে এক সহস্র, পরে তিন সহস্র, অবশেষে পাঁচ সহস্র দেবসৈন্য সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

ওহোদের যুদ্ধে বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ এ জন্য হইল যে, এই দুই যুদ্ধের একটীতে জয়লাভ, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা দান, অপরটিতে পরাজিত হওয়া তজ্জন্য ধৈর্য্যধারণ আবশ্যক হইয়াছিল। সঙ্ক্ষেপতঃ ওহোদের যুদ্ধের বিবরণ এই:—প্রথমতঃ শত্রুপক্ষীয় প্রধান পুরুষেরা ক্রমে ক্রমে নিহত হইলে শত্রুসৈন্যগণ পলায়িত হয়। মদিনার লোকেরা তাহাদের শিবির আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করে। একদল ধনুর্দ্ধারী পুরুষ পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ পথ রক্ষার জন্য হজরত মোহম্মদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া বিশেষরূপে সতর্ক করিয়াছিলেন যে, আমাদের জয় হউক বা পরাজয় হউক, তোমরা এস্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না। তাহারা সেই আজ্ঞা অমান্য ও সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পরাজিত বিপক্ষ সৈন্যদিগের শিবির লুণ্ঠন করিবার জন্য সেই স্থানে দশজন মাত্র সেনা রাখিয়া চলিয়া আইসে। প্রেরিত পুরুষের আদেশ অগ্রাহ্য করায় অপরাধের ফল মোসলমান সৈন্যগণের ভোগ করিতে হইল। অলিদের পুত্র খালেদ এবং আবুজেহেলের পুত্র অক্রমা যে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল, গিরিবর্ত্ম রক্ষকশূন্য দেখিয়া একদল সৈন্যসহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানের রক্ষক জবয়রের পুত্র আবদোল্লাকে সহচরগণ সহ বধ করিয়া অপর মোসলমান সৈন্যের পশ্চাতে ধাবিত হইল। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে হজরত মোহম্মদের পিতৃব্য হম্‌জা এবং তাঁহার অনেক ধর্ম্মবন্ধু প্রাণত্যাগ করিলেন, একদল পলাইয়া গেলেন, কেবল একদল হজরতের রক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পরে এতদূর হইল যে, শত্রুনিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে হজরতের দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি হত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ধরাশায়ী হইয়াছিলেন।

তোমাদিগের অন্তর সান্ত্বনা লাভ করিবে, এ জন্য ব্যতীত ঈশ্বর ইহা করেন নাই. পরাক্রান্ত নিপুণ ঈশ্বরের নিকট ব্যতিরেকে সাহায্য নাই। ১২৬। তাহাতে দেবগণ কাফেরদিগের এক দলকে সংহার করে, কিম্বা পরাস্ত করে, পরে তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যায়। ১২৭। কি তাহাদের দিকে (প্রসন্ন ভাবে) প্রতিগমন করা, কি তাহাদিগকে শাস্তিদান করা, এ কার্য্যের কিছুই তোমার জন্য নহে; পরন্তু নিশ্চয় তাহারা দুর্ব্বৃত্ত। ১২৮। এবং দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের. তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দেন, ঈশ্বর ক্ষমাকারী দয়ালু *। ১২৯। (র, ১৩, আ, ৯)

হে বিশ্বাসিগণ, দ্বিগুণের পর দ্বিগুণ কুসীদ গ্রহণ করিও না; এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, তবে ভরসা যে তোমরা উদ্ধার পাইবে †। ১৩০। সেই অগ্নিকে ভয় কর, যাহা কাফের দিগের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ১৩১। এবং ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাবহ হও, তবে ভরসা যে, তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে। ১৩২। এবং তোমরা আপনাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও স্বর্গলোকের দিকে ধাবমান হও, এবং আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় তাহার বিস্তৃতি, উহা ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য প্রস্তুত। ১৩৩। যাহারা সুখে ও দুঃখে দান করে ও ক্রোধ সম্বরণ করে, এবং লোককে ক্ষমা করে, ঈশ্বর (সেই সকল) সৎকর্ম্মশীল লোককে প্রেম করেন ‡। ১৩৪। এবং যাহারা কুকর্ম্ম করিয়া কিংবা নিজের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করে, পরে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ঈশ্বর ব্যতীত কে তাহাদের পাপ ক্ষমা করিয়া থাকে? এবং তাহারা যাহা (যে পাপ) করিয়াছে, তৎপ্রতি জ্ঞাতসারে দৃঢ় হয় না §। ১৩৫। এই তাহারাই,

---

অবশেষে কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে ওহোঁদগিরির গুহায় যাইয়া প্রবেশ করেন। শত্রুদল মক্কাভিমুখে চলিয়া যায়। (ত, ফা,)

* ঈশ্বর প্রেরিতপুরুষকে বলিতেছেন, দাসের কোন অধিকার নাই, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে পথ দেখাইতে বা শাস্তি দিতে পারেন। (ত, ফা,)

† সুদের প্রসঙ্গ এস্থানে এজন্য হইয়াছে যে, সুদগ্রহণে দুই প্রকার দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। এক নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণে সাধনানুকূল্য খর্ব্ব হয়, ধর্ম্মযুদ্ধ এক উচ্চ সাধনা। দ্বিতীয়তঃ সুদগ্রহণে অত্যন্ত কৃপণতা প্রকাশ পায়, আপন লাভ বাতিরেকে সুদগ্রাহী লোকেরা অর্থ দ্বারা কাহার উপকার করিতে চাহে না, বিনিময় আকাঙ্ক্ষা করে। যাহার ধনের প্রতি এরূপ কার্পণ্য, সে কেমন করিয়া প্রাণ দিতে পারে? (ত, ফা,)

‡ কথিত আছে যে, প্রধানতম এমামকে কেহ চপেটাঘাত করিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "আমিও তোমাকে চপেটাঘাত করিতে পারি, কিন্তু করিব না; আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকটে অভিসম্পাত প্রার্থনা করিতে পারি, অথচ করিব না।" ইত্যাদি বলিয়া তিনি তাহাকে শান্তভাবে ক্ষমা করিলেন।

§ এই আয়ত বন্‌হান্‌নামক ব্যক্তির উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একটী রূপবতী নারী বন্‌হানের নিকটে খোর্ম্মা ফল ক্রয় করিতে আগমন করে। বন্‌হানের মন তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট

যাহাদিগের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা লাভ, এবং যাহার ভিতরে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত এমন স্বর্গোদ্যানলাভ হয় ; সেখানে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে, সৎক্রিয়াশীলদিগের (এই) উত্তম পুরস্কার। ১৩৬। নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্বে ঘটনীয় সকল হইয়া গিয়াছে, অতএব পৃথিবী ভ্রমণ কর, এবং পরে মিথ্যাবাদীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে দেখ *। ১৩৭। লোকের জন্য এই উক্তি এবং ধর্ম্মভীরুদিগের জন্য এই পথপ্রদর্শন ও উপদেশ। ১৩৮। অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইও না, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই উন্নত †। ১৩৯। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হও, তবে নিশ্চয় সেই দলও (ধর্ম্মদ্রোহী দল) তৎসদৃশ আঘাত প্রাপ্ত হইবে, আমি লোকের মধ্যে এই দিনের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি, এবং তাহাতে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত হন, এবং তিনি তোমাদের মধ্য হইতে সাক্ষী গ্রহণ করিয়া থাকেন, ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না। ১৪০।+এবং তাহাতে ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগকে সংশোধিত ও অবিশ্বাসীদিগকে বিলুপ্ত করিয়া থাকেন ‡। ১৪১। তোমরা কি মনে করিতেছ যে, স্বর্গে প্রবেশ করিবে ? ও তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছে, এবং যাহারা সহিষ্ণু, এক্ষণ ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত নহেন ?। ১৪২। সত্যসত্যই তোমরা

হয়। উত্তম খোর্ম্মা দিব, এই ছল করিয়া তাহাকে নির্জ্জন গৃহে লইয়া যায় ও তাহার প্রতি অসদভিপ্রায় প্রকাশ করে। নারী বনহানকে ভৎসনা করিয়া বলে, "ঈশ্বরকে ভয় কর, আমার শুদ্ধ দেহকে কলঙ্কিত করিও না।" তাহাতে বনহানের অনুতাপ ও ঈশ্বরে ভয় হয়। সে তৎক্ষণাৎ হজরত মোহম্মদের নিকটে যাইয়া সবিশেষ নিবেদন করে। তিনি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া বলেন, "আমি তোমাদের সাক্ষাৎ বিদ্যমানসত্ত্বে তোমরা ঈদৃশ কুকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ? ঈশ্বর অনুতপ্তদিগের আশার নিমিত্ত এই আয়ত প্রেরণ করেন। কেহ কেহ বলেন, পাপানুষ্ঠানে উদ্যত অন্য তিন ব্যক্তির উপলক্ষে এই প্রবচনের অবতারণা হইয়াছিল। (ত, হো,)

* ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের সঙ্গে বিবাদ করা কাফেরদিগের প্রাচীন রীতি। সকল দেশের বিবরণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে, প্রথমে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের প্রতি এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে, কিন্তু পরিণামে মিথ্যাবাদীদিগের দুর্দ্দশা হইয়াছে। ওহোদের সংগ্রামে সত্তোর জন প্রধান মোসলমান নিহত হন, এবং যুদ্ধ তাহাদিগের পক্ষে প্রতিকূল হয়, এজন্য ঈশ্বর মোসলমানদিগকে সাহস দিতেছেন। (ত, ফা,)

† ওহোদের সংগ্রামে হজরত গিরিগুহায় প্রচ্ছন্ন হইলে এবং বিপক্ষ দলের নেতা আবু সুফিয়ান পর্ব্বতশৃঙ্গে জয়পতাকা স্থাপন করিলে, মোসলমান সেনাগণ অত্যন্ত ভয়াকুল হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য এই আয়ত অবতারণ করেন। ইহার ভাব এই যে, পদমর্য্যাদায় তোমরা উন্নত, তোমরা যুদ্ধে হত হইলেও স্বর্গলাভ করিবে, ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা নরকে যাইবে, বদরের যুদ্ধে তোমাদের জয় হইয়াছে। (ত, হো,)

‡ জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যুদ্ধে নিহত হইলে মোসলমানদিগের স্বর্গলাভ হয়। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে পরীক্ষা করা এবং মোসলমানদিগকে সংশোধন করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল। নতুবা কাফেরগণের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন নহেন। (ত, ফা,)

মৃত্যুকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বেই আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলে, পরে নিশ্চয় তোমরা তাহাকে দর্শন করিয়াছ ও তোমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলে। ১৪৩। (র, ১৪ আ, ১৪)

এবং মোহম্মদ প্রেরিত ভিন্ন নহে, নিশ্চয়, তাহার পূর্ব্বে প্রেরিতের অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল, অবশেষে যদি সে মারা যায় কিম্বা হত হয়, তোমরা কি পশ্চাৎপদ হইবে ? এবং যে ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হয়, সে তখন কখনও ঈশ্বরকে কিছুই প্রপীড়ন করে না, কৃতজ্ঞ লোকদিগকে ঈশ্বর সত্বর পুরস্কার দান করেন *। ১৪২। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় না, (মৃত্যুর) নির্দ্দিষ্ট সময় লিখিত আছে, এবং যে ব্যক্তি সাংসারিক লাভ আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহা হইতে তাহাকে দান করি ও যে ব্যক্তি পারলৌকিক লাভ আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহা হইতে তাহাকে দান করি, এবং অবশ্য আমি কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দিব। ১৪৫। এবং অনেক তত্ত্ববাহক ছিল যে, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বহু ঈশ্বরপরায়ণ লোক যুদ্ধ করিয়াছিল, পরে ঈশ্বরের পথে তাহাদের বিপদ উপস্থিতিবশতঃ তাহারা অবহেলা করে নাই ও দুর্ব্বল হয় নাই, এবং নিরুপায় হইয়া পড়ে নাই, পরমেশ্বর সহিষ্ণুদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন। ১৪৬। এবং তাহারা বলিয়াছিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের অপরাধ ও আমাদিগের কার্য্যে আমাদের সীমালঙ্ঘন আমাদিগের জন্য ক্ষমা কর ও আমাদিগের চরণকে দৃঢ় কর, ধর্ম্মদ্রোহী দলের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর, ইহা ব্যতীত তাহাদিগের কথা ছিল না। ১৪৭। পরিশেষে ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐহিক পুরস্কার ও পারত্রিক উত্তম পুরস্কার দান করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রীতি করেন। ১৪৮। (র, ১৫, আ, ৫)

হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা কাফেরদিগের আজ্ঞা বহন কর, তবে তাহারা তোমাদিগকে পশ্চাৎপদ করিয়া ফিরাইবে, পরে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইবে †। ১৪৯। পরমেশ্বর তোমাদিগের বন্ধু এবং তিনি উত্তম সাহায্য-

---

* এই ওহোদের যুদ্ধে অনেক প্রধান প্রধান মোসলমান বীরপুরুষ পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহম্মদ মারা পড়িয়াছেন বলিয়া একজন কাফের ঘোষণা করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে হজরত আহত হইয়া শোণিতাক্তকলেবর ও একান্ত দুর্ব্বল হইয়া এক গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়াছিলেন। প্রথমতঃ মোসলমানেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, তাঁহার মৃত্যুতে সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পরে হজরত গর্ত্ত হইতে উঠিয়া আসিয়া যে সকল লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে সমবেত করিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামের আয়োজন করিলেন। ইতিমধ্যে কাফের সৈন্যদল চলিয়া গেল। অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, প্রেরিত পুরুষ জীবিত থাকুন বা না থাকুন, ধর্ম্ম ঈশ্বরের, তোমরা তাহাতে অটল থাক। হজরতের পরলোকান্তে অনেক লোক ধর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। যাহারা ছিল, তাহাদিগেরই অধিক পুণ্য। (ত, ফা,)

† এই যুদ্ধে যে সকল মোসলমানের অন্তর ভগ্ন হইয়াছিল, ধর্ম্মদ্রোহী ও কপট লোকদের কেহ

কারী। ১৫০। যাহার সম্বন্ধে কোন নিদর্শন অবতারণ করা হয় নাই, তাহাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী করিয়াছে বলিয়া সত্বর আমি ধর্ম্মদ্রোহীদিগের অন্তরে বিভীষিকা স্থাপন করিব, নরকাগ্নি তাহাদিগের স্থান, এবং (তাহা) অত্যাচারীদিগের জন্য মন্দ বাসস্থান। ১৫১। এবং যখন তোমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতেছিলে, সত্যসত্যই ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে সে সময় পর্য্যন্ত আপন অঙ্গীকার সপ্রমাণ করিয়াছেন; যে সময় হইতে তোমরা কার্য্যে কাপুরুষতা ও বিরোধ করিলে এবং যাহা তোমরা ভালবাসিতেছিলে, তাহা তোমাদিগকে প্রদর্শন করিলে পর তোমরা অপরাধ করিলে, তোমাদের মধ্যে কেহ সংসার চাহিতেছিল ও তোমাদের মধ্যে কেহ পরলোক চাহিতেছিল; তৎপর তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগ-হইতে তোমাদিগকে বিমুখ করিলেন, এবং সত্যসত্যই তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রতি কৃপাবান্ *। ১৫২। যখন তোমরা উপরে উঠিতেছিলে ও কাহারও প্রতি মনোযোগ করিতেছিলে না, এবং প্রেরিত পুরুষ তোমাদের পশ্চাতে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন, তৎপর তিনি তোমাদিগকে শোকের পর শোক পুরস্কার দিলেন; তবে যাহা তোমাদের ত্রুটি হইয়াছে ও যাহা তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ, তৎপ্রতি দুঃখ করিও না, এবং তোমরা যাহা

কেহ সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে অনুযোগ করিতে লাগিল, কেহ হিতৈষণা বাক্যে এইরূপ বুঝাইতে লাগিল, যেন ভবিষ্যতে তাহারা যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ না করে। এজন্য ঈশ্বর সাবধান করিতেছেন যে, কাফেরগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইও না। (ত, কা,)

* ওহোদের যুদ্ধে প্রথমতঃ মোসলমানদিগের পক্ষে জয়শ্রী ছিল। তাঁহারা কাফেরদিগকে সংহার করিতেছিলেন ও তাহারা পলায়ন করিতেছিল, এবং বিজয়ের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ধনলাভ হইবে বলিয়া কাহার আনন্দ হইয়াছিল, এসলাম ধর্ম্মের জয় হইল বলিয়া কাহারও হর্ষ হইয়াছিল। যখন মোসমানগণকর্ত্তৃক প্রেরিতপুরুষের আজ্ঞা অগ্রাহ্য হইল, তখনই যুদ্ধের অবস্থা ফিরিয়া গেল। এক আদেশ অমান্য এই যে, হজরত পঞ্চাশ জন বাণবর্ষী পুরুষকে রক্ষকরূপে গিরিবর্ত্মে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। যখন শরবর্ষী সৈনিকগণ আপন দলে বিজয় ও বিক্রম দর্শন করিল, তখন জয়ের অংশী হইতে ও শত্রুশিবির লুণ্ঠন করিতে তাহাদের ইচ্ছা হয়, তাহারা আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দশজনমাত্র ধনুর্দ্ধর সেনা রাখিয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া আইসে। তাহাতে পলায়িত শত্রুগণ সুযোগ পাইয়া গিরিবর্ত্মের দিক্ দিয়া আসিয়া মোসলমান সৈন্যদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাস্ত করে। ২য় আদেশ লঙ্ঘন এই যে, যখন শত্রুগণ পলায়ন করিতেছিল ও মোসলমান সেনারা তাহাদের অনুসরণ করিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন হজরত পশ্চাৎ হইতে আমার নিকটে এস, সেদিকে যাইও না বলিয়া ডাকিতেছিলেন। ধন লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে তাহারা তাহা গ্রাহ্য করে নাই। (ত, কা,)

ধৈর্য্য ধারণ করিলে তোমাদিগকে বিজয়ী করিব, ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার ছিল। যখন মোসলমান-সৈন্যগণ অধৈর্য্য হইয়াছিল, তখনই পরাজিত হইল। (ত, হো,)

করিতেছ ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা *। ১৫৩। অতঃপর শোকান্তে তোমাদের প্রতি তিনি বিশ্রাম প্রেরণ করিলেন, (সেই বিশ্রাম কি ?) তন্দ্রা, উহা তোমাদের এক দলকে আচ্ছাদন করিতেছিল, এবং এক দল যে নিশ্চয় তাহাদের আত্মা তাহাদিগকে চিন্তাযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে অসত্য কল্পনা, মূর্খতার কল্পনা করিতেছিল, বলিতেছিল, "আমাদের জন্য কি কিছু কার্য্য আছে ?" বল তুমি (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরের জন্য, (কপট লোকেরা) তোমার নিমিত্ত যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা আপন অন্তরে গোপন করিয়া থাকে। তাহারা বলে, "যদি আমাদের নিমিত্ত কোন কার্য্য থাকিত, তবে আমরা এস্থানে হত হইতাম না ;" তুমি বল, যদি তোমরা আপন গৃহেও থাকিতে, নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে হত্যা লিখিত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য আপন হত্যাভূমির দিকে বহির্গত হইত ; এবং তাহাতে তোমাদের হৃদয়ে যাহা আছে ঈশ্বর তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন ও তদ্দ্বারা তোমাদের অন্তরে যাহা আছে সংশোধিত করিতেছিলেন ; এবং ঈশ্বর হৃদয়ের ভাবের জ্ঞাতা †। ১৫৪। দুই দলের সাক্ষাৎকারের দিন নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে সকল লোক প্রস্থান করিয়াছে, তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহার কিছুর জন্য ‡ শয়তান তাহাদিগকে বিচালিত করিয়াছে বৈ নহে, এবং সত্যসত্যই ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, § একান্তই ঈশ্বর ক্ষমাশীল, গম্ভীর। ১৫৫। (র, ১৬, আ, ৭)

---

* তোমরা উপরে উঠিতেছিলে, ইহার তাৎপর্য্য, পর্ব্বতের উপর দিয়া পলায়ন করিতেছিলে। শোকের পর শোক, এক শোক প্রেরিতপুরুষের মৃত্যুসংবাদে, অপর শোক ধর্ম্মবন্ধুদিগের প্রাণত্যাগে, অথবা এক শোক পরাজয় স্বীকারে, অপর শোক লুণ্ঠিত সামগ্রী হস্তচ্যুত হওয়ায়। তোমরা বিপদে ধৈর্য্য শিক্ষা করিবে, এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগের প্রতি এই শাস্তি হইল। (ত, হো,)

তোমরা প্রেরিতপুরুষকে মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছ, এ জন্য তোমাদিগকে মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইল। অতএব কিছু ক্ষতি হউক বা লাভ হউক, আজ্ঞানুসারে চলিবে, এ কথা স্মরণ রাখিও। (ত, ফা,)

† এই পরাজয়ে যাহাদের মৃত্যু এবং যাহাদের পলায়ন অবশ্যম্ভাবী ছিল হইয়াছে, এবং যাঁহারা রণক্ষেত্রে অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎপর তাঁহাদের ভয় বিভীষিকা দূর হয়। এতক্ষণ হজরতও মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলে সকলে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। যাহারা অল্প বিশ্বাসী ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, "আমাদের জন্য কি কিছু কার্য্য আছে ?" অর্থাৎ ঈদৃশ পরাজয়ের পর আমরা কি আর কোন কার্য্য করিতে পারিব ? সমুদয় ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছে, আমাদের আর কি সাধ্য আছে ? এই উক্তির গূঢ় মর্ম্ম এই যে, আমাদের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য হয় নাই, তজ্জন্য এতগুলি লোক মারা পড়িল। ঈশ্বর এই কথার উত্তর দান করিলেন ও বুঝাইয়া দিলেন যে, কপট ও সরল ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের এ বিষয়ে কৌশল ছিল। (ত, ফা,)

‡ কিছুর জন্য অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষের আদেশ অমান্য করার জন্য। (ত, হো,)

§ ইহা দ্বারা জানা যায় যে, এই যুদ্ধে যাহারা পলায়ন করিয়াছে, তাহারা অপরাধী রহিল না। (ত, ফা,)

হে বিশ্বাসিগণ, যাহারা কাফের হইয়াছে, তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না, তাহারা আপন ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে যখন তাহারা দেশভ্রমণে গেল ও ধর্ম্মযোদ্ধা হইল বলিয়াছিল, যদি তাহারা আমাদের নিকটে থাকিত, মরিত না ও হত হইত না, তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের অন্তরে এই (ভাবকে) আক্ষেপে পরিণত করিতেছেন, পরমেশ্বর জীবন দান ও প্রাণ হরণ করেন, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার দর্শক। ১৫৬। এবং যদি ঈশ্বরের পথে তোমরা হত হও বা মরিয়া যাও, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে ক্ষমা ও দয়া আছে, * তাহারা যাহা সংগ্রহ করে তদপেক্ষা উত্তম। ১৫৭। এবং যদি তোমরা মরিয়া যাও বা নিহত হও, তবে অবশ্য তোমরা ঈশ্বরের দিকে সমুত্থিত হইবে। ১৫৮। পরে ঈশ্বরের দয়াবশতঃ তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের জন্য কোমল হইলে, যদি তুমি কঠিনপ্রকৃতি কঠোরহৃদয় হইতে, তবে অবশ্য তোমার দিক্ হইতে তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত, অতএব তাহাদিগকে মার্জ্জনা কর ও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং এ কার্য্যে তাহাদের সঙ্গে মন্ত্রণা কর, পরন্তু যখন তুমি উদ্যোগ করিয়াছ, তখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় ঈশ্বর নির্ভরকারীকে প্রেম করেন। ১৫৯। যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য দান করেন, তবে তোমাদিগের উপর বিজেতা নাই, এবং যদি তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহার অভাবে সেই ব্যক্তি কে যে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবে? অতএব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসীদিগের নির্ভর করা আবশ্যক। ১৬০। এবং সংবাদবাহক হইতে অন্যায় হয় না ও যে ব্যক্তি অপচয় করে, সে যাহা অপচয় করিল, কেয়ামতের দিনে তাহা গ্রহণ করিবে, তৎপর প্রত্যেক ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে তাহা (তাহার ফল) সম্যক্ প্রদত্ত হইবে, এবং তাহারা অত্যাচরিত হইবে না † । ১৬১।

---

* অর্থাৎ কেহ সৎকার্য্যোদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মরিলে বা মারা পড়িলে সেই বহির্গমনের জন্য আক্ষেপ করা উচিত নয়। তাহা করিলে ঈশ্বরের বিধির প্রতি, পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। ঐহিক হিত দেখিতে হইবে না। সংসারে দৃষ্টি করা কাফেরদিগের স্বভাব। (ত, ফা)

† এই আয়তে মোসলমানদিগকে সান্ত্বনা দান করা হইতেছে। তোমাদের উচিত নয় যে, তোমরা মনে কর প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে বাহ্যে ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে ক্রোধ আছে, পরে তিনি এক সময় সেই ক্রোধ প্রকাশ করিবেন। জানিও অন্তরে একরূপ, বাহ্যে অন্যরূপ, প্রেরিত পুরুষদিগের এ প্রকার স্বভাব নহে। অথবা এই আয়তে মোসলমানগণকে এ প্রকার প্রবোধ দেওয়া হইতেছে যে, তোমরা হজরতের সম্বন্ধে এরূপ মনে করিবে না যে, তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু অপচয় করিয়াছেন অর্থাৎ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। হয়তো ইহা বুঝাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, যে সকল ধনুর্দ্ধর পুরুষ লুণ্ঠিত সামগ্রী গ্রহণ করিবার জন্য স্বস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে কি হজরত অংশ দিতেন না, কিম্বা তিনি কোন দ্রব্য কি লুকাইয়া রাখিতেন? কথিত আছে, বদরের যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু হারাইয়া গিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল, হয়তো হজরত নিজের জন্য তাহা রাখিয়াছেন, সম্ভবতঃ তদুপলক্ষেই এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, ফা)

পরন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তোষের অনুসরণ করিয়াছে, সে কি ঈশ্বরের কোপে প্রত্যাগত ব্যক্তির তুল্য ? উহার স্থান নরক ও কুস্থান। ১৬২। এই লোক ঈশ্বরের নিকটে পদস্থ * এবং তাহারা যাহা করিতেছে ঈশ্বর তাহার দর্শক। ১৬৩। সত্য সত্যই ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রতি উপকার বিধান করিয়াছেন, যখন তাহাদের মধ্যে তাহাদের জাতি হইতে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন, সে তাহাদের নিকটে তাঁহার বচন পাঠ করিতেছে ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করিতেছে, এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে, এবং তাহারা পূর্ব্বে একান্তই স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ১৬৪। যখন এক বিপদ তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইল, নিশ্চয় তোমরা কি তাহার দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইয়াছ ? তোমরা বলিয়াছ, "ইহা কোথা হইতে হইল ?" বল, (হে মোহম্মদ,) ইহা তোমাদের জীবন হইতে হইয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী †। ১৬৫। উভয় দলের সাক্ষাৎকারদিবসে তোমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা ঈশ্বরের আদেশানুসারে হইয়াছে, বিশ্বাসীদিগকে প্রকাশ এবং যাহারা কপট তাহাদিগকে প্রকাশ করিবার জন্য হইয়াছে, তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছিল এস, এবং ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, কিম্বা (কাফেরদিগকে) দূর কর। তাহারা বলিল, "যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম, নিশ্চয় তোমাদিগের অনুসরণ করিতাম।" তাহারা সেই দিন বিশ্বাসোন্মুখ লোকদিগের অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতার অভিমুখে নিকটতর ছিল; যাহা তাহাদের অন্তরে নাই, তাহারা তাহা আপন মুখে বলিয়াছে; তাহারা যাহা গোপন করিতেছিল, ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত ‡। ১৬৬। + ১৬৭। যাহারা বসিয়া রহিয়াছে ও স্বীয় ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে, "আমাদের কথা মান্য করিলে তাহারা হত হইত না," বল, (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আপনাদের মৃত্যুকে দূর কর। ১৬৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের পথে হত হইয়াছে, তাহারা মরিয়াছে মনে করিও না, বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের

---

* প্রেরিতপুরুষ ও অন্য লোক তুল্য নহে। সাধারণ লোকের ন্যায় প্রেরিতপুরুষ দ্বারা লোভের কার্য্য হয় না। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ তোমরা বদরের যুদ্ধে সত্তোর জন কাফেরকে বধ করিয়াছিলে, এবং সত্তোর জনকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলে। এই যুদ্ধে তোমাদের দলের সত্তোর জন হত হইয়াছে, তবে ক্ষুণ্ণ কেন হইতেছ ? ইহা আপন অপরাধের জন্য হইয়াছে। যেহেতু তোমরা আজ্ঞা অমান্য করিয়াছ। অথবা এই অপরাধ ছিল যে, তোমরা অর্থ গ্রহণ করিয়া বদরের বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলে। হজরত, বলিয়াছিলেন, "এই সত্তোর জনকে ছাড়িয়া দিলে তোমাদের সত্তোর জন যুদ্ধে হত হইবে।" (ত, ফা,)

‡ এই আয়তে কপট লোকদিগের কথা। তাহারা বলে, যখন সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, আমরা যাইয়া যোগ দিব, অথবা এরূপ বলে যে, আমরা যুদ্ধের রীতি নীতি জ্ঞাত নহি। অন্তরে গর্ব্ব করে যে, আমাদের পরামর্শ গ্রাহ্য হয় না, ইহাদের যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞান নাই। এই কথাতে তাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ও বিশ্বাস হইতে দূরে পড়িয়াছে। (বোধসুলভার্থ দুই আয়ত একত্রীকৃত।) (ত, ফা,)

নিকটে জীবিত আছে, তাহাদিগকে উপজীবিকা প্রদত্ত হইতেছে। ১৬৯। + ঈশ্বর নিজ কৃপাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহারা আনন্দিত, যাহারা তাহাদের পশ্চাতে আছে, (এক্ষণও) তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই, তাহাদের জন্য আনন্দিত, যেহেতু তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা শোকপ্রাপ্ত হইবে না। ১৭০। তাহারা ঈশ্বরের দানে ও (তাঁহার) করুণায় আনন্দিত হয়, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের পুরস্কার নষ্ট করেন না। ১৭১। (র, ১৭, আ, ১৬)

যাহারা নিজের প্রতি যে আঘাত পঁহুছিয়াছে, তাহার পর ঈশ্বরকে ও প্রেরিত পুরুষকে স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম্ম ও ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে *। ১৭২। এই তাহারা যে তাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য লোক সমবেত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ভয় কর;" পরে উহা তাহাদিগের বিশ্বাস বৃদ্ধি করিল, এবং তাহারা বলিয়াছিল, "আমাদের জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট ও তিনি উত্তম কার্য্যসম্পাদক" †। ১৭৩। অনন্তর তাহারা ঈশ্বরের দান ও কৃপার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইল, অকল্যাণ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতার অনুসরণ করিয়াছিল, ঈশ্বর মহান্, পরম কৃপালু। ১৭৪। ইহারা শয়তান ভিন্ন নহে যে, আপন বন্ধুদিগকে ভয় দেখায়, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তাহাদিগকে ভয় করিও না, আমাকে ভয় করিও ‡। ১৭৫। এবং যাহারা অধর্ম্মে ধাবমান, তাহারা (হে মোহম্মদ,) তোমাকে বিষাদিত করিবে না, নিশ্চয় তাহারা ঈশ্বরের কিছু ক্ষতি করিবে না, ঈশ্বর

---

* যে দিন বিপক্ষ দলের নেতা আবুসুফিয়ান ওহোদ হইতে প্রতিগমন করিল, হজরত সেই দিন অপরাহ্নে মদিনায় চলিয়া আসিলেন। সেদিন শওয়ালমাসের সপ্তম দিবস শনিবার ছিল। রবিবার দিন প্রাতঃকালে তিনি শত্রুদিগের পশ্চাতে ধাবমান হইবার জন্য ওহোদের সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, এবং যাহারা ওহোদের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে যাইতে বারণ করিলেন। ধর্ম্মবন্ধুগণ আহত দুর্ব্বল শরীরে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শত্রুর অনুসরণে মক্কাভিমুখে চলিলেন। হমরায়ল আসদ নামক স্থানে তাঁহাদের শিবির সন্নিবেশিত হয়। তাঁহারা সোমবার রাত্রিতে প্রবল অগ্নি উদ্দীপন করিয়া মক্কাবাসীদিগকে বিজ্ঞাপন করেন যে, আমরা ভীত ও দুর্ব্বল হই নাই। এই সময়ে পরমেশ্বর এই আয়ত অবতারণ করেন। (ত, হো,)

† আবুসুফিয়ান এস্লাম সৈন্যের মূলোৎপাটনমানসে পুনর্যাত্রার উদ্যোগী হইয়াছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ হজরত হম্‌রায়ল-আসদে পঁহুছিয়াছেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভীত হইল। পথে মদিনার যাত্রিক একদল বণিক্‌কে পাইয়া বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া বলিল যে, যে স্থানে তোমরা মোহম্মদীয় লোক দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে যে, আমি সসৈন্যে তাহাদিগকে উৎসন্ন করিতে আসিতেছি; সেই লোক সকল হম্‌রায়ল-আসদে আসিয়া মোসলমানদিগকে আবুসুফিয়ানের উক্তি জ্ঞাপন করিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা কিছুই ভীত হইলেন না। বরং দৃঢ়তার সহিত তাঁহারা "আমাদের জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট" ইত্যাদি বিশ্বাসের কথা বলিলেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তদ্রূপ কথা কহিত, শয়তান তাহাকে শিক্ষা দিত। (ত, কা,)

ইচ্ছা করেন যে, পরলোকে তাহাদিগকে কিছুই লভ্য প্রদান না করেন, এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে *। ১৭৬। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মের বিনিময়ে অধর্ম্মকে ক্রয় করিয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতি করিবে না ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১৭৭। এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ যেন মনে করে না যে, তাহাদের জীবনের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি, অপরাধে বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি ইহা ব্যতীত নহে, তাহাদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি আছে। ১৭৮। যদবস্থায় তোমরা আছ, (হে কপটগণ,) তদবস্থায় বিশ্বাসীদিগকে রাখিবেন, ঈশ্বর (সেরূপ) নহেন, এতদূর পর্য্যন্ত যে তিনি পবিত্রতা হইতে অপবিত্রতা ভিন্ন করেন, এবং তোমাদিগকে যে গুপ্ত বিষয়ে জ্ঞাপন করিবেন ঈশ্বর (সেরূপ) নহেন, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা নিজের প্রেরিত পুরুষদিগের মধ্যে গ্রহণ করেন, অতএব ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিতদিগকে তোমরা বিশ্বাস করিও, এবং যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও ধর্ম্মভীরু হও, তবে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে। ১৭৯। এবং তাহারা যেন মনে না করে যে, ঈশ্বর নিজকৃপাগুণে যাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে যাহারা কৃপণতা করে উহা তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঘটিবে, বরং উহা তাহাদের অমঙ্গলের জন্য হইবে, তাহারা যে বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছে, সত্বর কেয়ামতের দিনে উহা তাহাদিগের গ্রীবার বন্ধন করা হইবে ; স্বর্গ মর্ত্ত্যের উত্তরাধিকারিত্ব ঈশ্বরেরই, এবং তোমরা যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা †। ১৮০। (র, ১৮, আ, ৯)

যাহারা বলিয়াছিল যে, ঈশ্বর নির্ধন আমরা ধনী, সত্য সত্যই ঈশ্বর তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা এবং তাহাদিগের দ্বারা অন্যায়রূপে প্রেরিত পুরুষগণের হত্যা হওয়া এক্ষণ আমি লিখিব, এবং বলিব, তোমরা প্রদাহকারিণী শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর ‡। ১৮১। তোমাদের হস্ত পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে

---

* কপট লোকেরা যখন বিশ্বাসীদিগের দুঃখ বিপদ্ দেখিত, তখনই অবিশ্বাসের কথা বলিত। (ত, ফা,)

† হদিসে অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষের বাক্য ও কার্য্যবিবরণ পুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বর যাহাদিগকে ধন দিয়াছেন, তাহারা জকাত দান না করিলে বিচারের দিনে সেই ধন দ্বারা বিষোদ্গারী ভয়ঙ্কর বিষধরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে। এই সর্প আসিয়া সেই ব্যক্তির গ্রীবা ও মুখ জড়াইয়া ধরিবে ও তাহাকে ভর্ৎসনা করিবে। যে বস্তু পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির অধিকারে ছিল না, পরে অধিকারভুক্ত হয়, এইরূপ অধিকারকে উত্তরাধিকার বলে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের উত্তরাধিকারিত্ব ঈশ্বরের, ইহার অর্থ এই যে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যনিবাসীদিগের অভাব হইলে তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঈশ্বর হন। ইহা বাহ্যিক ভাবে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সম্পত্তি যাহাদের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল, তাহাদের অভাবে সেই সম্পত্তি তাহার প্রকৃত স্বামী ঈশ্বরের হস্তগত হয়। (ত, হো,)

‡ ইহুদিরা "ঈশ্বরকে ঋণ দান কর" আয়ত শ্রবণ করিয়া বলিতেছিল, ঈশ্বর আমাদের নিকটে ঋণ প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর দরিদ্র, আমরা ধনী। (ত, ফা,)

তাহারই জন্য ইহা, * নিশ্চয় ঈশ্বর দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহেন । ১৮২। যাহারা বলিয়াছে, "নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, আমাদের নিকটে বলি আনীত হইলে তাহা হুতাশন ভক্ষণ করা পর্য্যন্ত আমরা প্রেরিতকে বিশ্বাস করিব না, (তাহাদিগকে) বল, আমার পূর্ব্বে নিদর্শন সকল সহ প্রেরিত পুরুষগণ নিশ্চয় তোমাদের নিকটে আগমন করিয়াছেন, এবং যাহা তোমরা বলিতেছ, যদি সত্যবাদী হও, তবে কেন তাহাদিগকে বধ করিলে † ? ১৮৩। অনন্তর যদি তাহারা তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) অসত্যারোপ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বে নিদর্শন সকল ও উজ্জ্বল গ্রন্থ ও ক্ষুদ্র গ্রন্থ সকল সহ সমাগত প্রেরিতদিগের প্রতিও অসত্যারোপ করিয়াছে। ১৮৪। প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যু আস্বাদন করিবে, এবং কেয়ামতের দিনে তোমাদিগকে সম্যক্ পুরস্কার দেওয়া যাইবে ইহা ভিন্ন নহে, পরন্তু যে ব্যক্তি নরকাগ্নি হইতে দূরীকৃত, এবং স্বর্গে সমানীত, পরে নিশ্চয় সে প্রাপ্তকাম হইল, সাংসারিক জীবন প্রবঞ্চনার সম্পত্তি ভিন্ন নহে। ১৮৫। অবশ্য তোমাদিগকে ধন ও জীবনবিষয়ে পরীক্ষা করা হইবে, এবং তোমাদের পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ দান করা হইয়াছে তাহাদিগ হইতে ও যাহারা অনেকেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহাদিগের হইতে প্রচুর দুঃখ শুনিবে ; ‡ যদি তোমরা সহিষ্ণু ও ধর্ম্মভীরু হও, তবে নিশ্চয় ইহা সাহসের কার্য্য হয়। ১৮৬। এবং (স্মরণ কর,) যখন গ্রন্থপ্রাপ্তলোকদিগকে ঈশ্বর অঙ্গীকার করাইলেন যে, অবশ্য তোমরা লোকের জন্য তাহা ব্যক্ত করিবে এবং তাহা গোপন করিবে না, পরে তাহারা তাহা (সেই অঙ্গীকারকে) আপনাদের পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল ও তৎপরিবর্ত্তে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করিল, পরন্তু তাহারা যাহা গ্রহণ করিতেছে তাহা নিকৃষ্ট। ১৮৭। তাহাদিগকে কখনও মনে করিও না যে, যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তজ্জন্য তাহারা আহ্লাদিত, এবং যাহা তাহারা করে নাই তজ্জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে ; § পরন্তু কখন তাহাদিগকে শাস্তি হইতে

---

* তোমাদের হস্ত পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে, ইহার অর্থ তোমরা পূর্ব্বে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ।

† কোন কোন প্রেরিতের দ্বারা এই অলৌকিক ক্রিয়া হইয়াছিল যে, কোন দ্রব্য ঈশ্বরের বলিরূপে রাখা হইত, এক প্রকার অগ্নি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিত। তখনই জানা যাইত যে, সেই বলি ঈশ্বরকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এখন ইহুদিগণ ছলনা করিয়া বলিতেছে যে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে, যাহা হইতে আমরা এইরূপ অলৌকিকতা দর্শন না করিব, তাহাকে যেন বিশ্বাস না করি। ইহা তাহাদের প্রবঞ্চনা ভিন্ন নহে। এক এক সংবাদবাহক এক এক প্রকার অলৌকিকতা লাভ করিয়াছেন। সকলের এক প্রকার অলৌকিকতা কেন হইবে? (ত, কা,)

‡ প্রচুর দুঃখ শুনিবে, ইহার অর্থ, প্রেরিতপুরুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে অনেক দুঃখজনক কথা শুনিবে। (ত, হো,)

§ হজরত ইহুদিদিগের নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলে, এবং এরূপ প্রকাশ করে যে, তাহারা সত্য উত্তর দান করিয়াছে, এবং তজ্জন্য

রক্ষা পাওয়ার মধ্যে মনে করিও না, তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১৮৮। এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের রাজত্ব ঈশ্বরের ও তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী। ১৮৯। (র, ১৯, আ, ৯)

স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃজনে ও দিবা রজনীর পরিবর্ত্তনে অবশ্য বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে *। ১৯০। তাহারা শয়নে ও উপবেশনে ও দণ্ডায়মানে ঈশ্বরকে স্মরণ করে, এবং ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করে, (বলে) "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি ইহা নিরর্থক সৃজন কর নাই, পবিত্রতা তোমারই, অবশেষে তুমি অগ্নিদণ্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ১৯১। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যাহাকে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করাইয়াছ, নিশ্চয় তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছ, পরিশেষে নিশ্চয় অত্যাচারীদিগের জন্য সাহায্যকারী নাই। ১৯২। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা ঘোষণাকারীকে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বিশ্বাসের দিকে ডাকিতেছেন যে, আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী হও, পরে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; হে আমাদের প্রতিপালক, অবশেষে আমাদের অপরাধ আমাদের জন্য ক্ষমা কর, এবং আমাদিগ হইতে মলিনতা সকল দূর কর, এবং আমাদিগকে সাধুতা সহকারে মৃত্যুগ্রস্ত কর। ১৯৩। হে আমাদের প্রতিপালক, স্বীয় প্রেরিত পুরুষের যোগে তুমি আমাদের সম্বন্ধে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা আমাদিগকে দান কর, কেয়ামতের দিনে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না, নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকারের অন্যথা কর না।" ১৯৪। অনন্তর তাহাদের ঈশ্বর তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, (বলিলেন,) নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে স্ত্রী হউক কিম্বা পুরুষ হউক, আমি অনুষ্ঠানকারীর অনুষ্ঠান বিফল করি না, তোমাদের কতক লোক কতক লোকের (তুল্য,) † পরন্তু যাহারা দেশান্তরে গিয়াছে ও আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে ও আমার পথে প্রপীড়িত হইয়াছে, এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও হত হইয়াছে, একান্তই আমি তাহাদিগের অপরাধ তাহাদিগ হইতে দূর করিব, এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইব, যাহার ভিতরে পয়ঃপ্রণালী সকল

তাহারা প্রশংসা পাইতে ইচ্ছা করে। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অথবা কপট লোকদিগের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়: যথা তাহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছে, হজরত প্রত্যাগমন করিলে তাহারা তদ্বিষয়ে নানা ছল কৌশল করে ও প্রশংসা পাইতে অভিলাষী হয়। (ত, হো,)

* কোরেশগণ ইহুদিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, মুসার অলৌকিক নিদর্শন কি ছিল? তাঁহারা হজরত মুসার যষ্টি ভুজঙ্গরূপে পরিণত হওয়া ও হস্তে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাওয়ার বিষয় বলিলেন। পরে ঈসায়ীদিগের নিকটে ঈসার অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা হজরত ঈসার রোগীকে আরোগ্য ও মৃতকে জীবন দান বিষয় বলিলেন। পরে মোসলমানদিগের নিকটে হজরতের অলৌকিকতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† তোমরা কতক কতক লোকের তুল্য, ইহার অর্থ পরস্পর তুল্য। (ত, হো,)

প্রবাহিত ; ঈশ্বরের নিকট হইতে পুরস্কার হয়, এবং সেই ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে উত্তম পুরস্কার আছে। ১৯৫। নগর সকলে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের গমনাগমন তোমাকে যেন (হে মোহম্মদ,) প্রতারিত না করে *। ১৯৬। (এই) ভোগ ক্ষুদ্র, অতঃপর তাহাদের বাসস্থান নরক, এবং (উহা) মন্দ স্থান। ১৯৭। কিন্তু যাহারা আপন ঈশ্বরকে ভয় করিয়াছে, তাহাদের জন্য স্বর্গলোক সকল, যাহার ভিতরে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে, ঈশ্বরের আতিথ্য (লাভ করিবে,) পরমেশ্বরের নিকটে যাহা মঙ্গল তাহা সাধুদিগের জন্য হয়। ১৯৮। নিশ্চয় গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরে ও তোমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, তাহারা ঈশ্বরসম্বন্ধে বিনম্র, ঈশ্বরের প্রবচনের বিনিময়ে ক্ষুদ্র মূল্য গ্রহণ করে না ; এই তাহারা, যাহাদিগের পুরস্কার ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের জন্য আছে, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর। ১৯৯। হে বিশ্বাসিগণ, ধৈর্য্য ধারণ কর, পরস্পরকে দৃঢ় রাখ ও নিবিষ্ট থাক, এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, ভরসা যে তোমরা উদ্ধার পাইবে। ২০০। (র, ২০, আ, ১১)

সূরা নেসা

চতুর্থ অধ্যায়

১৭৭ আয়ত, ২৪ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে লোক সকল, যিনি এক ব্যক্তি হইতে তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন ও তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃজন করিয়াছেন, এবং এই উভয় হইতে বহু পুরুষ ও নারী বিস্তার

---

* ধর্ম্মদ্রোহী পৌত্তলিক লোকগণ নগরে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যাদি করিতেছে ও ধন সম্পদ লাভ করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক লোকেরা দুঃখ দরিদ্রতার ক্লেশ ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তুমি প্রতারিত হইবে না। তাহাদের সুখ আনন্দ ক্ষণিক, ধার্ম্মিকদিগের জন্য নিত্য স্বর্গ রহিয়াছে। (ত, হো,)

করিয়াছেন, তোমরা আপনাদের সেই প্রতিপালককে ভয় কর, এবং যাঁহার নামে পরস্পর যাচ্ঞা করিয়া থাক, সেই ঈশ্বরকে ও বান্ধবতাকে ভয় কর, * নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগের পরিদর্শক হন। ১। এবং অনাথদিগকে তাহাদের সম্পত্তি প্রদান কর, শুদ্ধতার সঙ্গে অশুদ্ধতার বিনিময় করিও না, এবং তাহাদের সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করিয়া ভোগ করিও না, নিশ্চয় ইহা গুরুতর অপরাধ †। ২। এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি, তদনুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার; পরন্তু যদি আশঙ্কা কর যে ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে (বিবাহ করিবে,) অথবা তোমাদের দক্ষিণহস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে (পত্নীস্থলে গ্রহণ করিবে,) ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্ত্তী ‡। ৩। এবং

---

* মদিনাতে এই সূরার প্রকাশ হয়। বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতিসত্ত্বে ঈশ্বর তোমাদিগকে এক আদমের শরীর হইতে উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি সেই আদমের দেহ হইতে তাঁহার পত্নী হবাকে সৃজন করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, হবা আদমের কুক্ষাস্থি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর এই উভয় হইতে নর নারী বিস্তার করিয়াছেন, অর্থাৎ উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধি করিয়াছেন। ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ঈশ্বরকে ভয় করিও। পরস্পর সাহায্য-লাভার্থ ও অনুগ্রহের জন্য যাঁহার নাম করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাক, সেই ঈশ্বরকে এবং বান্ধবতাকে অর্থাৎ বন্ধুতা ও স্নেহ প্রেমের ব্যাঘাত হওয়াকে ভয় করিও। (ত, হো,)

† এই আয়ত গৎফানবংশীয় এক ব্যক্তির সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তাহার ভ্রাতা এক শিশু পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিল। সে ভ্রাতার সম্পত্তি অধিকার করে। ভ্রাতুষ্পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃধন তাহার নিকটে প্রার্থনা করিলে সে তাহা প্রদানে শৈথিল্য করিতে থাকে। তাহাতে হজরত মোহম্মদের নিকটে এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত হয়। সেই উপলক্ষে হজরত এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। পরে গৎফানী মহাপাপ হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন বলিয়া ভ্রাতার সমুদায় সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রদান করে। (ত, হো,)

যে বালকের পিতার মৃত্যু হয়, তাহার অভিভাবকের উচিত যে, সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ধনে হস্তক্ষেপ না করে, ব্যয়ে বিরত থাকিয়া তাহা সাবধানে রক্ষা করে, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই ধন তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। (ত, কা,)

‡ একজন নিরাশ্রয়া নারী এক ব্যক্তির আশ্রয়ে ছিল। সেই পুরুষ উক্ত নারীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল। পরে তাহার ইচ্ছা হইল যে, সেই স্ত্রীলোকটীকে বিবাহ করিয়া অনাথার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য ও তাহার জন্য যেরূপ নির্দ্ধারণ করা উচিত তাহা করে। তাহার মন্দ স্বভাব ও অন্য নানা কারণ উহার প্রতিবন্ধক হইল। মহামান্যা আয়শার নিকটে কেহ ইহার প্রসঙ্গ করে, তাঁহাদ্বারা হজরত ইহা শুনিতে পান, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। যথা, অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে না পারিলে তাহাকে বিবাহ করিবে না। দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে, ইহার অর্থ, যে নারী তোমার অধিকারে আছে, যাহার উপর তুমি কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছ। (ত, হো,)

তোমরা স্ত্রীদিগকে সহর্ষে তাহাদের যৌতুক দান করিবে, পরন্তু যদি তাহারা আপনা হইতে সন্তোষপূর্ব্বক তাহার কোন দ্রব্য তোমাদিগকে প্রদান করে, তবে সেই উপযুক্ত সুরসদ্রব্য ভোগ কর। ৪। এবং নিজের সম্পত্তি, যাহা পরমেশ্বর তোমাদের জন্য স্থির করিয়াছেন, অবোধদিগকে প্রদান করিও না; তাহা হইতে তাহাদিগকে খাওয়াইবে ও তাহাদিগকে পরাইবে, এবং তাহাদের প্রতি উত্তম কথা কহিবে *। ৫। এবং অনাথদিগকে বিবাহের যোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত পরীক্ষা কর, পরে যদি তাহাদিগের যোগ্যতা প্রাপ্ত হও, তবে তাহাদের সম্পত্তি তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে, এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল বলিয়া তাহা সত্বর ও বাহুল্যরূপে ভোগ করিবে না; যাহারা ধনী, তাহারা অবশেষে ধৈর্য্য ধারণ করিবে, এবং অপিচ যাহারা নির্ধন, তাহারা উপযুক্তরূপে ভোগ করিবে। পরে যখন তোমরা তাহাদিগের সম্পত্তি তাহাদিগের প্রতি সমর্পণ করিবে, তখন তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী গ্রহণ করিও, এবং ঈশ্বর প্রচুর বিচারকারী। ৬। যাহা পিতা মাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে পুরুষের অংশ, এবং যাহা পিতা মাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা অল্প বা অধিক হউক, তাহা হইতে নারীর অংশ, (এরূপ) অংশ নির্দ্ধারিত হয় †। ৭। এবং যখন বণ্টন হইবে, তখন স্বগণ ও নিরাশ্রয় এবং দরিদ্র উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে তাহা হইতে দান করিবে, এবং তাহাদিগকে প্রিয় বাক্য বলিবে। ৮। যদি তাহারা দুর্ব্বল সন্তান আপনাদের পশ্চাতে রাখিয়া যায়, তাহাদিগের

---

* অর্থাৎ তোমরা অবোধ বালকের সম্পত্তি তাহার হস্তে দিবে না, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিলে সম্পত্তি তাহার হস্তে সমর্পণ করিবে। কিন্তু তাহাকে প্রিয় বাক্য বলিবে, অর্থাৎ এইরূপ প্রবোধ দিবে যে, এই ধন তোমারই, আমার নয়, আমি কেবল তোমার হিতসাধন করিয়া থাকি। (ত, ফা)

নিজের সম্পত্তি, ইহার অর্থ, অনাথা নারী বা নিরাশ্রয় বালক বালিকার যে সম্পত্তির রক্ষণের ভার তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা। (ত, হো,)

† পৌত্তলিকতার সময়ে আরবা লোকদিগের এই নীতি ছিল যে, স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশু বালকগণকে উত্তরাধিকারিত্বে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হইত, এবং লোকে বলিত, যাহারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে, অস্ত্রাঘাতে শত্রুকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের ধন লুণ্ঠন করিতে সক্ষম, তাহারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। হজরত যখন মদিনায় চলিয়া যান, তখনও উত্তরাধিকারিত্বের এই নিয়ম ছিল। তৎপর এক দিন অমকহানাম্নী একটী স্ত্রীলোক হজরতের নিকটে যাইয়া নিবেদন করিল যে, আমার স্বামী ওস্ বহু সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, আমার গর্ভসম্ভূত তাঁহার তিন শিশু কন্যা বিদ্যমান। ওসের পিতৃব্য পুত্রগণ আমাকে এবং সেই কন্যাগণকে বঞ্চিত করিয়া সমুদায় সম্পত্তি অধিকার করিয়াছে, আমরা অন্ন বস্ত্রে কষ্ট পাইতেছি। হজরত ওসের পিতৃব্য পুত্রদিগকে ডাকিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উপরি উক্ত উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম জ্ঞাপন করিয়া সেই অন্যায়াচারকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিল। এই উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হইল। (ত, হো,)

(সেই বালকদিগের) সম্বন্ধে তাহাদের ভয় হওয়া উচিত : * পরন্তু উচিত যে, ঈশ্বরকে ভয় করে, এবং উচিত যে অটল বাক্য বলে। ৯। নিশ্চয় যাহারা অত্যাচার করিয়া অনাথদিগের ধন ভোগ করে, তাহারা নিজের পাকস্থলীতে অগ্নি ভিন্ন ভোজন করে না, এবং অবশ্য তাহারা নরকে যাইবে। ১০। (র, ১, আ, ১০)

তোমাদের সন্তানসম্বন্ধে ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, দুই জন কন্যার অংশের অনুরূপ এক জন পুত্রের (অংশ) হইবে ; পরন্তু যদি দুইয়ের অধিক কন্যামাত্র হয়, তবে যাহা (মৃত ব্যক্তি) পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার দুই তৃতীয়াংশ ভাগ তাহাদের জন্য হইবে, এবং যদি এক কন্যা হয়, তবে তাহার জন্য অর্দ্ধাংশ। যদি তাহার সন্তান থাকে, তবে সে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ষষ্ঠাংশ তাহার পিতা মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য হইবে ; পরন্তু যদি তাহার সন্তান না থাকে, তবে তাহার পিতা মাতা তাহার উত্তরাধিকারী, কিন্তু তাহার মাতার জন্য তৃতীয় ভাগ, পরন্তু যদি তাহার কয়েক ভ্রাতা থাকে, তবে তাহার মাতার জন্য ষষ্ঠ ভাগ, (মৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) এ বিষয়ে যে নির্দ্ধারণ করা হয়, সেই নির্দ্ধারিত পূর্ণ হওয়ার পর, (ইহা হইবে,) অথবা তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানগণের ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর হইবে ; তোমরা জ্ঞাত নও যে, কল্যাণ-সাধনে তাহাদের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, (ইহা) ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ †। ১১। এবং যাহা তোমাদের স্ত্রীগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের সন্তান না থাকিলে তোমাদের নিমিত্ত তাহার অর্দ্ধাংশ, পরন্তু যদি তাহাদের সন্তান থাকে, তবে তাহারা যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তোমাদের জন্য তাহার চতুর্থাংশ, এবিষয়ে যাহা নির্দ্ধারণ করা হয় (ইহা) তাহা পূর্ণ হওয়ার অথবা ঋণ পরিশোধ হওয়ার পরে হইবে ; এবং তোমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়াছ, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে, তবে তাহাদিগের জন্য তাহার চতুর্থাংশ, পরন্তু যদি তোমাদের সন্তান

---

* অর্থাৎ পরে সন্তানদিগের পক্ষে ক্ষতি না হয়, তোমরা তাহা ভাবিবে। (ত, ফা,)

† এই আয়তে সন্তান এবং পিতা মাতা এই দুইয়ের উত্তরাধিকারিত্বের বিধি হইতেছে। যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং কন্যাসন্তান থাকে, তবে দুই কন্যার তুল্য অংশ এক পুত্র প্রাপ্ত হইবে যদি কেবল কন্যাসন্তান থাকে, তবে এক কন্যাস্থলে অর্দ্ধাংশ, অধিক কন্যাস্থলে দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান ও অনেক ভ্রাতা ভগিনী থাকিলে তাহার মাতা ষষ্ঠাংশ পাইবে, এবং তাহার অভাব হইলে মাতা তৃতীয়াংশের অধিকারিণী। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকিলে পিতা ষষ্ঠাংশের অধিকারী। সন্তানের অভাব হইলে পিতা মূলোত্তরাধিকারী হইবেন। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রথমতঃ তাহার কোফন ও সমাধির কার্য্যে ব্যবহার করিবে, তৎপর তদ্দ্বারা তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে ; পরে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তাহার নির্দ্ধারণ অনুসারে এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করিবে। ইহার পরে যাহা থাকিবে, উত্তরাধিকারিত্বে তাহার বিভাগ হইবে। এই বিভাগ কার্য্যে বুদ্ধির অধিকার নাই, এ বিষয়ে ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুবিজ্ঞ। (ত, ফা,)

থাকে, তবে যাহা তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাদের জন্য তাহার অষ্টমাংশ হইবে, তোমরা এ সম্বন্ধে যে নির্দ্ধারণ কর, সেই নির্দ্ধারণ পূর্ণ ও ঋণের পরিশোধ হওয়ার পর (ইহা) হইবে ; এবং যাহা হইতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে যদি নিঃসন্তান ও পিতৃহীন পুরুষ হয়, অথবা (তদ্রূপ) নারী হয়, এবং তাহার এক ভ্রাতা ও এক ভগিনী থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ষষ্ঠাংশ, পরন্তু যদি এতদপেক্ষা অধিক হয় তবে তাহারা তৃতীয় অংশের মধ্যে অংশী হইবে, এ সম্বন্ধে যে নির্দ্ধারণ করা হয়, সেই নির্দ্ধারণ পূর্ণ হওয়ার পর বা ক্ষতিবিহীন ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর (ইহা) হইবে, * পরমেশ্বর

* এস্থলে ভ্রাতা ভগিনীর উত্তরাধিকারিত্বের বিধি। এ বিষয়ে পিতা পুত্রের সঙ্গে ভ্রাতা ভগিনীর উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তে। ভ্রাতা ভগিনী প্রকৃত, অপ্রকৃত এবং বৈমাত্র এই ত্রিবিধ। এক পিতার ঔরসে, এক মাতার গর্ভে যে নর নারীর জন্ম, তাহারা পরস্পর প্রকৃত ভ্রাতা ভগিনী ; যাহাদের মাতা এক, পিতা স্বতন্ত্র, তাহারা অপ্রকৃত ভ্রাতা ভগিনী ; যাহাদিগের পিতা এক, মাতা স্বতন্ত্র, তাহারা পরস্পর বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনী ; উত্তরাধিকারিত্বে এই তিনের সম্বন্ধ আছে। একজন হইলে ষষ্ঠাংশ, অনেকজন হইলে তৃতীয়াংশ পাইবে।* ইহার মধ্যে স্ত্রীপুরুষের তুল্যাধিকার। প্রকৃত ও বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনী উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে ধনস্বামীর সন্তানসদৃশ, পিতা ও সন্তানের অভাব হইলে প্রথমতঃ প্রকৃত ভ্রাতা ভগিনীর, তদভাবে বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনীর অধিকার। এই সূরার অন্তভাগে ইহাদের উত্তরাধিকারিত্ব বিবৃত আছে। অতঃপর আদেশ হইয়াছে যে, প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির অন্তিম নির্দ্ধারণের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে যে, অপরের ক্ষতি করা হইয়াছে কি না। ক্ষতি দুই প্রকারে হইয়া থাকে। এক, সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অধিক বিতরণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হওয়া, তৃতীয়াংশ পর্য্যন্তই বিতরণ করা প্রচলিত নিয়ম। দ্বিতীয়তঃ যে জন উত্তরাধিকারিত্বের অংশ পাইবে, পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশের অধিক দান করিয়া লোকান্তরিত হওয়া, ইহা গ্রাহ্য নহে। যদি সমুদায় উত্তরাধিকারী সম্মত হন, এই দুই নির্দ্ধারণ রক্ষা করিতে পারেন, অন্যথা খণ্ডন করিতে সমর্থ। এই যে পাঁচ প্রকার উত্তরাধিকারিত্ব উক্ত হইল, ইহা সম্পত্তির অংশীদিগের জন্য, এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার উত্তরাধিকারী আছে, তাহাকে মূলোত্তরাধিকারী বলা যায়। উহাকে আরবা ভাষায় "অসব" বলে, তাহার আর অংশ হয় না। প্রকৃত মূলোত্তরাধিকারী পুরুষ হইয়া থাকে, স্ত্রীলোক নয়। ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে পুত্র ও পৌত্র, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পিতা ও পিতামহ, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র, চতুর্থ শ্রেণীতে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্র এবং পিতৃব্যপৌত্র। এক এক শ্রেণীতে কতিপয় ব্যক্তি হইলে যাহার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই অগ্রগণ্য, যেমন পৌত্র অপেক্ষা পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতা, তৎপর বৈমাত্র ভ্রাতা অপেক্ষা প্রকৃত ভ্রাতা অগ্রগণ্য। অপর সন্তান ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে নারীও মূলোত্তরাধিকারী হয়, অন্য স্থলে নয়। যদি এই দুই প্রকার উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে অন্য প্রকার হইয়া থাকে, তাহা এরূপ ঘনিষ্ঠ স্বগণ যাহার সঙ্গে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং অন্য অংশী নাই ; যথা দৌহিত্র, মাতামহ, ভাগিনেয়, মাতুল, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা এবং ইহাদের সন্তান, ইহারাও মূলোত্তরাধিকারী স্থলে গণ্য। (ত, ফা,)

তৃতীয়াংশের অধিক ধন নির্দ্ধারিত হইলে অন্তিম নির্দ্ধারণে ক্ষতি, মৃতব্যক্তির যাহা নাই এমন কিছু দানে অঙ্গীকার করাতে ঋণে ক্ষতি। (ত, হো,)

কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও প্রশান্ত। ১২। এ সকল ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইবে, সে স্বর্গে সর্ব্বদা তথায় অবস্থানকারিরূপে নীত হইবে, যাহার (বৃক্ষের) নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, এবং ইহাই মহা চরিতার্থতা। ১৩। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের অবাধ্য হয় ও তাঁহার নির্দ্ধারিত সীমা উল্লঙ্ঘন করে, সে নরকাগ্নিতে সর্ব্বদা তথায় অবস্থানকারিরূপে নীত হইবে, এবং তাহার জন্য গ্লানিজনক শাস্তি আছে। ৪। (র, ২, আ, ৪)

এবং তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা কুকার্য্যে উপস্থিত হয়, পরে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে স্বজাতীয় চারি জনের সাক্ষ্য চাহিবে, যদি সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়, তবে তাহাদিগকে শমন যে পর্য্যন্ত বিনাশ না করে অথবা ঈশ্বর তাহাদের জন্য কোন পথ নির্দ্ধারণ না করেন, সে পর্য্যন্ত গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে *। ১৫। এবং তোমাদের মধ্যে যে দুই ব্যক্তি তাহাতে (সেই দুষ্কর্ম্মে) উপস্থিত হয়, তোমরা তাহাদিগকে শাস্তি দান করিবে, পরে যদি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, এবং সাধু হয়, তবে তাহাদিগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যাবর্ত্তনকারী দয়ালু †। ১৬। যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ দুষ্কর্ম্ম করে, তাহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন গ্রহণ করা ঈশ্বরের পক্ষে, ইহা ভিন্ন নহে; তৎপর তাহারা সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করে, পরে ইহারাই, যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত হন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ১৭। এবং যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্ম করিতে থাকে, তাহার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন নাই, এ পর্য্যন্ত যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, নিশ্চয় আমি এক্ষণ প্রত্যাবর্ত্তিত হইলাম, কিন্তু যাহারা মরিতে চলিয়াছে, তাহাদের জন্য (প্রত্যাবর্ত্তন) নহে, তাহারা কাফের, এই তাহারাই, তাহাদের জন্য আমি দুঃখজনক শাস্তির আয়োজন করিয়াছি ‡। ১৮। হে বিশ্বাসিগণ, বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণের স্বত্ব গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে অবৈধ, স্পষ্ট দুষ্ক্রিয়ায় তাহাদের যোগ দেওয়া ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যে কোন দ্রব্য দান করিয়াছ, তাহা গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্বিবাহে তাহাদিগকে নিষেধ করিও না, এবং বৈধরূপে তাহাদের সঙ্গ করিবে; পরন্তু যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর, তবে

---

* স্ত্রীর ব্যভিচারের শাসনসম্বন্ধে এই বিধি হইল যে, চারি জন মোসলমান পুরুষের সাক্ষ্য দান আবশ্যক হইবে। এক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা হইল না, তদ্বিষয়ে অঙ্গীকার রহিল। পরে সুরসুরাতে উহার মীমাংসার আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, ফা,)

† দুই স্ত্রী পুরুষ দুষ্কর্ম্ম করিলে এই সময়ে সামান্য শাস্তিদানের আজ্ঞা হইল, প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অর্থাৎ অনুতাপ করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে শাস্তিদানের নিষেধ হইল। পরে যখন ব্যভিচারীর শাসনের মীমাংসা বাক্য অবতীর্ণ হইল, তখনও এ বিষয়ে অন্য নির্দ্ধারণ হয় নাই। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের ভিন্নমত, কাহারও মতে ইহাই সিদ্ধান্ত, কাহারও মতে শিরশ্ছেদন, কাহারও মতে অন্য কিছু। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অনুতাপ গৃহীত হয় না, তাহার পূর্ব্বে অনুতাপ হওয়া আবশ্যক। (ত, ফা,)

হয়তা এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে, যে যাহাতে ঈশ্বর প্রচুর কল্যাণ করিয়া থাকেন *। ১৯। এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীর পরিবর্ত্তন ইচ্ছা কর, এবং তাহাদের এক জনকে কেন্তার (বহুধন) দান করিয়াছ, † তবে তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিবে না, তোমরা স্পষ্ট অপলাপ ও অপরাধ করিয়া কি তাহা গ্রহণ করিবে? ২০। এবং কি প্রকারে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে? বস্তুতঃ পরস্পর তোমাদের এক জন হইতে অন্য জনের প্রতি স্বত্ব হইয়াছে ও তাহারা তোমাদিগের হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে ‡। ২১। এবং যাহা নিশ্চয় অতীত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত তোমাদের পিতৃগণ যে সকল নারীকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, ইহা দুষ্কর্ম্ম, আক্রোশবিশিষ্ট ও কুপথ §। ২২। (র, ৩, আ, ৮)

তোমাদের সম্বন্ধে তোমাদিগের মাতা, কন্যা ভগিনী, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্তন্য দান করিয়াছে সে (ধাত্রী), এবং সহস্তন্যপায়িনীরূপা ভগিনী, তোমাদের ভার্য্যার মাতা ও যাহার সঙ্গ করিয়াছ সেই ভার্য্যার যে কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে (প্রতিপালিত) সে, (ইহারা) অবৈধ; পরন্তু যদি তাহার সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাক, তবে (সেই কন্যা) তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নহে, এবং যাহারা তোমাদের ঔরসজাত সেই তোমাদের পুত্রগণের ভার্য্যা (অবৈধ,) ও দুই ভগিনীর মধ্যে যোগ করা অবৈধ, কিন্তু যাহা গত হইয়াছে তাহা নয়, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২৩। + এবং সধবা নারী (অবৈধ,) কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাকে তোমাদের সম্বন্ধে লিপি করিয়াছেন, এবং এ সকল ব্যতীত তোমাদের জন্য বিধি হইয়াছে যে, তোমরা আপন ধন দ্বারা (কাবিন যোগে) সুরক্ষক অব্যভিচারী হইয়া (বিবাহ) অন্বেষণ কর, অনন্তর যদ্দ্বারা তোমরা সেই নারীগণ হইতে (বিবাহজন্য) ফল ভোগ করিলে, পরে উহা তাহাদিগকে তাহাদের নির্দ্ধারিত যৌতুকরূপে দান কর, এবং নির্দ্ধারণ করার পর যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর

---

* এই আয়তে দুইটি বিধি, যথা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের বিবাহবিষয়ে স্বাধীন, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা তাহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতে ও অন্য পুরুষের সঙ্গে তাহার বিবাহে বাধা দিতে পারে না। সে ভয় দেখাইয়া ভ্রাতার প্রদত্ত ধন সেই স্ত্রী হইতে হস্তগত করিবার অধিকারী নহে। দ্বিতীয় বিধি এই যে, গম্ভীর ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে জীবন যাপন করিবে, তাহাদের মধ্যে মন্দভাব কিছু থাকিতে পারে, ভালও থাকিতে পারে, কুচরিত্রের সঙ্গে কুব্যবহার করা উচিত নয়। (ত, ফা,)

+ ৬০ সের রৌপ্য বা স্বর্ণে এক কেন্তার হয়।

‡ স্বামী যে স্ত্রীর সঙ্গ করিলেন, মহর অর্থাৎ ঔদ্বাহিক দান সম্পূর্ণরূপে সেই স্ত্রীর অধিকারভুক্ত হয়, সেই দান প্রতিগ্রহণ করিয়া তাহাকে বিদায় করা যাইতে পারে না। (ত, ফা,)

§ যাহা হইয়াছে, সে বিষয়ে এক্ষণ কোন কথা নাই, অর্থাৎ পৌত্তলিকতার সময়ে তোমরা যে এ বিষয়ে নিবৃত্ত থাকিতে না, এস্‌লামধর্ম্মগ্রহণের পর আর সে অপরাধ রহিল না। এক্ষণ হইতে বিমাতাকে বিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে। (ত, ফা,)

সম্মত হও, তদ্বিষয়ে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ *। ২৪। এবং যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি (অর্থাভাববশতঃ) এই ক্ষমতা প্রচুর প্রাপ্ত না হয় যে স্বাধীনা বিশ্বাসিনী কন্যাকে বিবাহ করে, তবে তোমাদের বিশ্বাসিনী দাসীদিগের যাহাদিগকে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছে তাহাদিগকে (বিবাহ করিবে,) এবং ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাস উত্তম জ্ঞাত, তোমরা পরস্পরের, + অতএব তাহাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে বিবাহ কর, এবং তাহারা অব্যভিচারিণী বিশুদ্ধা হইলে ও গুপ্ত বন্ধু গ্রহণ না করিলে বিধিমতে তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্বাহিক দান প্রদান কর; পরন্তু যদি তাহারা (বিবাহে) আবদ্ধ হইয়া দুষ্কর্ম্মে উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের প্রতি স্বাধীনা স্ত্রীর শাস্তির অর্দ্ধেক (হইবে,) তোমাদের যে ব্যক্তি কুকর্ম্মকে ভয় করে তাহার জন্য ইহা, ধৈর্য্য ধারণ কর তবে তোমাদের মঙ্গল, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ২৫। (র, ৪, আ, ৩)

ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছেন যে, তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহাদের পথ তোমাদিগের জন্য ব্যক্ত করেন, ও তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন, এবং তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ২৬। এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছেন যে, তিনি তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং যাহারা কুকামনার অনুসরণ করে, তাহারা ইচ্ছা করে যে, তোমরা মহা কুটিলতায় কুটিল হও। ২৭। এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে, তোমাদিগ হইতে (ভার) লঘু করিয়া লন, মনুষ্য দুর্ব্বল সৃষ্ট হইয়াছে ‡। ২৮। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে বাণিজ্য হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা আপনাদের ধন অন্যায়রূপে পরস্পরের মধ্যে ভোগ করিও না, এবং আপনাদের জীবনকে বধ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের প্রতি দয়াবান্ হন §। ২৯। এবং যে ব্যক্তি

---

* সধবাকে বিবাহ করা অবৈধ, কিন্তু যদি সেই নারীর উপর অধিকার লাভ হয়, তবে তাহাকে বিবাহ করিতে বিধি আছে। যেমন কোন পতিবিদ্যমানা কাফের নারী বন্দী হইয়া হস্তগত হইয়াছে, যিনি তাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছেন, তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন। (ত, ফা,)

+ তোমরা সমবিশ্বাসী কিম্বা এক আদমের বংশসম্ভূত বলিয়া পরস্পরের সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছ। (ত, হো,)

‡ বিবাহ বিষয়ে তোমরা লঘু হও, বিপদে না পড়, ঈশ্বর এরূপ ইচ্ছা করেন। (ত, হো)

§ ক্রোধযোগে ও দ্যূতক্রীড়া, উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌর্য্য, মন্দ ব্যবসায়, মিথ্যা শপথ, অস্বত্বে স্বত্বারোপ ও সাক্ষ্যদান এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করা হয়, তাহাই অন্যায় ভোগ। এ স্থলে "আপনাদের" অর্থ এই যে, প্রকৃত পক্ষে সমুদায় বিশ্বাসী এক, পরস্পর আত্মীয়। "আপনাদের জীবনকে বধ করিও না" অর্থাৎ পাপকার্য্য করিয়া কিম্বা অবৈধ বস্তু ভোগ করিয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের অধীনতা স্বীকারে তাহার চরিতার্থতা সাধন করিয়া আপনাদের জীবনকে নষ্ট করিও না। অজ্ঞান পৌত্তলিকগণ যেমন আপনাকে পুত্তলিকার উদ্দেশ্যে বলিদান করে, কিম্বা

দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার দ্বারা ইহা করে, পরে অবশ্যই আমি তাহাকে নরকানলে আনয়ন করিব, ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ হয় *। ৩০। যাহা নিষেধ করা যাইতেছে, সেই মহা (পাপ) হইতে যদি তোমরা বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের দোষ সকল তোমাদিগ হইতে দূর করিব, এবং তোমাদিগকে গৌরবের নিকেতনে প্রবেশ করাইব †। ৩১। ঈশ্বর যদ্দ্বারা তোমাদের কাহাকে কাহার উপরে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন, তোমরা তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও না, পুরুষদিগের জন্য তাহারা যাহা লাভ করিয়াছে তাহাতে স্বত্ব, নারীদিগের জন্য তাহারা যাহা লাভ করিয়াছে তাহাতে স্বত্ব এবং ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার করুণা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হন ‡। ৩২। এবং যাহা পিতা মাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি প্রত্যেকের জন্য তাহার উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়াছি ও যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছ, পরে তাহাদিগকে তাহাদের স্বত্ব প্রদান করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বসাক্ষী হন §। ৩৩। (র, ৫, আ, ৮)

পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্ত্তৃত্ব রাখে, ঈশ্বর তাহাদের এক জনকে অন্য জনের উপর

মৃত্যুজনক বিপজ্জনক স্থানে আপনাকে স্থাপন করে, তোমরা সেরূপ করিবে না। যাহা তোমাদের মৃত্যুর কারণ হয়, এরূপ কোন কার্য্য করিবে না। (ত, হো,)

* অর্থাৎ এই বলিয়া অহঙ্কার করিও না যে, আমরা মোসলমান, আমরা কেন নরকে যাইব? তোমাদিগকে নরকে প্রেরণ করা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ। (ত, ফা,)

† কোর্-আনে বা হদিসে যে পাপের জন্য নরকভোগ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, ঈশ্বরের আক্রোশ ও নির্দ্ধারিত শক্তির কথা আছে, তাহাই মহাপাপ; যাহা করিতে নিষেধমাত্র হইয়াছে, তাহা সামান্য দোষ। (ত, ফা,)

‡ আর্য্যা আয়াশা প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন যে, পুরুষ ধর্ম্মযুদ্ধের অধিকারী হইয়াছে, নারীগণ তাহার ফললাভে বঞ্চিত। পুরুষ নানা প্রকারে উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা রাখে, নারীগণ দুর্ব্বলা ও তাহাদের অভাব প্রচুর, এমতাবস্থায় তাহাদের অপেক্ষা পুরুষেরা উত্তরাধিকারিত্বের দ্বিগুণ অংশ গ্রহণ করে, ইহা ভাবিয়া আমার আক্ষেপ হইতেছে। হায়! আমি যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে আমি ধর্ম্মযুদ্ধের পুণ্যের ও উত্তরাধিকারিত্বের তুল্যাংশের অধিকারী হইতাম। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইহার ভাব এই, প্রত্যেকের আচরণের সঙ্গে ফলের সম্বন্ধ রহিয়াছে, উভয়ের পবিত্রতা ও ধর্ম্মাচারের উপর পুণ্য নির্ভর করে। প্রত্যেকের স্বত্ব ও অংশ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। একজন অন্য জনের স্বত্ব আকাঙ্ক্ষা করিবে না। ঈশ্বর সমুদায় জানেন, তিনি যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

§ অধিকাংশ লোক একাকী হজরতের নিকটে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহাদের আত্মীয় স্বগণ কাফের ছিল। পরে হজরত দুই জন দুই জন মোসলমানকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা এক জন অন্য জনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। যখন তাহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব মোসলমান হইল, তখন এই বাণী অবতীর্ণ হয় যে, স্বজন আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী, কিন্তু যাহাদিগের সঙ্গে তোমরা ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ, জীবদ্দশায় তাহাদিগের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিবে, মৃত্যুকালে তাহাদের জন্য কিছু নির্দ্ধারণ করিবে। (ত, ফা,)

শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন বলিয়া, এবং তাহারা (পুরুষেরা) নিজের ধন ব্যয় করে বলিয়া; পরন্তু সাধ্বী নারীগণ বাধ্যা হয়, তাহারা গোপনীয়ের (দাম্পত্য-ধর্ম্মের) সংরক্ষিকা, ঈশ্বর সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া; এবং তোমরা যে সকল নারীর অবাধ্যতা আশঙ্কা করিয়া থাক, তাহাদিগকে উপদেশ দান কর ও শয়নাগারে তাহাদিগকে যাইতে বারণ কর, এবং তাহাদিগকে প্রহার কর, যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাহাদের প্রতি কোন পথ অন্বেষণ করিও না; নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ ও মহান্ *। ৩৪। অপিচ যদি (হে বিচারকগণ,) তোমরা উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আশঙ্কা কর, তবে পুরুষের স্বগণ হইতে এক জন মীমাংসাকারী ও স্ত্রীর স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত করিবে, যদি তাহারা মীমাংসা করিয়া দিতে ইচ্ছা করে, তবে ঈশ্বর উভয়ের প্রতি অনুকূল হইবেন; নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও জ্ঞাতা হন। ৩৫। এবং ঈশ্বরকে পূজা কর ও তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিও না, এবং পিতা মাতা, স্বগণ, নিরাশ্রয়, দরিদ্র, স্বজনপ্রতিবেশী, পরজনপ্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গী এবং পরিব্রাজক, এ সকলের প্রতি এবং তোমাদের হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর; যাহারা অহঙ্কারী আত্মাভিমানী হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না †। ৩৬। + যাহারা কৃপণতা করে ও লোকদিগকে

---

* এক স্ত্রী অবাধ্যা হইয়া স্বামীর প্রতি অত্যন্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছিল। তাহাতে স্বামী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করে। স্ত্রী আপন পিতার নিকটে যাইয়া দুঃখ প্রকাশ করে ও পিতার সঙ্গে যোগ দিয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাকে স্বামীর প্রহারের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে। হজরত প্রহারের বিনিময়ে স্বামীকে প্রহার করিতে আজ্ঞা করেন। পিতা ও কন্যা উভয়ে ইহার উদ্যোগী হয়। হজরত ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশ শ্রবণপূর্ব্বক কন্যা ও কন্যার পিতাকে ডাকিয়া বলেন যে, "আমি এক প্রকার কার্য্যের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর অন্যরূপ কার্য্যের ইচ্ছা করিয়াছেন। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায়, তাহাই কল্যাণজনক"। পুরুষ স্ত্রীলোকের ভরণপোষণকারী, সংরক্ষক, কার্য্যনির্ব্বাহক, এজন্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা অধিক। পরন্তু বুদ্ধি, জ্ঞান, গাম্ভীর্য্য, বিবেচনা ও চিন্তাশক্তির আধিক্যবশতঃ এবং ধর্ম্মযুদ্ধে, উপবাসব্রতে ও নানাপ্রকার উপাসনায় ও কঠোর সাধনায় প্রচুর যোগ্যতা লাভজন্য এবং ধনাধিকারিত্বে প্রাধান্যবশতঃ নারী অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা। সমুদায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও আচার্য্য পুরুষ। সমুদায় উন্নত বিষয়ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। "নারী গোপনীয়ের সংরক্ষিকা" এ কথার অর্থ, দাম্পত্যধর্ম্মের, সতীত্ব ও পবিত্রতার পালয়িত্রী। নারীদিগকে এরূপ প্রহার করিবে না, যাহাতে তাহাদের কোন অঙ্গ আহত ও ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়। যাহাতে তাহাদের অন্তর কোমল হয়, তাহারা দাম্পত্যস্বত্বের সম্মান রক্ষা করিতে পারে, প্রথমতঃ তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ ও শিক্ষা দিবে। অবাধ্যতার আশঙ্কা হইলে উপদেশ, অবাধ্যতা প্রকাশ পাইলে ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া, পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতাচরণ হইলে সামান্য প্রহার বিধি। (ত, হো,)

+ প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি, পরে পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন, এইরূপ ক্রমান্বয়ে স্বজন প্রতিবেশী ও পরজন প্রতিবেশী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য-পালন বিধি। প্রতিবেশী পরজন অপেক্ষা প্রতিবেশী

কৃপণ হইতে বলে, এবং ঈশ্বর নিজকৃপাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা গোপন করে, (ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না,) এবং আমি কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ৩৭। এবং যাহারা লোকদিগকে প্রদর্শনের জন্য নিজের ধন ব্যয় করে এবং পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস রাখেনা, (তাহাদের প্রতি ঈশ্বর অপ্রসন্ন) এবং শয়তান যে ব্যক্তির বন্ধু (সে তাহার) কুবন্ধু *। ৩৮। এবং যদি তাহারা ঈশ্বরকে ও পরকালে বিশ্বাস করিত ও ঈশ্বর যাহা উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিত, তবে তাহাদের সম্বন্ধে কি (ক্ষতি) ছিল; এবং পরমেশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৩৯। নিশ্চয় ঈশ্বর বিন্দু পরিমাণও অত্যাচার করেন না, এবং যদি সৎকার্য্য হয়, তবে তিনি তাহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আপনার নিকট হইতে মহাপুরস্কার দান করিয়া থাকেন। ৪০। অনন্তর কেমন হইবে, যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে সাক্ষী উপস্থিত করিব, এবং ইহাদের প্রতি তোমাকে সাক্ষী আনয়ন করিব † ? ৪১। যাহারা ধর্ম্মবিদ্রোহী হইয়াছে ও প্রেরিত পুরুষের সম্বন্ধে অপরাধ করিয়াছে, তাহারা সে দিবস ইচ্ছুক হইবে যেন তাহাদের উপর ভূমি সমতা প্রাপ্ত হয় ও তাহারা ঈশ্বর হইতে কোন কথা গোপন রাখিতে পারিবে না ‡। ৪২। (র, ৬, আ, ৯)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা মত্ততাবস্থাপন্ন হইয়া যাহা বলিয়া থাক, তাহা বোধ হওয়া পর্য্যন্ত এবং পথপর্য্যটনকারী হওয়া ব্যতিরেকে শুক্রক্ষরণের অবস্থায় স্নান করা পর্য্যন্ত নমাজের নিকটে যাইও না; এবং যদি তোমরা পীড়িত হও বা পর্য্যটনে প্রবৃত্ত থাক, অথবা তোমাদের কেহ শৌচাগার হইতে আগমন করে, কিম্বা তোমরা স্ত্রীসঙ্গ কর, তখন জল প্রাপ্ত না হও, তবে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা করিও, পরে তাহা আপনাদের মুখে ও

স্বজনের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য গুরুতর। তৎপর সহচর অর্থাৎ যাহারা এক কার্য্যে সহযোগী, যথা এক শিক্ষকের দুই ছাত্র, এক প্রভুর দুই ভৃত্য। যাহারা আত্মম্ভরি, অহঙ্কারী, আত্মতুল্য কোন ব্যক্তিকে গণ্য করে না, সে সকল লোকই ইহাদের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হয়। (ত, ক',)

* অর্থাৎ ধনদানে কৃপণতা করা ঈশ্বরের নিকটে যেরূপ গর্হিত, সৎকার্য্যপ্রদর্শনের জন্য দান করাও তদ্রূপ। যাহার যে স্বত্ব, তাহাকে তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ সাত্বিক ভাবে দান করিলে ঈশ্বরের নিকটে গৃহীত হয়। পরকালে আশা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া দান করিবে। (ত, ক',)

† প্রেরিতপুরুষ আপন মণ্ডলীস্থ লোকের বাক্য ও কার্য্যকলাপের সাক্ষ্য দান করিবেন। (ত, হো,)

‡ বিচারের দিনে প্রত্যেক মণ্ডলীর ও প্রত্যেক যুগের লোকদিগের অবস্থা সেই যুগের প্রেরিত পুরুষের ও সাধু পুরুষদিগের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে। বিরোধীর বিরুদ্ধ ভাব, সাধকের সাধনা বিবৃত হইবে। তখন বিরোধী লোকেরা ইচ্ছা করিবে যে, আমরা মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া যাই, আমরা এরূপ আচরণ না করিলে ভাল ছিল। (ত, কা,)

আপনাদের হস্তে আমর্ষণ করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর মার্জ্জনাকারী ও ক্ষমাকারী *। ৪৩। যাহাদিগকে গ্রন্থের অংশ দেওয়া গিয়াছে, তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই? তাহারা পথভ্রান্তিকে ক্রয় করিতেছে, এবং ইচ্ছা করিতেছে যে তোমরাও পথভ্রান্ত হও। ৪৪। এবং ঈশ্বর তোমাদের শত্রুদিগকে উত্তম জ্ঞাত ও ঈশ্বরই (তোমাদের) যথেষ্ট বন্ধু, ঈশ্বরই যথেষ্ট সাহায্যকারী। ৪৫। ইহুদিদিগের কতক লোক প্রবচনকে তাহার স্থান হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, এবং তাহারা (ভাবের রসনায়) বলিয়া থাকে যে, আমরা শুনিয়াছি ও গ্রাহ্য করি নাই, এবং শ্রোতা না হইয়া (বলিয়া থাকে) শ্রবণ কর, আপনাদের রসনায় "রা আনাকে" জড়িত করে, † এবং ধর্ম্মেতে গর্ব্ব করিয়া থাকে, যদি তাহারা শ্রবণ করিলাম ও গ্রাহ্য করিলাম এবং শ্রবণ কর, আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর বলিত, তবে অবশ্য তাহাদের পক্ষে উত্তম ও সরল ভাব ছিল; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, পরন্তু তাহারা অল্প ব্যতিরেকে বিশ্বাস করে না। ৪৬। হে গ্রন্থপ্রাপ্ত লোক সকল, তোমাদের সঙ্গে যাহা (যে গ্রন্থ) আছে, আমি তাহার সত্যতার প্রতিপাদক, আমি যাহা অবতারণ করিয়াছি, মুখমণ্ডল বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, পরে আমি তাহা তাহার

---

* একদিন ওয়ফের পুত্র অবদোর্‌রহমাণের আলয়ে কতিপয় ধর্ম্মবন্ধু মিলিয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা সুরাপানে মত্ত ও বিহ্বল হইয়া উঠিলে আজানের ধ্বনি শ্রবণ করেন, সকলে যাইয়া নমাজে যোগ দেন। যিনি এমাম (আচার্য্য) ছিলেন, তিনি অধিক পান করিয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি নমাজের এক বচনস্থলে অন্য বচন পড়িতে লাগিলেন। তাহাতেই "মত্ততাবস্থাপন্ন হইয়া যাহা বলিয়া থাক, তাহা বোধ হওয়া পর্য্যন্ত নমাজের নিকটে যাইও না" এই বাণী অবতীর্ণ হয়। সুরাসেবনে বা অন্য কোন মাদকদ্রব্যসেবনে মত্ত হইয়া কেবল নমাজের নিকটে, মস্‌জেদে যাওয়া নিষেধ তাহা নয়, তদবস্থায় সকল প্রকার সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়াই নিষেধ। এমামশাফির মতে পুরুষের কোন অঙ্গ পরাঙ্গনার অঙ্গে স্পৃষ্ট হইলে উভয়বিধ অজু অসিদ্ধ হয়। এমাম মালেকের মতে কামভাবে নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু অসিদ্ধ হয়, এমাম আজমের মতে স্ত্রীসঙ্গ হইলে অসিদ্ধ। (ত, ফা,)

কোন যুদ্ধযাত্রার কালে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। রাত্রিকালে এস্‌লাম সৈন্য এক জলশূন্য স্থানে শিবির স্থাপন করেন। রজনী প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বে তথা হইতে যাত্রা করিবেন, তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছা ছিল; তাহা হইলে নমাজের সময়ে কোন জলাশয়ের নিকটে উপনীত হইতে পারিবেন। ঘটনাক্রমে আর্য্যা আয়াশার মুক্তার হার হারাইয়া যায়। তাহার অন্বেষণে বিলম্ব হয়, সূর্য্যোদয় হইয়া পড়ে। উপাসকগণ মহাত্মা আবুবেকরের নিকটে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আর্য্যা আয়াশার পটমণ্ডপে যাইয়া তথায় হজরতকে নিদ্রাবস্থায় প্রাপ্ত হন। স্বীয় দুহিতা আয়াশাকে এই বিলম্বের কারণে অনেক অনুযোগ করেন। ইতিমধ্যে প্রেরিতপুরুষ জাগরিত হন। তিনি সহচরদিগকে ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিয়া আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি অন্তর স্থাপন করেন। তাহাতেই যে স্থানে জলের অভাব হইবে, সে স্থানে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা কর, এইরূপ বাণী অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† বকর সুরায় "রা আনা" উক্তির বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

পৃষ্ঠের দিকে ফিরাইব, অথবা শনিবাসরীয় লোককে যেরূপ অভিসম্পাত করিয়াছি, তাহাদিগকে সেইরূপ অভিসম্পাত করিব; ঈশ্বরের কার্য্য সম্পাদিত হয় *। ৪৭। নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে অংশী স্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না, এতদ্ভিন্ন যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী করিয়াছে, নিশ্চয় সে মহা অপরাধকে বাঁধিয়া লইয়াছে। ৪৮। যাহারা আপন জীবনকে শুদ্ধ বলিতেছে, তুমি কি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? বরং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় শুদ্ধ করিয়া থাকেন, এবং তাহারা একটি সূত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না। ৪৯। দেখ (হে মোহম্মদ,) কেমন তাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যকে সম্বদ্ধ করিতেছে, এবং এই স্পষ্ট অপরাধই যথেষ্ট। ৫০। (র, ৭, আ, ৮)

যাহাদিগকে গ্রন্থের স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? তাহারাও জেবত্ ও তাগুতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং তাহারা কাফেরদিগের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে, যাহারা পথে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা এই সকল লোক অধিক পথদর্শী †। ৫১। এই তাহারাই যাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং যাহাকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন, পরে তুমি তাহার

---

* হজরত মোহম্মদ কয়েকজন ইহুদি জ্ঞানবান্ লোককে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, “হে ইহুদি-বন্ধুগণ, ঈশ্বরকে ভয় কর, এস্লাম ধর্ম্মরূপ বৃত্তের পরিধিতে পদ স্থাপন কর, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি এই বাক্য ও আজ্ঞা সৃষ্টিকর্ত্ত পরমেশ্বর হইতে তোমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়াছি। তিনি সত্য, তিনি তোমাদিগকে তওরাত গ্রন্থে আমার তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য তোমাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছেন।” তাহারা এই কথা শুনিয়া বিদ্বেষবশতঃ বলিল, “আমরা তোমার পরিচয় রাখি না, তোমার ও কোর্-আনের বর্ণনা অবগত নহি।” তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। মুখমণ্ডল বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ এই, চক্ষু ভ্রূ ওষ্ঠ নাসিকাদির কোন চিহ্ন থাকিবে না। “তাহা তাহার পৃষ্ঠের দিকে ফিরাইব” অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে পৃষ্ঠদেশের দিকে স্থাপন করিব, তাহাতে তাহাদের মুখ পশ্চাদ্দিকে থাকিবে। এ স্থলের “শনিবাসরীয় লোক” তাহারা, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করিয়া শনিবারে মৎস-শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। (ত, হো,)

† কোরেশবংশীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তি মক্কা নগরে এক সভায় বলিয়াছিলেন, “আমাদের ধর্ম্মপ্রণালী এই যে, আমরা কাবাদর্শনে আগত যাত্রিকদিগের আতিথ্যসৎকার করিয়া থাকি, কাবাকে জঞ্জালমুক্ত রাখি, আত্মীয়স্বগণের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করি, মাননীয় পিতৃপিতামহের রীতি অনুসারে প্রতিমাপূজায় রত আছি। সম্প্রতি মোহম্মদ এক ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে, মনঃকল্পিত কথা ও রীতি নীতিকে ধর্ম্ম বলিতেছে, সে আমাদের পৈতৃক ধর্ম্মের নিন্দা করে, এবং আমাদিগকে কাফের এবং অজ্ঞান বলে।” সভাস্থ ইহুদিগণ এই সকল কথা শুনিয়া বলিল, “তোমাদের ধর্ম্ম অতিশয় সত্য, এবং তোমাদিগের রীতি নীতি বিশুদ্ধ।” তখন কোরেশদলপতি আবুসুফিয়ান বলিল, “আমরা এক সময়ে তোমাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিব। এক্ষণ তোমরা আমাদের প্রতিমা সকলকে প্রণাম কর।” তখন ইহুদিরা কোরেশদিগের উপাস্য প্রতিমা জেবত্ ও তাগুতকে প্রণাম করিল, এবং বলিল,

জন্য সাহায্যকারী পাইবে না। ৫২। তাহাদের জন্য কি রাজত্বের স্বত্ব আছে? (যদি স্বত্ব লাভ করে) তবে সেই সময়ে তাহারা লোকদিগকে খর্জ্জুরের খোসা পরিমাণও দান করিবে না। ৫৩। ঈশ্বর নিজ করুণাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তদুপলক্ষে কি তাহারা লোকের প্রতি বিদ্বেষ করে? অনন্তর নিশ্চয় আমি এব্রাহিমের সন্তানদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান দান করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে প্রকাণ্ড রাজত্ব দিয়াছি। ৫৪। অবশেষে তাহাদের কোন লোক তৎপ্রতি (গ্রন্থের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং তাহাদের কোন লোক তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে, (তাহাদের জন্য) প্রদীপ্তানল নরক যথেষ্ট *। ৫৫। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শন সকলের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, আমি অবশ্য তাহাদিগকে অনলে প্রবেশ করাইব, যখন তাহাদের চর্ম্ম দগ্ধ হইবে, তখন তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে অন্য চর্ম্ম দান করিব, যেন তাহারা শাস্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হয়; নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রান্ত নিপুণ হন। ৫৬। এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইব, যাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা চির অধিবাসী হইবে; তথায় তাহাদের জন্য সাধ্বী নারী সকল থাকিবে, এবং আমি তাহাদিগকে শান্তিযুক্ত ছায়াতে প্রবেশ করাইব †। ৫৭। নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা গচ্ছিত সামগ্রী তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া দেও, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবে, তখন ন্যায়ানুসারে আজ্ঞা করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে যে উপদেশ দান করেন তাহা উত্তম, ঈশ্বর শ্রোতা ও দ্রষ্টা হন ‡। ৫৮। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা পরমেশ্বরের

পথে বিশ্বাসস্থাপনকারী লোক অপেক্ষা অর্থাৎ মোসলমানদিগের অপেক্ষা ইহারা অধিক পথদর্শী। ঈশ্বর ইহুদিদিগের এই কপটতা ও অধর্ম্মাচারের সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো,)

* পরমেশ্বর সর্ব্বদা এব্রাহিমের বংশের মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণও তাঁহার বংশের মহত্ত্ব আছে। অবিবেচক লোকেরা তাহা স্বীকার করে না। (ত, ফা,)

† তাহাই শান্তিযুক্ত ছায়া সূর্য্য যাহাকে নষ্ট করিতে পারে না। আরবদেশে সূর্য্যোত্তাপ অতিশয় প্রখর। তদ্দেশনিবাসীরা ছায়াকে অত্যন্ত সুখের সামগ্রী বলিয়া জানেন। এ স্থলে ছায়া নিত্য সুখশান্তি। যদি কেহ বলে স্বর্গলোকে সূর্য্য নাই, তাহার সন্তাপজনক উত্তাপ নাই, তবে এইরূপ ছায়ার উল্লেখ কেন? ইহার তাৎপর্য্য কি? এই ছায়ার অর্থ, বিশ্বাসীদিগের প্রতি ঈশ্বরের আশ্রয় ও তাঁহার করুণা। উহা সর্ব্বদা স্বর্গবাসীদিগের মস্তকে স্থাপিত থাকিবে, সেই ছায়ার অভাব হইবে না। (ত, হো,)

‡ যে দিবস মক্কা জয় হইল, সে দিবস হজরত মোহম্মদ তন্‌হার পুত্র ওস্মানের নিকটে কাবা মন্দিরের কুঞ্চিকা চাহিয়া পাঠাইলেন। কুঞ্চিকা তাহার মাতা সলাকার নিকটে ছিল। ওস্মান সলাকার নিকটে যাইয়া তাহা চাহিল। সলাকা অসম্মত হইয়া বলিল যে, "এই কুঞ্চিকা তোমা হইতে গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু তোমাকে ফিরিয়া দেওয়া হইবে না। আবদোদ্দারের সময় হইতে উত্তরাধি- কারসূত্রে ইহা আমাদের হস্তে আছে।" ওস্মান অনেক অনুরোধ করিয়াও জননী হইতে কুঞ্চিকা

আজ্ঞাবহ হও, এবং প্রেরিত পুরুষের এবং তোমাদের আজ্ঞাপ্রচারকের আজ্ঞাবহ হও; পরন্তু যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধ কর, ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসী থাকিলে তাহা ঈশ্বরের দিকে ও প্রেরিত পুরুষের দিকে উপস্থিত কর, ইহা উত্তম এবং পরিণামানুসারে অত্যুত্তম *। ৫৯। (র, ৮, আ, ৯)

গ্রহণ করিতে পারিল না। হজরত মস্জেদোল্‌হরামের দ্বারে কুঞ্জিকার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বিলম্ব দেখিয়া আবুবেকর ও ওমর সলাকার গৃহদ্বারে যাইয়া ওস্মানকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওস্মান শীঘ্র চলিয়া আইস, হজরত অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন।" তখন সলাকা কুঞ্জিকা পুত্রকে দান করিয়া বলিল, "ভাল তুমি গ্রহণ কর, পরে ইহা প্রতিগ্রহণ করিবে।" অনন্তর ওস্মান চাবি আনিয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত করে। হজরত হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবামাত্র আব্বাস উঠিয়া বলিলেন, "আর্য্য, জমজমের জলদানের ভার যেমন আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, মন্দিররক্ষকতার ভারও অর্পিত হউক।" ওস্মান এই কথা শুনিয়া হস্ত সঙ্কুচিত করিল। হজরত বলিলেন, "ওস্মান, কুঞ্জিকা আমার হস্তে দান কর।" ওস্মান কুঞ্জিকাপ্রদানে উদ্যত হইতেই আব্বাস পুনর্ব্বার সেই কথা বলিলেন। পুনরায় ওস্মান্ হস্ত সঙ্কুচিত করিল। হজরত ওস্মানকে বলিলেন, "যদি ঈশ্বরের প্রতি ও প্রেরিতপুরুষের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তবে কুঞ্জিকা আমাকে দাও।" ওস্মান "এই ঈশ্বরের গচ্ছিত দ্রব্য আপনি গ্রহণ করুন" বলিয়া প্রদান করিল। অতঃপর হজরত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তখন চাবি তাঁহার হস্তে ছিল। মহাত্মা আলি নিকটে যাইয়া বলিলেন, "প্রেরিত মহাপুরুষ, যেমন জমজমের জলদানের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তদ্রূপ মন্দিররক্ষকতার পদে মণ্ডলীর কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন।" ইত্যবসরে হজরত অনুপ্রাণিত হইলেন। তখন আজ্ঞা করিলেন, "আলি, আমি তোমাদিগকে যে সকল কার্য্যের কথা বলি, তাহাতে শুদ্ধ অপর লোকের উপকার হয় মনে করিও না, মানবমণ্ডলী হইতে তোমাদিগেরও হিত হইবে," ইহা বলিয়াই তিনি ওস্মানকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে তল্হার পুত্র, তুমি কুঞ্জিকা গ্রহণ কর, ইহা তোমার হইল।" অনন্তর ওস্মান হজরতের আনুগত্য স্বীকার করিয়া কুঞ্জিকা আপন ভ্রাতা সলবার হস্তে অর্পণ করিল। অদ্যাবধি কাবার কুঞ্জিকা ওস্মানবংশীয় লোকের হস্তে আছে। যদিচ এই বিশেষ বিরোধস্থলে গচ্ছিত সামগ্রী প্রত্যর্পণ করিবার জন্য এই প্রত্যাদেশ-বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি এই আজ্ঞা সাধারণ গচ্ছিত সামগ্রী সম্বন্ধে হয়। (ত, হো,)

* হজরত মোহম্মদ অলিদের পুত্র খালেদকে এক দল সৈন্যের অধিপতি করিয়া অম্মার ইয়াসারকে তাঁহার সহচর করিয়া দেন। কতকগুলি বিদ্রোহী লোক খালেদ আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া পলায়ন করে। সেই দলে একজন মোসলমান ছিল। সে অম্মারের নিকটে যাইয়া বলিল, "আমার স্বগণ জ্ঞাতি পলায়ন করিয়াছে, আমি নিজের বিশ্বাস প্রচার করিবার জন্য আপন আলয়ে বাস করিতেছি, এস্লামধর্ম্ম আমার হস্তাবলম্বন করিলে থাকিব, অন্যথা পলায়ন করিব।" অম্মার তাহাকে অভয় দান করিল। অম্মারের আজ্ঞানুসারে সে সপরিবারে গৃহে বসিয়া রহিল। প্রত্যুষে খালেদ সেই বিদ্রোহী জাতিকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহাদের নিবাসে সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। উপরি উক্ত আশ্রয়প্রার্থী লোকটি ব্যতীত অন্য কেহই গৃহে ছিল না। সে সপরিবারে বন্দী হইয়া খালেদের নিকটে আনীত হইল। অম্মার বলিল, "এ ব্যক্তি মোসলমান, এ আমা কর্ত্তৃক আশ্রিত ও অভয়প্রাপ্ত হইয়াছে।" খালেদ বলিলেন, "সেনাপতি বিদ্যমানসত্ত্বে তাঁহার আদেশ ও পরামর্শ ব্যতিরেকে

তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহারা মনে করিতেছে যে, নিশ্চয় তাহারা তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারিত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা শয়তানের প্রতি কর্ত্তৃত্ব লইয়া যাইবে ইচ্ছা করিতেছে, বস্তুতঃ তাহার সঙ্গে বিরুদ্ধাচার করিতে তাহারা আদিষ্ট হইয়াছে, এবং শয়তান ইচ্ছা করিতেছে যে, তাহাদিগকে মহাভ্রান্তিতে ভ্রান্ত করে। ৬০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল, ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তৎপ্রতি ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি তোমরা উন্মুখ হও, তুমি কপটদিগকে দেখিতেছ, তোমা হইতে তাহারা বিমুখ হইতেছে। ৬১। অনন্তর যাহা তাহাদের হস্ত পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে, তজ্জন্য যখন তাহাদিগের প্রতি বিপদ উপস্থিত হইবে, তখন কেমন ঘটিবে? তৎপর তোমার নিকটে আসিয়া ঈশ্বরের শপথ করিবে (ও বলিবে) যে, আমরা কল্যাণ ও সদ্ভাব ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি নাই *। ৬২। তাহারা সেই সকল লোক, তাহাদিগের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর

কাহাকে অভয় দান করা নীতিবিরুদ্ধ।" এ বিষয়ে খালেদ ও অম্মারের পরস্পর অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। পরে উভয়ে হজরতের নিকটে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। হজরত সেই আশ্রয়দানকে স্থির রাখিয়া, দলপতির আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ কাহাকে আশ্রয় দান করিবে না, এরূপ আদেশ করিলেন। তখন এই আয়ত অর্থাৎ আজ্ঞাপ্রচারকের আজ্ঞাবহ হও, ইত্যাদি উক্তি অবতীর্ণ হইল। (ত, হো,)

আধিপত্যপ্রাপ্ত লোকের,—রাজা ও রাজপুরুষ এবং যে কোন ব্যক্তি বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে চলা আবশ্যক। তাঁহারা ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের আজ্ঞার স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলিলে তাহা গ্রাহ্য করিবে না। দুই মোসলমানের বিবাদস্থলে একজন যদি বলে, চল শরার (শাস্ত্র বিধির) অনুসরণ করি, তাহাতে অপর ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি শরা জানি না, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কাফের। (ত, ফা,)

* মদিনা নগরে একজন ইহুদি ও একজন কপট মোসলমান কোন বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিল। ইহুদি বলিল, "চল হজরত মোহম্মদের নিকটে"। কপট বলিল, "চল তোমাদের দলপতি আশ্‌রফের নিকটে।" অবশেষে উভয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্য হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। হজরত ইহুদির স্বত্ব বলবৎ রাখিলেন। উক্ত কপট তাহাতে অসম্মত হইয়া বাহিরে যাইয়া বলিল, "চল ওমরের নিকটে।" তখন তিনি হজরতের আদেশে মদিনায় বিচারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কপট ভাবিয়াছিল, সে এস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ওমর তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন। উভয়ে তাঁহার নিকটে গেল। ইহুদি তাঁহাকে নিবেদন করিল যে, "আমরা হজরতের নিকটে গিয়াছিলাম, তিনি আমার পক্ষ সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" ওমর কপটকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "ইহুদি যাহা বলিতেছে সত্য, কিন্তু আমি সেই আজ্ঞায় সম্মত নহি, আপনার নিকটে বিচার প্রার্থনা করি।" ওমর বলিলেন, "তোমরা ক্ষণকাল এ স্থানে স্থির থাক, আমি গৃহের ভিতর হইতে আসিয়া তোমাদের মধ্যে সত্য ভাবে বিচার করিব।" তখন ওমর কোষমুক্ত করবাল হস্তে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইয়া কপটের শিরশ্ছেদন করিলেন, এবং বলিলেন, "যে ব্যক্তি এমন বিচারকের বিচারে সম্মত নয়, তাহার শাস্তি এরূপ হওয়া শ্রেয়ঃ।" হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হজরতের নিকটে যাইয়া হত্যার

জ্ঞাত; অবশেষে তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, তাহাদিগকে উপদেশ দেও, এবং তাহাদিগকে তাহাদের অন্তরে সঞ্চারক বাক্য বল। ৬৩। এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা মান্য করা উদ্দেশ্য ব্যতীত আমি কোন প্রেরিত পুরুষকে প্রেরণ করি নাই, এবং যখন ইহারা নিজের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তখন যদি তোমার নিকটে আসিত, পরিশেষে ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিত, এবং প্রেরিত পুরুষ ইহাদের জন্য ক্ষমা চাহিত, তবে নিশ্চয় ঈশ্বরকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী দয়ালু প্রাপ্ত হইত। ৬৪। অবশেষে তোমার ঈশ্বরের শপথ, তাহাদের পরস্পর বিবাদে তোমাকে বিচারক নিযুক্ত না করা পর্য্যন্ত তাহারা বিশ্বাসী হইবে না, তৎপর তুমি যাহা আদেশ করিবে, তাহাতে তাহারা নিজ অন্তঃকরণে কঠিন বোধ করিবে না, এবং গ্রহণীয়রূপে গ্রহণ করিবে *। ৬৫। এবং যদি আমি তাহাদের সম্বন্ধে লিখিতাম যে, তোমরা আপনাদিগকে বধ কর ও আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও, তবে তাহাদের অল্পসংখ্যক ভিন্ন উহা করিত না, এবং যে বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে, যদি তাহারা তাহা করিত, তবে নিশ্চয় তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল ও (বিশ্বাসের) দৃঢ়তা বিষয়ে প্রবল হইত। ৬৬।+এবং আমি একান্তই তখন নিজের নিকট হইতে তাহাদিগকে মহাপুরস্কার দান করিতাম। ৬৭।+ এবং একান্তই তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করিতাম। ৬৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের আদেশ মান্য করে, পরে তাহারা তাহাদের সহযোগী হয় প্রেরিত পুরুষের যোগে যাহাদের প্রতি ঈশ্বর দান করিয়াছেন এবং যাহারা সত্যাচারী ও ধর্ম্মযুদ্ধে হত ও সাধু, এবং তাহারা উত্তম সহচর। ৬৯। ঈশ্বর হইতে এই দান, এবং ঈশ্বরই জ্ঞানবান্ যথেষ্ট। ৭০। (র, ৯, আ, ১১)

বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে, এবং শপথপূর্ব্বক বলে যে, আমরা কল্যাণ ও সদ্ভাব ভিন্ন কিছুই চাহি না, তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। সেদিন ওমর "ফারুক" উপাধি প্রাপ্ত হন।

(ত, ফা,)

* যখন জোবয়র ও হাতেব হজরতের বিচারালয় হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন, মেক্দাদ তাঁহাদের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কাহার সম্বন্ধে স্বত্বাধিকারিত্বের আদেশ হইল।" হাতেব বলিলেন, "ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্বন্ধে স্বত্ব স্থির হইয়াছে।" এই কথা বলিবার কালে স্বর বিকৃত করিয়া ও মুখ ফিরাইয়া অগ্রাহ্যের ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন একজন ইহুদি সেখানে উপস্থিত ছিল। সে হাতেবের এই ভাব দেখিয়া বলিল, "ইহারা কেমন লোক, ইহারা মোহম্মদকে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করে, এদিকে তাঁহার আদেশের প্রতি আস্থাশূন্য। মুসার সময়ে এস্রায়েল-বংশীয় কতকগুলি লোক কোন অপরাধ করিয়াছিল, তাহাতে মুসা আদেশ করেন, তোমাদের এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এই যে, তোমরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হত হও; তৎক্ষণাৎ সকলে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পরস্পর হত্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে সপ্ততিসহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিল। আপনাদের প্রেরিত পুরুষকে কখনও তাহারা অমান্য বা অবিশ্বাস করে নাই।" কয়সের পুত্র সাবেত এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিলেন যে, "যদি হজরত আমাকে আদেশ করেন যে

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপনাদের অস্ত্র ধারণ কর, বিভিন্নরূপে বহির্গত হও, অথবা দলবদ্ধ হইয়া বাহির হও। ৭১। এবং পরে তোমাদের মধ্যে কতক লোক আছে যে, একান্তই বিলম্ব করিয়া থাকে ; পরিশেষে যদি তোমরা বিপদ্‌গ্রস্ত হও, তাহারা বলে, “যখন আমরা তাহাদের সঙ্গী ছিলাম না, তখন নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।” ৭২। এবং যদি ঈশ্বর হইতে তোমরা সমুন্নতি লাভ কর, তবে যেন তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে কখনও বন্ধুতা ছিল না, তাহারা বলে, “হায়! যদি আমরা তাহাদের সঙ্গে থাকিতাম, তবে মহালাভে লাভমান হইতাম।”* ৭৩। পরিশেষে যাহারা সাংসারিক জীবনকে পরলোকের জন্য বিক্রয় করে, তাহাদের উচিত যে ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতে থাকে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়া হত হয় বা জয়ী হয়, পরে অবশ্য আমি তাহাকে মহাপুরস্কার দান করি †। ৭৪। এবং যাহারা বলিয়া থাকে যে, “হে আমাদের প্রতিপালক, ইহার অধিবাসী অত্যাচারী, এই গ্রাম হইতে আমাদিগকে বাহির কর ও তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য কার্য্যসম্পাদক নিযুক্ত কর, এবং তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।” তোমাদিগের কি হইয়াছে যে, সেই দুর্ব্বল স্ত্রী পুরুষদিগের নিমিত্ত ও বালকদিগের নিমিত্ত ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধ করিবে না? ‡ ৭৫। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, এবং যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহারা পুত্তলিকার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে ; অতএব তোমরা শয়তানের প্রেমাস্পদদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের প্রতারণা দুর্ব্বল। ৭৬। (র, ১০, আ, ৬,)

তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই যে, তাহাদিগের জন্য বলা হইল যে, তোমরা স্বীয় হস্ত বদ্ধ করিয়া রাখ, (যুদ্ধে নিবৃত্ত থাক,) নমাজকে প্রতি-

---

আত্মহত্যা কর, আমি তখনই এই আজ্ঞা পালন করিব।” অন্য দুই তিন জনও এই কথা বলিলেন তখন ঈশ্বরের এই আজ্ঞা হয়। (ত, হো,)

* অর্থাৎ এই সকল লোক কপট, ইহারা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলে না, বরং আপনাদের লাভ ক্ষতি গণনা করে। যে কার্য্যে লোকের ক্লেশ দেখে, সে কার্য্য হইতে তাহারা দূরে থাকে ও তাহাতে যোগ দেয় নাই বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করে, এবং লাভ দেখিলে সে কার্য্যে যোগ দেয় নাই বলিয়া অনুতাপ করিয়া থাকে ও শত্রুর ন্যায় হিংসা করে। (ত, ফা,)

† মোসলমানদিগের উচিত যে, পার্থিব জীবনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, এবং যেন মনে করেন, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নানাপ্রকার লাভ আছে। (ত, ফা,)

‡ দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ আবশ্যক। এক, ঈশ্বরের ধর্ম্মকে বিস্তার করা, ২য়, যে সকল উপায়হীন মোসলমান কাফেরদিগের হস্তে পড়িয়া উৎপীড়িত ও বিড়ম্বিত হইতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা। মক্কা নগরে এরূপ বহুসংখ্যক মোসলমান উৎপীড়িত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা কারণে বাধ্য হইয়া হজরতের সঙ্গে মক্কা হইতে প্রস্থান করিতে পারেন নাই। তাহাতে মক্কাবাসী পৌত্তলিকগণ তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার পৌত্তলিক করিবার জন্য বিশেষরূপে উৎপীড়ন করে। (ত, ফা,)

ষ্ঠিত কর, জকাত দান কর, (তাহাতে সম্মত হইল ;) পরে যখন তাহাদের সম্বন্ধে যুদ্ধ লিখিত হইল, অকস্মাৎ তাহাদের একদল ঈশ্বরকে যেরূপ ভয় করা উচিত সেই প্রকার কিম্বা তদপেক্ষা অধিক ভয়ে লোককে ভয় করিতে লাগিল, এবং বলিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের সম্বন্ধে সংগ্রাম কেন লিপি করিলে ? এক অল্প সময় পর্য্যন্ত কেন আমাদিগকে অবকাশ দিলে না ?" তুমি বল, সাংসারিক লাভ ক্ষুদ্র, যে ব্যক্তি ঈশ্বরভীরু হয়, তাহার জন্য পরলোক উৎকৃষ্ট, তাহারা সূত্রপরিমাণও অত্যাচরিত হইবে না [*]। ৭৭। যে স্থানে তোমরা থাকিবে, যদি তোমরা সুদৃঢ় উচ্চ দুর্গেও বাস কর, মৃত্যু সেস্থানে তোমাদিগকে ধরিবে। যদি তাহাদের প্রতি কোন কল্যাণ উপস্থিত হয়, তাহারা বলে, "ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে." এবং যদি কিছু অকল্যাণ উপস্থিত হয়, বলে, "ইহা তোমা হইতে হইয়াছে ;" বল, সমুদায় ঈশ্বর হইতে হইয়াছে । অবশেষে সেই দলের কিরূপ অবস্থা, যাহারা কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিকটবর্ত্তী নহে [†] ? ৭৮। যে কিছু কল্যাণ তোমার প্রতি উপস্থিত হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে এবং যে কিছু অকল্যাণ তোমার প্রতি উপস্থিত হয়, তাহা তোমার জীবন হইতে হয় ; আমি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) লোকের জন্য প্রেরিত পুরুষরূপে পাঠাইয়াছি, ঈশ্বর সাক্ষ্যদানে যথেষ্ট [‡]। ৭৯। যে ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা পালন করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে, এবং যাহারা অমান্য করে, আমি তোমাকে তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই [§]। ৮০। এবং তাহারা বলিয়া থাকে যে, আজ্ঞা প্রতিপালিত হইতেছে, পরে

---

[*] অর্থাৎ প্রথমতঃ মক্কানিবাসী মোসলমানেরা পৌত্তলিকগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে, ঈশ্বর সেই পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিতে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন. ধৈর্য্য ধারণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরে যুদ্ধের আদেশ হইলে বিশ্বাসী মোসলমানেরা তাহাতে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন, যাহারা অল্পবিশ্বাসী অসরল ছিল, তাহারা অপসৃত হইল, ঈশ্বরের ন্যায় মনুষ্যকে ভয় করিতে লাগিল ও মৃত্যুভয়ে ভীত হইল ! (ত, ফা,)

[†] এস্থানেও কপটদিগের প্রসঙ্গ. যদি যুদ্ধে সুব্যবস্থা হয় ও জয়ী হওয়া যায়, তবে বলে যে, ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, হজরতের উদ্যোগ নৈপুণ্যের কোন কথাই বলে না। কোন ব্যতিক্রম হইলে হজরতের উপর দোষারোপ করে। এক্ষণ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, জয় পরাজয়াদি সমুদায় ঘটনার মূলে ঈশ্বর আছেন। প্রেরিতপুরুষের আয়োজন উদ্যোগের মূলেও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। কোন দুর্ঘটনা হইলেও জানিবে যে, তদ্দ্বারা ঈশ্বর তোমাদিগকে তোমাদের অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া সতর্ক করিতেছেন। (ত, ফা,)

[‡] কেহ কেহ এই আয়তের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; যথা, হে মনুষ্য, তোমার প্রতি যে কল্যাণ উপস্থিত হয়, তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়া থাকে, যে অকল্যাণ হয়, তাহা তোমার পাপের জন্য হইয়া থাকে। (ত, হো,)

[§] "যে ব্যক্তি প্রেরিতপুরুষের আজ্ঞা পালন করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রেরিতপুরুষ যাহা বলেন, ঈশ্বরের আদেশে বলিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার

যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে বহির্গত হয়, তাহাদের এক দল তুমি যাহা বলিয়া থাক, তাহার বিরুদ্ধে রজনীতে মন্ত্রণা করে; তাহারা রাত্রিতে যাহা বলে, ঈশ্বর তাহা লিখিয়া রাখেন। অতএব তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর ও ঈশ্বর কার্য্যসম্পাদনে যথেষ্ট। ৮১। অনন্তর তাহারা কি কোর্-আনে প্রণিধান করিতেছে না? এবং যদি তাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে (সমাগত) হইত, তবে তাহারা একান্তই তাহাতে প্রচুর ব্যতিক্রম পাইত *। ৮২। যখন তাহাদের নিকটে ভয় ও নির্ভয়ের কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহারা তাহা রটনা করে, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহার অনুসন্ধান লয়, যদি তাহারা প্রেরিত পুরুষ পর্য্যন্ত, তাহাদের কার্য্যসম্পাদক পর্য্যন্ত তাহা প্রত্যানয়ন করিত, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহা করিতে সক্ষম, উহারা অবশ্য তাহা জ্ঞাত হইত; তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে একান্তই অল্পসংখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুসরণ করিতে †। ৮৩। অনন্তর (হে মোহম্মদ,) পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম কর, তোমার জীবনে ব্যতীত তোমাকে প্রপীড়িত করা হইবে না, বিশ্বাসিগণকে উত্তেজিত কর, সত্বরই ঈশ্বর কাফের-দিগের সমর বন্ধ করিবেন, ঈশ্বর যুদ্ধবিষয়ে সুদৃঢ় ও শাস্তিদানবিষয়ে সুদৃঢ়। ৮৪। যে ব্যক্তি শুভ অনুরোধে অনুরোধ করে, তাহার জন্য উহার ভাগ থাকিবে, এবং যে ব্যক্তি

আজ্ঞা পালন করা ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা তুল্য। "যাহারা অমান্য করে, আমি তোমাকে, হে মোহম্মদ, তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই।" ইহার অর্থ এই যে, তুমি তাহাদের অবাধ্যতা, বিদ্রোহিতা আদি পাপকে পোষণ কর, এরূপ আমি আদেশ করি নাই। (ত, হো,)

* অর্থাৎ মনুষ্য প্রত্যেক অবস্থার অনুরূপ কথা বলিয়া থাকে। তাহার ক্রোধের অবস্থায় দয়ার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, দয়ার অবস্থায় ক্রোধের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। সংসারের বর্ণনা করিতে যাইয়া সে পরলোক ভুলিয়া যায়, পরলোকের বর্ণনার সময় তাহার সংসারের দৃষ্টি থাকে না ইত্যাদি। মনুষ্যের কার্য্যে এইরূপ একদেশদর্শিত রহিয়াছে। কোর্-আন্ যে ঈশ্বরের বাক্য, তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার প্রত্যেক বিষয়ের উক্তিস্থলে অপর দিকে দৃষ্টি আছে, মনোযোগ করিলেই তাহা বুঝা যায়। তাহার সকল স্থানে সকল বিষয়ের বর্ণনা এক ভাবে হইয়াছে। এস্থলে কপটদিগের প্রসঙ্গ, এস্থানে প্রত্যেক কথায় যথোপযুক্তরূপে দোষারোপ হইয়াছে, আবার যে যে স্থানে সাধারণের প্রতি উক্তি, সেস্থলে যাহার প্রতি দোষের আরোপ হওয়া বিধেয়, তাহার প্রতিই দোষারোপ হইয়াছে। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ কোথা হইতে কোন সংবাদ পাইলে দলপতি বা প্রধান কার্য্যকারকের নিকটে তাহা উপস্থিত করিবে, তাঁহারা তাহা সত্য বলিয়া স্থির করিলে তৎসম্বন্ধে যাহা করিতে হয় করিবেন। হজরত এক ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায় হইতে জকাত গ্রহণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হন। তখন তাঁহারা মারিতে আসিতেছেন মনে করিয়া সে ফিরিয়া আইসে, এবং মদিনানগরে প্রচার করে যে, অমুক সম্প্রদায় শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ পর্য্যন্ত হজরতের নিকটে এই সংবাদ পঁহুছে নাই, এদিকে নগরময় তাহা প্রচার হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার তখন অনেক লোক অনুসন্ধান না করিয়া ও দলপতিকে না জানাইয়া বহু কথা রটনা করিয়াছিল। পরিশেষে তাহা মিথ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। (ত, ফ,)

অশুভ অনুরোধে অনুরোধ করে, তাহার জন্য তাহার ভাগ থাকিবে, এবং ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে রক্ষক হন *। ৮৫। এবং যদি তোমরা সেলাম দ্বারা সম্মানিত হও, তবে তোমরা তদপেক্ষা উত্তমরূপে সম্মান করিও, অথবা তাহা প্রতিদান করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ের বিচারক হন †। ৮৬। তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি একান্তই তোমাদিগকে কেয়ামতের দিনে একত্র করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই, এবং কথায় ঈশ্বর অপেক্ষা কে অধিকতর সত্যবাদী? ৮৭। (র, ১১, আ, ১১০)

তোমাদের কি হইল যে, (হে মোসলমানগণ,) তোমরা কপটদিগের সম্বন্ধে দুই পক্ষ হইলে? এবং তাহারা যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে অধোমুখ করিয়া রাখিয়াছেন; ঈশ্বর যাহাকে পথচ্যুত করিয়াছেন, তাহাকে কি তোমরা পথ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ঈশ্বর যাহাকে পথচ্যুত করিয়াছেন, পরে তাহার জন্য কোন পথ পাইবে না ‡। ৮৮। যেমন তাহারা কাফের হইয়াছে, তোমরাও কাফের হইবে আশায় তাহারা

---

* যথা, কেহ কোন ধনবানকে অনুরোধ করিয়া কোন দরিদ্রকে কিছু দেওয়াইলে, সেও সেই ধনবানের সঙ্গে ঐ দানের পুণ্যের ফলভোগী হয়, এবং কেহ কোন অত্যাচারীকে এই উপায়ে বন্ধনমুক্ত করিলে, সেই অত্যাচারী স্বাধীনতা পাইয়া যে অত্যাচার করে, অনুরোধকারীও সেই পাপের অংশী হইয়া থাকে। (ত, কা,)

† যদি কেহ তোমাকে "অস্‌সলাম অলয়ক্‌" বলে, তুমি তাহার উত্তরে "অলয়কমস্‌সলাম রহমতোহু" বলিবে, এবং যদি সে "রহমতের" সঙ্গে সলাম যোগ করিয়া বলে, তুমি তাহার উত্তর "বরকাতোহু" শব্দ বৃদ্ধি করিবে, অথবা "অস্‌সলাম অলয়কের" উত্তরে, "অলয়কম অস্‌লাম" বলিবে। এটি বিধিমাত্র। প্রথমে যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহা গৌরবসূচক উত্তর ও এস্‌লাম ধর্ম্মের উচ্চ নীতি। মোসলমান মোসলমানের সেলামের উত্তরে অধিক আশীর্ব্বাদসূচক বাক্যের প্রয়োগ করিবে। অপর লোকের সেলামের উত্তরে কেবল তাহার সেই কথাটার পুনরুক্তি করিবে। (ত, হো,)

"অস্‌সলাম অলয়ক্‌" শব্দের অর্থ গ্রীবার নমন তোমার প্রতি, "অলয়কমস্‌সলাম রহমতোহুর" অর্থ তোমাদিগের প্রতি গ্রীবার নমন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ হউক। "বরকাতোহু" শব্দের অর্থ তাঁহার সমূহ প্রসন্নতা।

‡ একদা মক্কা হইতে কয়েক জন লোক মদিনাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। কতক দূর যাইয়া চিন্তিত হয় ও পথ হইতে ফিরিয়া আইসে, এবং এস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে বলিয়া মদিনা নগরে হজরতের নিকটে সংবাদ প্রেরণ করে। তাহাদের সম্বন্ধে মোসলমানদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়। কতকগুলি লোক বলে যে, তাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে কতকলোক বলে, তাহারা কপট। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অনেকে বলেন যে, মদিনার উপনিবাসী একদল মোসলমান মদিনার বায়ু অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া হজরত হইতে প্রান্তরে বাস করার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা মদিনানগর পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় আসিয়া তথাকার পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহাতেই তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ে হজরতের ধর্ম্মবন্ধুদিগের সংশয় উপস্থিত হয়, পরস্পর মতভেদ হওয়াতে তাঁহারা দুই দল হইয়া যান। তজ্জন্যই তোমরা কেন দুই পক্ষ হইলে, তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতাবিষয়ে একমত হইলে না কেন? এই মর্ম্মের আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

বন্ধুতা করিয়া থাকে, অবশেষে তোমরা পরস্পর তুল্য হইবে ; অতএব ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করা *পর্য্যন্ত তাহাদিগের কাহাকেও তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, পরন্তু যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে ধর ও যেস্থানে পাও তাহাদিগকে সংহার কর, এবং তাহাদের কাহাকেও বন্ধু ও সাহায্যকারী বলিয়া গ্রহণ করিও না * । ৮৯ । + যাহারা (এমন) কোন দলে মিলিত হয় যে, তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে অঙ্গীকার রহিয়াছে, † কিম্বা যাহারা তোমাদের নিকটে আগমন করে যে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তাহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত, অথবা যাহারা আপন দলের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাহাদিগকে ব্যতীত ‡ ; এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন, তবে অবশ্য তাহাদিগকে তোমাদিগের উপর প্রবল করিতেন, পরে অবশ্য তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত ; পরিশেষে যদি তাহারা তোমাদিগ হইতে অপসৃত হয়, অপিচ তোমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ও তোমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে, তবে ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি তোমাদের জন্য কোন পথ করেন নাই § । ৯০ । অবশ্য তোমরা অন্য (এমন) দলকে প্রাপ্ত হইবে যে, তাহারা ইচ্ছা করিতেছে, তোমাদিগ হইতে নির্ভয় হয়, এবং আপন দল হইতে নির্ভয় হয় ; ¶ যখন তাহারা অত্যাচারের দিকে প্রত্যানীত হয়, তখন তাহাতে অধোমুখ

যাহারা প্রকাশ্যে মোসলমান ছিল না, কেবল স্বার্থ উদ্দেশ্যে হজরতের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেছিল, এস্থলে তাহাদিগকে কপট বলা হইয়াছে। হজরতের সৈন্যের সাহায্যে আমাদের ধন প্রাণ রক্ষা পাইবে, এই লক্ষ্য করিয়া তাহারা তাঁহার সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিল। যখন মোসলমানেরা অবগত হইলেন যে, ইহাদের গমনাগমনের উদ্দেশ্য কেবল স্বার্থ উদ্দেশ্যে, প্রেমের অনুরোধে নয়, তখন অনেকে বলিলেন যে, ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে থাকিতে হইবে। আবার কতক লোক বলিলেন যে, ইহাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যাউক, হয়তো এতদ্দ্বারা ইহারা বিশ্বাসের পথে আসিবে। তাহাতেই কাহাকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন বা পথচ্যুত করা ঈশ্বরের হস্তে, ইহার চিন্তা তোমাদের কেন ? এইরূপ ঐশ্বরিক বাণী অবতীর্ণ হয়। (ত, ফা,)

* ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করার অর্থ, বিশ্বাসী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রসন্নতা উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়া, স্বার্থের জন্য নয়। "যদি তাহাবা অগ্রাহ্য করে" ইহার অর্থ "ধর্ম্মবিশ্বাস ও দেশত্যাগকে যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে।" (ত, হো,)

† এই দল খজয়া গোষ্ঠি বা বেকর কিম্বা আস্‌লম গোষ্ঠী, ইহাদের সঙ্গে প্রেরিতপুরুষ এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, সে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল বলিয়া গণ্য হইবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আপন দলের কাফেরদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাহারা প্রতিশ্রুত। ইহারা মদলজবংশীয় লোক। প্রেরিতপুরুষের পক্ষ হইয়া কোরেশদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইহারা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিল। (ত, হো,)

§ "কোন পথ করেন নাই" ইহার অর্থ, তাহাদিকে আক্রমণ করা ইত্যাদির বিধি দেন নাই। (ত, হো)

¶ এই দল গতফান বা আসদগোষ্ঠী, যাহারা মদিনাতে যাইয়া, আপনারা এস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাসী,

হইয়া থাকে; পরন্তু যদি তোমাদিগ হইতে অপসৃত না হয় ও তোমাদের সম্বন্ধে সন্ধি স্থাপন না করে এবং আপন হস্ত বদ্ধ না করে, তবে তাহাদিগকে ধর ও তাহাদিগকে যে স্থানে পাও সংহার কর, এবং তোমরা এই সেই দল যে আমি তাহাদের উপর তোমাদিগকে উজ্জ্বল প্রমাণ দান করিয়াছি *। ৯১। (র, ১২, আ, ৪)

এবং ভ্রম ব্যতীত মোসলমানকে হত্যা করা মোসলমানের পক্ষে উচিত নহে, এবং যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কোন মোসলমানকে হত্যা করে, তবে একজন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করিতে হয়, এবং খয়রাত না করিলে তাহার পরিবারের প্রতি হত্যার মূল্য সমর্পণীয়; পরন্তু যদি সে তোমাদের শত্রুদলস্থ ও মোসলমান হয়, তবে একজন মোসলমানের গ্রীবার বন্ধনমোচন কর্ত্তব্য, এবং যদি সে সেই দলের হয় যে তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে অঙ্গীকার আছে, তবে হত্যার মূল্য তাহার পরিবারের প্রতি সমর্পণীয়, এবং এক জন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করিতে হয়; পরন্তু যে ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত না হয়, ঈশ্বরের দিক্ হইতে (তাহার) প্রায়শ্চিত্ত দুই মাস অবিচ্ছিন্ন রোজাপালন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ †। ৯২। এবং যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে মোসলমানকে হত্যা করে, পরে তাহার

এরূপ প্রচার করে; পরে মক্কায় যাইয়া কাফেরদিগের সঙ্গে মিলিত হয় ও এস্লাম ধর্ম্মের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কতক লোক আছে যে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব না এবং স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু স্থির থাকিতে পারে না। যখন আপন দলে জয়শ্রী দেখে, তখন তাহাদের সঙ্গে যাইয়া যোগ দেয়। অতএব যাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে ত্রুটি করিও না। (ত, ফা,)

† আবু রবয়ের পুত্র আয়াশ নামক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। হজরতের মদিনা-প্রস্থানের পূর্ব্বে আয়াশ মোসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয়দিগের নিকটে তাহা গুপ্ত রাখিয়াছিল। হজরত মদিনায় চলিয়া গেলে একদিন রাত্রিতে সে মদিনাভিমুখে পলায়ন করে। আয়াশের মাতা তাহার বিচ্ছেদে অত্যন্ত শোক বিলাপ করিতে থাকে। আয়াশের সহোদর ভ্রাতা হারেস মাতার বিলাপ পরিতাপ দেখিয়া আবুজহলের সহায়তায় আয়াশের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মদিনার নিকটে তাহাকে পাইয়া নানা ছলকৌশলে মক্কায় ফিরাইয়া লইয়া আইসে। তথায় এস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইবার জন্য হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাকে রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। তখন জয়দের পুত্র হারেস তাহার নিকটে যাইয়া বলে, এই ক্লেশ যন্ত্রণা কেন সহ্য করিতেছ, এস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও। পরিশেষে আয়াশ নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়া অবলম্বিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। পুনর্ব্বার সেই হারেস আসিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলে যে, "যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলে, যদি তাহা সত্য ছিল, তবে কেন পরিত্যাগ করিলে, অসত্য হইলে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে বা কেন?" আয়াশ হারেসের এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইল, এবং শপথ করিয়া বলিল, 'সুযোগ পাইলেই আমি তোমাকে যেরূপেই হউক বধ করিব।" অতঃপর আয়াশ মদিনায় যাইয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মগ্রহণ করে। হারেসও মদিনায় যাইয়া মোসলমান হয়। হারেসের ধর্ম্মগ্রহণ বৃত্তান্ত আয়াশ অবগত ছিল না। এক দিন সে হারেসকে নির্জ্জনস্থানে পাইয়া তাহার জীবন সংহার করে। হজরতের ধর্ম্মবন্ধুগণ

জন্য শাস্তি নরক, তথায় চিরাবস্থিতি, এবং তাহার প্রতি ঈশ্বর ক্রোধ করিয়াছেন ও তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন *।

৯৩। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে (যুদ্ধে) গমন কর, তখন অনুসন্ধান লইও, যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি সলাম অর্পণ করে, তাহাকে বলিও না যে, তুমি মোসলমান নও; তোমরা পার্থিব সামগ্রী চাহিতেছ, পরন্তু ঈশ্বরের নিকটে লুণ্ঠন দ্রব্য প্রচুর আছে; এইরূপ তোমরা প্রথমে ছিলে, পরে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি হিতসাধন করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিও, তোমরা যাহা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন। †।

আয়াশকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, "তুমি অযথা একজন মোসলমানকে বধ করিয়াছ, কেয়ামতে কি উত্তর দান করিবে?" তজ্জন্য আয়াশ অনুতপ্ত হইয়া হজরতের নিকটে যাইয়া সবিশেষ নিবেদন করে, তাহাতে এই আয়তের অবতারণা হয়। (ত, হো,)

অনেক প্রকার ভ্রমে হত্যা হইতে পারে। এস্থানে মোসলমানকে কাফের জানিয়া হত্যা করার উল্লেখ হইয়াছে। সকল প্রকার ভ্রমজনিত হত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিধি। ১ম, একজন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করা অর্থাৎ কোন মোসলমান ক্রীতদাসকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করা। তাহার সঙ্ঘটন না হইলে অবিচ্ছিন্ন দুইমাস কাল রোজা পালন বিধি। অপরাধের জন্য ঈশ্বরসম্বন্ধে এই স্বত্ব। ২য়, হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে হত্যার মূল্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। সে ইচ্ছা করিলে তাহা খয়রাত করিয়া অর্থাৎ দেয় অর্থ ক্ষমা করিয়া হত্যাকারীকে মুক্তি দিতে পারে। যদি হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মোসলমান হয় অথবা সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ কাফের হয়, তাহা হইলে তাহাকে হত্যার মূল্য প্রদান করা হইয়া থাকে, শত্রু কাফের হইলে প্রদান করা বিধি নহে। হনিফী ধর্ম্মমতে মোসলমানের হত্যার মূল্য আনুমানিক দুই সহস্র সাত শত চল্লিশ মুদ্রা। তাহা তিন বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে পারে। (ত, ফা,)

* জরারার পুত্র মকিস আপন ভ্রাতা হশমকে বনি অন্নজ্জারের পল্লীতে নিহত প্রাপ্ত হইয়া হজরতের নিকটে যাইয়া এ বিষয় নিবেদন করে। হজরত তাহার সঙ্গে জহির কহারীকে বনি অন্নজ্জারের নিকটে প্রেরণ করিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠান যে, কে হত্যাকারী, জ্ঞাত থাকিলে মকিসের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে, অন্যথা যথাবিধি হত্যার মূল্য মকিসকে প্রদান করিবে। বনি অন্নজ্জার এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হত্যার মূল্যস্বরূপ একশত উষ্ট্র মকিসকে প্রদান করে। মকিস জহিরের সঙ্গে মদিনায় যাত্রা করিয়া নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে, সে নিরপরাধী জহিরকে মারিয়া ফেলে। তৎপর সে মদিনায় না যাইয়া তথা হইতে মক্কায় ফিরিয়া আইসে। তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† হজরতের জীবদ্দশাকালে একদল এস্লাম সৈন্য কোন গ্রামে উপস্থিত হয়। সেখানে কতিপয় মোসলমান কৃষক ছিল, তাহারা স্বীয় পালিত পশুদিগকে পার্শ্বে রাখিয়া দণ্ডায়মান হয়, এবং সেই সৈন্যদিগকে সেলাম করে। সেনাগণ মনে করে যে, ইহারা স্বার্থোদ্দেশ্যে মোসলমানী প্রকাশ করিতেছে। এই ভাবিয়া তাহাদিগকে বধ করে, এবং তাহাদের গৃহপালিত পশুসকল হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। "এইরূপ তোমরা প্রথমে ছিলে" যে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, তোমরা পূর্ব্বে স্বার্থোদ্দেশ্যে অযথা হত্যা করিতে, কিন্তু মোসলমান হইয়া এক্ষণ আর তাহা করা তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। (ত, ফা)

৯৪। উপবিষ্ট অক্ষত বিশ্বাসিগণ এবং আপন ধন ও আপন জীবনযোগে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংগ্রামকারিগণ তুল্য নহে; পরমেশ্বর আপন ধন ও আপন জীবনযোগে সংগ্রামকারীদিগকে মর্য্যাদায় উপবেশনকারীদিগের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এবং সকলের সঙ্গে পরমেশ্বর উত্তম অঙ্গীকার করিয়াছেন, পরমেশ্বর উপবেশনকারীদিগের অপেক্ষা সংগ্রামকারীদিগকে উচ্চ পুরস্কার অধিক দিয়াছেন। ৯৫। আপনার নিকট হইতে তিনি মর্য্যাদা সকল ও ক্ষমা এবং দয়া (প্রদান করিয়াছেন) এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন *। ৯৬। (র, ১৩, আ, ৫)

নিশ্চয় যাহারা আপন জীবনের উৎপীড়নকারী ছিল, তাহাদিগকে দেবগণ গতাসু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমরা কি ভাবে ছিলে?" তাহারা বলিল, "আমরা পৃথিবীতে দুর্দ্দশাপন্ন ছিলাম।" দেবগণ বলিল, "ঈশ্বরের পৃথিবী কি বিস্তৃত ছিল না যে, তাহাতে স্থানান্তরিত হও?" অনন্তর এই তাহারাই, তাহাদিগের স্থান নরক লোক, এবং তাহা কুৎসিত স্থান †। ৯৭। + উপায় অবলম্বন করিতে পারে না ও পথ প্রাপ্ত হয় না এমন দুর্ব্বল স্ত্রী পুরুষ ও শিশুগণ ব্যতীত। ৯৮। + অতএব এই তাহারা, ভরসা যে ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও মার্জ্জনাকারী হন ‡। ৯৯। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে, সে পৃথিবীতে বহু এবং বিস্তৃত স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হইয়া আপন গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তৎপর সে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহার পুরস্কার ঈশ্বরের নিকটে নির্দ্ধারিত, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন §। ১০০। (র, ১৪, আ, ৪)

---

* যে ব্যক্তি বিকলাঙ্গ অর্থাৎ অন্ধ, খঞ্জ বা বধির, তাহার সম্বন্ধে জেহাদের (ধর্ম্মযুদ্ধের) বিধি নাই। সুস্থ সবলকায় লোকের মধ্যে যাহারা জেহাদে না যাইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা জেহাদ করে, তাহারা অধিক গৌরবান্বিত। (ত, কা,)

† কাকাহার পুত্র কয়স এবং অলিদের পুত্র কয়স এবং আরও কয়েকজন লোক ক্ষমতাসত্ত্বে মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করে নাই। যখন কোরেশবংশীয় প্রধান পুরুষেরা মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়া বদরের দিকে যাত্রা করে, তখন তাহারা তাহাদিগের সঙ্গে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, এবং মোসলমানদিগের করবালের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। এই আয়ত তাহাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। "জীবনের উৎপীড়নকারী" ইহার ভাব এই যে, যখন মক্কা ত্যাগ করার বিধি হইয়াছিল, সেই বিধি উপেক্ষা করার অপরাধে আত্মার অনিষ্টকারী। "তাহাদিগকে দেবগণ গতাসু করিয়া জিজ্ঞাসা করে" অর্থাৎ শমনের অনুচরগণ তাহাদের প্রাণ হস্তগত করিয়া জিজ্ঞাসা করে। (ত, হো,)

‡ ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যে দেশে মোসলমানগণ বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ্য ভাবে থাকিতে পারে না, তাহাদিগের সম্বন্ধে তথা হইতে প্রস্থান করা বিধি। অক্ষমদিগের জন্য এই বিধি নয়। (ত, কা,)

§ মক্কাতে এমন বহুসংখ্যক লোক এস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল যে, তাহাদের স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল না। যখন মক্কা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরগমনের বিধি রূপ

যখন তোমরা ভূতলে পর্য্যটন কর, তখন কাফেরগণ তোমাদিগকে বিপদে ফেলিবে আশঙ্কা হইলে, নমাজ সঙ্ক্ষেপ করায় তোমাদের সম্বন্ধে অপরাধ নাই ; নিশ্চয় কাফেরগণ তোমাদের স্পষ্ট শত্রু হয় *। ১০১। এবং যখন তুমি (হে মোহম্মদ,) ইহাদিগের (বিশ্বাসীদিগের) মধ্যে থাক, তখন তাহাদের জন্য নমাজ প্রতিষ্ঠিত করিও ; পরে উচিত যে, ইহাদের এক দল তোমার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, এবং উচিত যে, আপনাদের অস্ত্র গ্রহণ করে, পরিশেষে যখন প্রণত হইবে, তখন উচিত যে, তাহারা তোমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় ; এবং উচিত যে, নমাজ পড়ে নাই এমন অন্য একদল উপস্থিত হইয়া তোমার সঙ্গে পরে নমাজ পড়ে, অপিচ আপনাদের রক্ষণোপায় ও আপনাদের অস্ত্র অবলম্বন করে ; কাফেরগণ আকাঙ্ক্ষা করে, যদি তোমরা আপনাদের অস্ত্র ও আপনাদের দ্রব্যজাতসম্বন্ধে অসতর্ক হও, তবে তাহারা অকস্মাৎ তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে ; যদি বৃষ্টিতে তোমাদের কোন ক্লেশ হয় ও তোমরা রোগগ্রস্ত হও, তবে আপনাদের অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের প্রতি দোষ নাই, এবং তোমরা আপনাদের রক্ষাকে অবলম্বন করিও ; নিশ্চয় ঈশ্বর কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন †। ১০২। অনন্তর

আয়ত অবতীর্ণ হইল, এবং তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া মক্কানিবাসী দুর্ব্বল মোসলমানদিগের নিকটে প্রেরিত হইল। তখন জমরার পুত্র জনদা স্বীয় পুত্রদিগকে বলিলেন, "যদিচ আমি রুগ্ন ও বৃদ্ধ, তথাপি সাধারণ দুর্ব্বলদিগের সদৃশ নহি, প্রস্থানের উপায় করিতে পারিব, মদিনার পথও অবগত আছি ; কেবল এইমাত্র ভয় হইতেছে যে, পথে বা আমার মৃত্যু হয়, কিন্তু প্রস্থানে বিরত থাকিলে আমার ধর্ম্মহানি হইবে। অতএব আমি যে আসনের উপর শয়ান আছি, এই আসনের সহিত তোমরা আমাকে বাহির কর।" পুত্রগণও তাঁহার আজ্ঞার অনুসরণ করিল, এবং তাহারা পিতাকে বহনপূর্ব্বক তনয়িমনামক স্থানে উপনীত হইল। সেস্থানে জনদার প্রাণত্যাগ হয়। এই সংবাদ মদিনায় পঁহুছিলে হজরতের ধর্ম্ম-বন্ধুগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "জনদা মদিনায় উপস্থিত হইতে পারিলে তাঁহার ধর্ম্ম পূর্ণ হইত, তিনি পূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* দেশপর্য্যটনকালে তিন মঞ্জেলে চারি রকাত নমাজ পড়ার বিধি। নমাজের চারি অঙ্গ, তাহার এক এক অঙ্গকে বা অংশকে রকাত বলে। মঞ্জেল অবতরণভূমি। পথিকগণ যেস্থানে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করে, তাহাকে মঞ্জেল বলে। যে স্থানে শত্রুর ভয়, সে স্থলে মোসলমানগণ দুই দলে বিভক্ত হইবেন। এমাম এক এক দলে এক এক বার করিয়া দুইবার নমাজ পড়িবেন, অথবা এক এক দলে এক এক রকাত করিয়া নমাজ পড়িবেন। প্রথম দলের সঙ্গে এক রকাত নমাজ পড়া হইলে, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অপর দলের প্রতীক্ষা করিবেন, সেই দল আসিয়া যোগ দিলে তাহাদের সহিত নমাজ পড়িবেন। বিশেষ স্থলে নমাজ ভঙ্গ হইবে। (ত, ফা,)

† এই আয়তে যুদ্ধক্ষেত্রে কি ভাবে নমাজ পড়িতে হইবে, তাহার বিধি হইয়াছে। যুদ্ধের সময় সৈন্য দুই দলে বিভক্ত হইবে। এক এক দল ক্রমশঃ এমামের সঙ্গে নমাজের অর্দ্ধাংশে যোগ দিবে, অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ ধারণ করিয়া থাকিবে, যদি দলবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়ার সুবিধা না হয়, তবে তাহা হইতে বিরত হইয়া একাকী ইঙ্গিতে নমাজ পড়িবে। তাহারও সুযোগ না হইলে, নমাজ ভঙ্গ করিবে। (ত, ফা,)

যখন তোমাদের নমাজ সম্পন্ন হয়, তখন দণ্ডায়মান হইয়া ও বসিয়া এবং আপনাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিও; পরে যখন তোমরা নিরাপদে থাক, তখন নমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিও, নিশ্চয় বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে নমাজ সাময়িকরূপে লিখিত *। ১০৩। এবং সেই দলের (কাফেরদিগের) অনুসন্ধানে তোমরা শিথিল হইও না; যদি তোমরা পীড়িত হও, তবে তাহারাও তোমাদের ন্যায় পীড়িত, এবং তাহারা যাহা আশা করে না, তোমরা ঈশ্বরের নিকটে তাহা আশা করিতেছ, এবং ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ হন †। ১০৪। (র, ১৫, আ, ৪)

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, যেন ঈশ্বর তোমাকে যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা তুমি লোকদিগের মধ্যে আদেশ কর; তুমি অহিতকারীদিগের অনুরোধে শত্রু হইও না ‡। ১০৫। ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১০৬। এবং যাহারা আপনাদের জীবনের ক্ষতি করে, তুমি

* যদি ভয়ের অবস্থায় নমাজ সংক্ষেপ করা হয়, তবে নমাজের পরে অন্য ভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। যথাসময়ে নমাজ পড়া একটি বিশেষ নিয়ম। কিন্তু ঈশ্বরস্মরণ সকল অবস্থায় হইতে পারে। (ত, ফা,)

পার্শ্বোপবিষ্ট হওয়ার অর্থ পার্শ্বশায়ী হওয়া, অর্থাৎ যখন তোমরা অস্বাহত হইয়া পার্শ্বশায়ী হও, তখনও ঈশ্বরকে স্মরণ করিও। এস্থলে সকল অবস্থায় ঈশ্বরকে স্মরণ করার বিধি হইয়াছে। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ভীত হইবে, এই তাহার ভাব। জাদোল্‌মসিরনামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, কার্য্য করিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঈশ্বরকে ভয় করিও, এবং ভোজন পান ও লোকের সঙ্গে সহবাস করিতে, উপবেশনের অবস্থায়, এবং নিদ্রার উদ্যোগ করিবার সময়, শয়নের অবস্থায়, এইরূপ সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরকে ভয় করিও। "জেকর" শব্দের অর্থ স্মরণ করা, এ স্থলে "জেকর" শব্দের অর্থ ভয় করা লিখিত হইয়াছে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পলায়িত কাফেরদিগের অনুসন্ধান কর। তোমরা আহত হইয়াছ বলিয়া আপত্তি করিও না, তাহারাও তোমাদের ন্যায় আহত। (ত. হো,)

‡ জফরবংশীয় আব্রিকের পুত্র তামা নামানের পুত্র কত্তাদার গৃহে সিঁধ কাটিয়া এক থলে আটা (গোধূমচূর্ণ) চুরি করিয়া লইয়া যায়। দৈবাৎ সেই থলেতে ছিদ্র ছিল। তামার আলয় পর্য্যন্ত সমুদায় পথে উক্ত ছিদ্র দিয়া আটা পতিত হয়। তামা সেই আটা আপন গৃহে না রাখিয়া জয়বনামক ইহুদির আলয়ে গচ্ছিত রাখে। প্রাতঃকালে কত্তাদা পতিত আটার চিহ্নানুসারে তামার গৃহে উপস্থিত হইয়া আটার অনুসন্ধান করে। তামা শপথপূর্ব্বক বলে যে, "আটা আমি চুরি করি নাই, ইহার কোন সংবাদও রাখি না।" যে পথ দিয়া তামা আটার থলে সহ ইহুদির গৃহে গিয়াছিল, সে কত্তাদাকে সেই পথে ইহুদির আলয়ে লইয়া গেল, এবং ইহুদিকে আটা চোর বলিয়া ধরিল। ইহুদি বলিল, "আমি আটা চুরি করি নাই, গত রজনীতে তামা ইহা আমার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়াছে।" অনেক লোক এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিল। তখন কত্তাদা যাইয়া হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করে। হজরত অনেকের অনুরোধে প্রসিদ্ধ জফরবংশীয় তামার অপমান ও শাস্তি হয়, ইচ্ছা করিলেন না। তিনি এ বিষয়ে ইহুদিকে দোষী, মোসলমান

তাহাদের পক্ষাবলম্বনে বিরোধ করিও না ; যে ব্যক্তি ক্ষতিকারী অপরাধী হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাকে প্রেম করেন না। ১০৭। + তাহারা মনুষ্য হইতে গুপ্ত রাখে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে গুপ্ত রাখিতে পারে না, এবং তাহারা যখন রজনীতে (ঈশ্বরের) অনভিপ্রেত কথার পরামর্শ করে, তখন তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকেন, তাহারা যাহা করে, ঈশ্বর তাহা ঘেরিয়া রহিয়াছেন। ১০৮। জানিও, তোমরা সেই লোক, যে সাংসারিক জীবন বিষয়ে তাহাদের পক্ষ হইতে বিরোধ করিতেছ ; অবশেষে কেয়ামতের দিনে কোন্ ব্যক্তি তাহাদের (ক্ষতিকারীদের) পক্ষ হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধ করিবে ? অথবা কে তাহাদের সম্বন্ধে কার্য্যসম্পাদক হইবে ? ।১০৯। এবং যে ব্যক্তি কুকর্ম্ম করে অথবা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে ঈশ্বরকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু প্রাপ্ত হয় *। ১১০। এবং যে ব্যক্তি পাপ করে, সে তাহা আপন জীবনের সম্বন্ধে করে, ইহা ভিন্ন নহে ; ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ হন †। ১১১। যে ব্যক্তি কোন ত্রুটি করে, অথবা পাপ করে, তৎপর নিরপরাধীর প্রতি অপবাদ দেয়, পরে সত্যই সে অসত্যকে ও স্পষ্ট অপরাধকে বহন করিয়া থাকে। ১১২। (র, ১৬, আ, ৮)

এবং যদি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বরের কৃপা ও তাঁহার দয়া না থাকিত, নিশ্চয় তাহাদের এক দলতো তোমাকে পথভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল ‡। তাহারা আপন জীবনকে ব্যতীত পথভ্রান্ত করে না, এবং তোমার কিছুই ক্ষতি করে না ; ঈশ্বর তোমার প্রতি গ্রন্থ ও বিজ্ঞান অবতারণ করিয়াছেন, এবং তুমি যাহার জ্ঞান রাখিতে না, তোমাকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তোমার প্রতি ঈশ্বরের মহাকৃপা বিদ্যমান। ১১৩। যাহারা দানে অথবা শুভকর্ম্মে কিম্বা সন্ধিস্থাপনে লোকদিগের মধ্যে কথা কহে (মন্ত্রণা করে), তদ্ভিন্ন তাহাদের বহুগুপ্ত মন্ত্রণায় কল্যাণ নাই, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তোষ অন্বেষণে ইহা করে, পরে সত্বর তাহাকে আমি মহা পুরস্কার দান করিব §। ১১৪। এবং যে ব্যক্তি তাহার সম্বন্ধে পথপ্রদর্শন হওয়ার পর প্রেরিত পুরুষের বিরোধী হয়,

---

তামাকে নির্দ্দোষী স্থির করিলেন, এবং ইহুদিকে শাস্তিদানে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে এই আয়ত ও নিম্নোক্ত দুই তিন আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো)

* কুকর্ম্ম গুরুতর পাপ এবং আপনার প্রতি অত্যাচার লঘুতর পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে সকল লোক অনুতাপ করে, তাহারা ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। (ত, ফা,)

+ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাপ করে, সেই পাপী হয়, তাহার পাপে অন্য ব্যক্তি পাপী হয় না। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ তামাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করার ও জয়বকে শাস্তি দান করার চেষ্টা হইতে ঈশ্বরের কৃপা তোমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে। (ত, হো)

§ কপট লোকেরা হজরতের নিকটে যাইয়া কাণে কাণে কথা কহিত। তাহারা হজরতের অতিশয় বিশ্বাসপাত্র ও তাঁহার সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বুঝিয়া লোকে তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিবে, এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এরূপ করিত। এদিকে সভাতে বসিয়া তাহারা

বিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধ পথের অনুসরণ করে, যে বিষয়ে সে সমুৎসুক হয়, আমি তাহাকে তাহাতে প্রবর্ত্তিত করিব, এবং তাহাকে নরকে আনয়ন করিব, (উহা) কুস্থান *। ১১৫। (র, ১৭, আ, ৩)

নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে অংশিস্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না, এতদ্ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশিস্থাপন করে, নিশ্চয় সে দূরতর পথচ্যুতরূপে পথচ্যুত হয়। ১১৬। তাহারা তাঁহাকে ব্যতীত নারীকে (নারীরূপী প্রতিমাকে) ভিন্ন আহ্বান করে না, এবং অবাধ্য শয়তানকে ভিন্ন আহ্বান করে না। ১১৭। + ঈশ্বর তাহাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং সে বলিয়াছে, "একান্তই আমি তোমার উপাসকগণ হইতে নির্দ্ধারিত অংশ গ্রহণ করিব †। ১১৮। + একান্তই আমি তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিব ও একান্তই আমি তাহাদিগকে কামনাযুক্ত করিব, এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব যেন পশুর কর্ণচ্ছেদ করে, একান্তই আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব যেন ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন করে;" পরন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, পরে নিশ্চয়ই সে স্পষ্টক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ‡। ১১৯। সে তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করে ও তাহাদিগকে কামনাযুক্ত করে, এবং শয়তান তাহাদের সঙ্গে ছলনা ভিন্ন অঙ্গীকার করে না। ১২০। ইহারাই

মন্ত্রণাচ্ছলে কাণে কাণে ইহার উহার নিন্দা করিত। এ জন্য ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণা প্রায়ই অশুভ। শুভ বাক্য গোপন করিবার প্রয়োজন রাখে না। (ত, কা,)

* এই আয়তও পূর্ব্বোক্ত তামা সম্বন্ধীয়। তামা আটা চুরির অপরাধে শাস্তির ভয়ে মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কাতে যাইয়া আশ্রয় লয়। সেখানেও সে এক ব্যক্তির গৃহের প্রাচীরে সিঁদ কাটে, তখন প্রাচীর পড়িয়া যায়, সে প্রাচীরের নিম্নে চাপা পড়ে। গৃহস্থ তাহা হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করে ও তাহার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হয়। পরে কয়েকজন প্রতিবেশীর অনুরোধে সে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর তামা মক্কা হইতে তাড়িত হইয়া শাম দেশের দিকে প্রস্থান করে। পথে এক স্থানে এক জন বণিকের কোন দ্রব্য চুরি করিয়া সে ধরা পড়ে, এবং সেই বণিক্ কর্ত্তৃক নিহত হয়! প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে, মোসলমানমণ্ডলীর উপর ঈশ্বরের হস্ত। যে ব্যক্তি ভিন্ন পথ অবলম্বন করে, সে নরকগামী হয়। যে বিষয়ে মণ্ডলীর সঙ্গে যোগ হয়, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। (ত, কা,)

† অর্থাৎ তোমরা উপাসকগণ আপন ধনের অংশ আমার জন্য রাখিবে। যেমন পৌত্তলিকেরা পুত্তলিকাকে উপহার দেয়, তদ্রূপ তোমরা আমাকে ধন উপহার দিবে। (ত, কা,)

‡ পশুর কর্ণচ্ছেদ করা কাফেরদিগের রীতি ছিল। একটি গো-বৎস বা ছাগশিশুকে দেবতার নামে অভিহিত করা হইত, এবং কর্ণে ছিদ্র করিয়া তাহাকে চিহ্নিত করার নিয়ম ছিল। "ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন" করা অর্থাৎ মনুষ্যের রূপ পরিবর্ত্তন করা। তাহা এরূপ হইত যে, কোন বালিকার মস্তকে শিকা বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিমার নামে অভিহিত করা হইত। মোসলমানগণ এপ্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। (ত, কা,)

ইহাদিগের আবাস নরক, এবং তাহা হইতে ইহারা উদ্ধার পাইবে না। *। ১২১। এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে সেই স্বর্গে প্রবেশ করাইব, যাহার ভিতর দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা নিত্যকাল থাকিবে; ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা কথায় অধিকতর সত্যবাদী? ১২২। তোমাদের বাসনারূপ এবং গ্রন্থধারীদিগের বাসনারূপ (কার্য্য) নহে; যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তাহার প্রতিফল প্রদত্ত হইবে, সে আপনার জন্য ঈশ্বর ব্যতীত বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না। ১২৩। স্ত্রী বা পুরুষ যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করে ও বিশ্বাসী হয়, পরে সেই তাহারাই স্বর্গে প্রবেশ করিবে, এবং তাহারা খর্জ্জুর-বীজ পরিমাণও অত্যাচরিত হইবে না। ১২৪। এবং যে ব্যক্তি আপন আনন ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্থাপন করিয়াছে, ধর্ম্মবিষয়ে তাহা অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? সেই ব্যক্তি সৎকর্ম্মশীল ও সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণকারী; পরমেশ্বর এব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৫। এবং স্বর্গেতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের; ঈশ্বর সমুদায় বস্তুকে ঘেরিয়া আছেন। ১২৬। (র, ১৮, আ, ১১)

এবং নারীগণসম্বন্ধে (হে মোহম্মদ,) ইহারা তোমার নিকটে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে; বল, তাহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বরই তোমাদিগকে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, এবং নিরাশ্রয়া নারীদিগের বিষয়ে গ্রন্থে তোমাদের প্রতি যাহা পঠিত হইয়া থাকে—যাহাদিগকে, তাহাদের জন্য যাহা লিখিত হইয়াছে, তোমরা প্রদান কর না ও যাহাদিগকে বিবাহ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর, (তাহাদের বিষয়ে) এবং দুর্ব্বল বালকদিগের বিষয়ে তিনি (ব্যবস্থা দিয়া থাকেন,) এবং ন্যায়ানুসারে অনাথদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখার (আজ্ঞা আছে;) এবং তোমরা যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়া থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা হন †। ১২৭। এবং যদি কোন স্ত্রী আপন স্বামী হইতে অবাধ্যতা ও অবজ্ঞার আশঙ্কা

---

* গ্রন্থাধিকারী লোকেরা এরূপ ভাবিয়াছিল যে, আমরা বিশেষ চিহ্নিত লোক, যে অপরাধে অপর লোক শাস্তি প্রাপ্ত হয়, আমাদিগকে সেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। আমাদের পেগম্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অজ্ঞান মোসলমানগণও আপনাদের সম্বন্ধে এইরূপ মনে করিতেছিল। অতএব আদেশ হইল যে, যে ব্যক্তি পাপ করিবে, তাহারই শাস্তি হইবে। (ত, ফা,)

† এই সূরার প্রথমভাগে নিরাশ্রয়ের স্বত্ব সম্বন্ধে বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহাতে এই মর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে যে, যে নিরাশ্রয়া বালিকার পিতৃব্যপুত্র ব্যতীত অভিভাবক নাই, সেই পিতৃব্যপুত্র যদি বুঝিতে পারে যে, সে তাহার স্বত্ব পরিশোধ করিতে পারিবে না, তবে তাহাকে সে বিবাহ করিবে না, অন্য কাহারও সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবে। এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে মোসলমানগণ এরূপ অবস্থাপন্ন নারীর পাণিগ্রহণে নিবৃত্ত ছিলেন। পরে যখন দেখিলেন, অভিভাবক বিবাহ করিলে নারীর পক্ষে কোন কোন বিষয়ে মঙ্গল হয়, এবং সে যেমন তাহার হিতসাধন করিতে সুক্ষম, অন্য কেহ সেরূপ নয়, তখন তাঁহারা হজরতের নিকটে ইহার বিধি প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে এই আয়ত

করে, তবে উভয়ের পক্ষে দোষ নয় যে, তাহারা কোন সম্মিলনে আপনাদের মধ্যে সম্মিলন সংস্থাপন করে; সম্মিলন কল্যাণ, কৃপণতার প্রতি প্রাণ স্থাপিত। যদি তোমরা সৎকার্য্য কর ও ধর্ম্মভীরু হও, তবে নিশ্চয় তোমরা যাহা কর, ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত আছেন *। ১২৮। এবং যদিচ তোমরা ইচ্ছা কর, তথাপি নারীগণের সম্বন্ধে ন্যায়াচরণ করিতে সুক্ষম হইবে না, অনন্তর সম্পূর্ণ অনুরাগে (প্রিয়তমার প্রতি) অনুরাগ প্রকাশ করিও না; অবশেষে তাহাদিগকে শূন্যে লম্বিত স্ত্রীবৎ ছাড়িয়া দেও, এবং যদি সম্মিলন স্থাপন কর ও ধর্ম্মভীরু হও, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর দয়ালু ও ক্ষমাশীল আছেন। † ১২৯। এবং উভয়ে (স্বামী স্ত্রী) বিচ্ছিন্ন হইলে ঈশ্বর নিজ উদারতা-গুণে প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত করিবেন, ঈশ্বর উদার ও নিপুণ হন। ১৩০। এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের; সত্য সত্যই তোমাদের পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকেও আমি এই উপদেশ দিয়াছি যে, ঈশ্বরকে ভয় করিও; যদি কাফের হও, তবে (জানিও) নিশ্চয় স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের জন্য ও ঈশ্বর প্রশংসিত ও ঐশ্বর্য্যবান্ আছেন। ১৩১। স্বর্গেতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের, ঈশ্বর যথেষ্ট কার্য্য-সম্পাদক। ১৩২। হে লোক সকল, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে দূর করিবেন ও অন্য সকলকে আনয়ন করিবেন, এবং এ বিষয়ে ঈশ্বর ক্ষমতাবান্ হন। ১৩৩। যে ব্যক্তি সাংসারিক পুরস্কার ইচ্ছা করে, পরিশেষে পরমেশ্বরের নিকটেই সাংসারিক ও পারত্রিক পুরস্কার; এবং ঈশ্বর দ্রষ্টা ও শ্রোতা আছেন। ১৩৪। (র, ১৯, আ, ৮)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের জন্য ন্যায়ানুসারে সাক্ষ্যদান করিতে তোমরা প্রস্তুত থাক, যদ্যপি তোমাদের নিজের প্রতি অথবা পিতা মাতার প্রতি এবং আত্মীয়গণের প্রতিও হয়, যদি ধনী অথবা দরিদ্র হয়, তবে এই দুইয়ের প্রতি ঈশ্বর অধিক অনুগ্রহকারী;

অবতীর্ণ হয়। ইহার মর্ম্ম এই যে, যে পর্য্যন্ত নিরাশ্রয়া নারীর স্বত্ব পূর্ণরূপে প্রদান না করিবে, বিবাহে সে পর্য্যন্ত নিষেধ রহিল; তাহা প্রদান করিলে পর, তাহার কল্যাণসাধনে সমুৎসুক হইলে বিধি হইল। (ত, কা.)

* অর্থাৎ স্বামীকে অপ্রসন্ন দেখিয়া স্ত্রী তাহাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের স্বত্ব কিছু ছাড়িয়া দিতে পারে, ইহা সঙ্গত। "কৃপণতার প্রতি প্রাণ স্থাপিত" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধনাগমে সকলের মনে সন্তোষ হয়, কিছু ধন পাইলে একান্তই পুরুষ প্রসন্ন হইবে। (ত, কা,)

+ মনুষ্য লোভপরবশ; যাহার বহুপত্নী, সেই পত্নীদিগকে ধনবিভাগ করিয়া দিবার কালে তাহা দ্বারা প্রায় ন্যায় ব্যবহার হইয়া উঠে না। পত্নীদিগের মধ্যে যে পত্নী তাহার প্রিয়তমা, সে তাহাকেই অধিক অংশ দিতে সমুৎসুক হয়। শূন্যে লম্বিত (মুয়ল্লাক) সেই স্ত্রীকে বলা যায়, যে স্ত্রীর স্বামী থাকিয়াও নাই। এস্থানের ভাব এই যে, অপ্রিয় স্ত্রীকে যে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ না কর, পূর্ণ অনুরাগে প্রিয়তমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিও না, অর্থাৎ ধনবিভাগে ও পারিবারিক উপজীবিকাদানে প্রিয়তমার প্রতি আন্তরিক অনুরাগকে বাহ্যে প্রকাশ করিও না। (ত, হো,)

অবশেষে তোমরা বিচার করিতে (নিজ) ইচ্ছার অনুসরণ করিও না, এবং যদি (জিহ্বাকে) বক্র কর, কিম্বা (সাক্ষ্যদানে) বিমুখ হও, তবে তোমরা যাহা কর, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা আছেন *। ১৩৫। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি ও সেই গ্রন্থের প্রতি যাহা তিনি আপন প্রেরিত পুরুষের প্রতি অবতারণ করিয়াছেন, এবং সেই গ্রন্থের প্রতি ইতিপূর্ব্বে যাহা অবতারণ করিয়াছেন, বিশ্বাস স্থাপন কর ; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার দেবগণের প্রতি এবং গ্রন্থ সকল ও প্রেরিতগণের প্রতি ও পরকালের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছে, পরে নিশ্চয় সে দূরতর পথভ্রান্তরূপে পথভ্রান্ত হইয়াছে। ১৩৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, তৎপর ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তৎপর বিশ্বাসী হইয়াছে, তৎপর ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তৎপর অধিকতর ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, কখনও ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না, এবং তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন না। ১৩৭। কপট লোকদিগকে এই সংবাদ দান কর যে, তাহাদের জন্য ক্লেশকর দণ্ড আছে। ১৩৮। + তাহারা (কপট লোকেরা) বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের নিকটে কি তাহারা সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে ? পরন্তু নিশ্চয় সমগ্র সম্মান ঈশ্বরের জন্য। ১৩৯। এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতি গ্রন্থে অবতারিত হইয়াছে যে, যখন তোমরা ঐশ্বরিক প্রবচন সকল শ্রবণ কর, তখন তৎপ্রতি অবজ্ঞা এবং তৎপ্রতি উপহাস করা হইলে যে পর্য্যন্ত কথায় তদ্ব্যতীত প্রসঙ্গ না হয়, তোমরা তাহাদের (অবজ্ঞাকারী ও উপহাসকদিগের) সঙ্গে উপবেশন করিবে না. (তাহা করিলে) তখন নিশ্চয় তোমরা তাহাদিগের সদৃশ। নিশ্চয় ঈশ্বর নরকে কাফের ও কপটদিগের একত্র সংগ্রহকারী। ১৪০। + তাহারা তোমাদিগের প্রতীক্ষা করে, পরন্তু ঈশ্বর কর্ত্তৃক যদি তোমাদিগের জয় হয়, তবে তাহারা বলে, "আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ?" এবং যদি কাফেরদিগের লাভ হয়, তবে বলে, "আমরা কি তোমাদের উপর পরাক্রান্ত ছিলাম না ? মোসলমানগণ হইতে

* নিজের প্রতি সাক্ষ্যদানের অর্থ এই যে, আপনার হস্তে যে বিষয়ের স্বত্ব রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে সাক্ষ্যদান। এক ব্যক্তি আসিয়া হজরতকে বলিয়াছিল যে, "আমার পিতৃধনসম্বন্ধে কাহার কাহার স্বত্ব আছে, আমি তদ্বিষয়ে সাক্ষী. আমি সাক্ষ্যদান করিলে আমার পিতার সর্ব্বস্ব যায়, আমার বিশেষ ক্ষতি হয়, অতএব আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতে চাহি না।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, আপনার বিষয়ে সাক্ষ্যদানে ক্ষান্ত থাকিবে না। "যদি ধনী অথবা দরিদ্র হয়", অর্থাৎ সাক্ষ্যদান কালে ধনীকে সম্মান বা ভয় করিবে না, দরিদ্রের প্রতিও দয়া করিবে না। এ দুইয়ের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে, তোমার অনুগ্রহ করিতে হইবে না। (ত, হো,)

অর্থাৎ সাক্ষ্যদানে ধনী দরিদ্রের মনোরক্ষা করিবে না, আত্মীয় স্বগণের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে না. যদি সত্যকথা বক্রভাবে বল, তবে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, অথবা যদি সমুদায় বক্তব্য প্রকাশ না কর, তবে অপরাধী হইবে। (ত, ফা,)

কি তোমাদিগকে রক্ষা করি নাই?" * অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর কেয়ামতের দিনে তোমাদিগের মধ্যে বিচার করিবেন, এবং কদাচ ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের উপর কাফেরদিগের জন্য পথ করিবেন না। ১৪১। (র, ২০, আ, ৭)

নিশ্চয় কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে, এবং ঈশ্বরও তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন; যখন তাহারা নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়, তখন শৈথিল্যভাবে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, তাহারা লোককে প্রদর্শন করে, এবং ঈশ্বরকে অল্প ব্যতীত স্মরণ করে না। ১৪২। + তাহারা ইহার মধ্যে দোলায়মান, তাহারা না ইহাদের দিকে, না উহাদের দিকে; এবং ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন, পরে তুমি তাহার জন্য পথ পাইবে না। ১৪৩। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না; তোমরা কি ইচ্ছা করিতেছ যে, আপনার প্রতি ঈশ্বরের জন্য স্পষ্ট দোষারোপ স্বীকার কর? ১৪৪। নিশ্চয় কপট লোকেরা নরকাগ্নির নিম্নতম প্রদেশবাসী, এবং তুমি তাহাদের জন্য কদাচ সাহায্যকারী পাইবে না। ১৪৫। + কিন্তু যাহারা অনুতাপ করিয়াছে, সৎকর্ম্ম করিয়াছে ও ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের জন্য ধর্ম্মকে সংশোধন করিয়াছে, পরে তাহারাই বিশ্বাসীদিগের সঙ্গী, এবং সত্বর ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগকে মহাপুরস্কার দান করিবেন। ১৪৬। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও কৃতজ্ঞ হও, তবে পরমেশ্বর তোমাদিগের শাস্তিদানে কি করিবেন? ঈশ্বর জ্ঞাতা ও মর্ম্মজ্ঞ হন। ১৪৭। যে ব্যক্তি অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছে, সে ভিন্ন (অন্তর) উচ্চৈঃস্বরে কুকথা বলাকে ঈশ্বর ভালবাসেন না, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা আছেন †। ১৪৮। যদি তোমরা সৎকর্ম্ম প্রকাশ্যে বা গোপনে কর, কিম্বা অপরাধ ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও ক্ষমতাবান্ হন। ১৪৯। নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার

---

* যুদ্ধে বিশ্বাসিগণ জয়লাভ করিলে, লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতের অংশ পাইবার লালসায়, কপট লোকেরা বিশ্বাসীদিগকে বলিয়া থাকে যে, "আমরা কি তোমাদিগকে সাহায্য করি নাই?" এবং কাফেরগণ বিশ্বাসীদিগের উপর পরাক্রান্ত হইলে, সেই কাফেরগণ হইতে অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য কপট লোকেরা বলে, "তোমাদের অপেক্ষা কি আমাদের বল পরাক্রম অধিক ছিল না? আমরা বল প্রকাশ করি নাই, কৌশল করিয়া মোসলমানদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছি।" (ত, হো,)

ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, যাহারা সত্যপথে আছে, অথচ পথচ্যুত লোকদিগের সঙ্গে সম্মিলন রক্ষা করিয়া চলে, তাহারাও কপট।

† অর্থাৎ কাহারও দোষ দেখিলে প্রচার করিবে না। তাহা ঈশ্বরই দর্শন করেন ও জ্ঞাত হন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাপের শাস্তি দান করেন। কিন্তু অত্যাচারগ্রস্ত ব্যক্তি অত্যাচারীর দোষ ব্যক্ত করিতে পারে। এই প্রকার আরও কোন কোন অবস্থায় দোষ প্রচার করার বিধি আছে। কপটের নাম প্রচার করা না হয়, এই উদ্দেশ্যে হয়তো এই স্থলে এই আদেশ হইয়াছে। হজরত তাহা প্রচার করিতেন না। প্রচার করিলে কপট লোকের মন আরও বিকৃত হইয়া যায়। কপটকে গোপনে উপদেশ দিবে, তাহাতে সে নিজে বুঝিতে পারিবে, পরে হয়তো সৎপথ প্রাপ্ত হইবে। (ত, ফা,)

প্রেরিতগণের সঙ্গে বিদ্রোহিতাচরণ করে, এবং ইচ্ছা করে যে, ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে, এবং বলে যে, আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিতেছি ও কাহার প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি, এবং ইচ্ছা করে যে, ইহার মধ্যে কোন পথ অবলম্বন করে *। ১৫০। + এই তাহারা, তাহারাই প্রকৃত কাফের, আমি কাফের-দিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১৫১। এবং যাহারা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিতগণকে বিশ্বাস করে ও তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করে না, এই তাহারা, অবশ্যই আমি তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার প্রদান করিব; ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন। ১৫২। (র, ২১, আ, ১১)

গ্রন্থধারী লোক সকল (হে মোহম্মদ,) তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে যে, তুমি তাহাদের প্রতি স্বর্গ হইতে কোন গ্রন্থ অবতারণ কর; পরন্তু নিশ্চয় তাহারা মূসার নিকটে ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন বলিয়াছিল, তুমি "স্পষ্টরূপে আমাদিগকে ঈশ্বরকে দেখাও।" পরে তাহাদের অপরাধের কারণ তাহাদিগকে বিদ্যুৎ আক্রমণ করে, তৎপর তাহাদের নিকটে অলৌকিক নিদর্শন সকল উপস্থিত হইলেও তাহারা গোবৎসকে গ্রহণ করিয়াছিল; পরে আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি, এবং মূসাকে স্পষ্ট বিক্রম দান করিয়াছি। ১৫৩। আমি তাহাদিগের অঙ্গীকার গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের উপর তুর পর্ব্বতকে উত্থাপন করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে প্রবেশ কর, এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, শনিবাসরে সীমা লঙ্ঘন করিও না, অপিচ তাহাদিগ হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম। ১৫৪। পরিশেষে তাহাদের আপন অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য, ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য ও অন্যায়রূপে প্রেরিতপুরুষদিগকে হত্যা করার জন্য, এবং "আমাদের অন্তঃকরণ আবৃত" তাহাদের (এই) উক্তির জন্য, (তাহাদিগকে যাহা করিবার আমি করিয়াছি;) বরং ঈশ্বর তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদের (অন্তরের) উপর মোহর করিয়াছেন, অনন্তর তাহারা অল্প ব্যতীত বিশ্বাস করে না। ১৫৫। এবং তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য এবং মরয়মের প্রতি তাহাদের গুরুতর অপলাপ বাক্যের জন্য। ১৫৬। + এবং "নিশ্চয় আমরা মরয়মনন্দন ঈশ্বরের প্রেরিত ঈসা মসিহকে হত্যা করিয়াছি" তাহাদের (এই) উক্তির জন্য (যাহা করিবার করিয়াছি।) এবং তাহারা

---

* ইহুদিগণ বলে যে, আমরা প্রেরিতপুরুষ মূসা ও আজিজকে বিশ্বাস করি, ঈসা ও মোহম্মদের বিরোধী। ইহারা ইচ্ছা করে যে, বিশ্বাস ও বিদ্রোহিতার মধ্যে কোন পথ অবলম্বন করে। কিন্তু প্রেরিতগণের বিদ্রোহী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না। (ত, হো,)

+ এ স্থানে শুদ্ধ ইহুদিদিগের প্রসঙ্গ। ইহুদি ও কপট লোকদিগের প্রসঙ্গ কোর্-আনের প্রায় সকল স্থানে একত্র সন্নিবেশিত। সাময়িক প্রেরিতপুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয়। তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা মিথ্যা। (ত, ফা,)

তাহাকে বধ করে নাই ও তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করে নাই ; কিন্তু তাহাদের জন্য একটি মূর্ত্তি রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয় যাহারা তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, একান্তই তাহার বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, এবং বাস্তবিক তাহাকে বধ করে নাই। ১৫৭। + বরং ঈশ্বর তাহাকে আপনার দিকে উত্থাপন করিয়াছেন, ঈশ্বর নিপুণ ও পরাক্রান্ত হন *। ১৫৮। এবং তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে একান্ত বিশ্বাসী হইবে ব্যতীত কোন গ্রন্থাধিকারী নাই, এবং কেয়ামতের দিবস সে তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী হইবে +। ১৫৯। ইহুদিগণ হইতে যে অত্যাচার হইয়াছে তজ্জন্য এবং অনেককে ঈশ্বরের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাহাদের সম্বন্ধে বৈধীকৃত শুদ্ধ বস্তুসকলকে আমি তাহাদিগের প্রতি অবৈধ করিয়াছি। ১৬০। + এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্যও, নিশ্চয় তাহা আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের অন্যায়রূপে লোকের ধন গ্রহণের জন্য, (শুদ্ধ বস্তু সকলকে অবৈধ করিয়াছি,) এবং আমি তাহাদিগের কাফেরদিগের জন্য দুঃখজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১৬১। কিন্তু তাহাদের মধ্যে জ্ঞানেতে নিপুণ ও বিশ্বাসী লোকেরা তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারিত হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস করে, এবং উপাসনার প্রতিষ্ঠাকারী ও জকাতদাতা ও ঈশ্বর এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, তাহারাই তাহাদিগকে আমি অবশ্য মহা পুরস্কার দান করিব। ১৬২। (র, ২২, আ, ১০)

---

* ইহুদিগণ বলে যে, আমরা ঈসাকে বধ করিয়াছি, এবং তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া স্বীকার করে না। পরমেশ্বর তাহাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা তাঁহাকে কখনও বধ করে নাই, ঈশ্বর ঈসার এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিকে তাহারা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন যে, ঈসায়ীরা প্রথম হইতে এই কথা বলে যে, ঈসাকে বধ করে নাই, তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু তাহারা নিশ্চিত বুঝিতেছে না। এ বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। কেহ কেহ বলে যে, মহাত্মা ঈসার শরীরকে বধ করিয়াছিল, তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের নিকটে উত্থিত হইয়াছে। কেহ বলে, তাঁহাকে বধ করিয়াছিল, কিন্তু তিন দিবস অন্তে তিনি জীবিত হইয়া কলেবরসহ স্বর্গে সমুত্থিত হইয়াছেন। ইহার কোন উক্তিই প্রামাণ্য নহে। ঈশ্বরই এ বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি বলিতেছেন যে, ইহুদিরা ঈসার মূর্ত্তিকে বধ করিয়াছে। ইহুদি ও ঈসায়ীরা ইহা জ্ঞাত নহে। (ত, কা,)

+ গ্রন্থাধিকারিগণ মহাত্মা ঈসার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী হইবে, ইহার অর্থ এই যে, মহাত্মা ঈসা অবতীর্ণ হইয়া শত্রুকে সংহার করিবেন, সকল গ্রন্থাধিকারী তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী হইবেন, অর্থাৎ সকলে নিশ্চয়রূপে বুঝিবেন যে, ইনি প্রেরিতপুরুষ। তিনি তাঁহাদের নিকটে এস্লাম ধর্ম্ম সমর্থন করিবেন। বিভিন্ন ধর্ম্ম পৃথিবীতে থাকিবে না, একমাত্র এস্লাম ধর্ম্ম থাকিবে। হজরত ঈসা আমাদের পেগাম্বরের গ্রন্থ ও বিধি অনুসারে কার্য্য করিবেন। তিনি চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে জীবন যাপন করিয়া পরলোকে চলিয়া যাইবেন। পরে ইহুদিগণ যে তাঁহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, এবং ঈসায়িগণ যে তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে, বিচারের দিন তাহার বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্যদান করিবেন। (ত, হো,)

যেমন আমি নুহার প্রতি ও তাহার পরবর্ত্তী প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি, তদ্রূপ তোমার প্রতি নিশ্চয় আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছি; এবং এব্রাহিম ও এস্মাইল ও এস্‌হাক ও ইয়াকুব এবং তাহার সন্ততিগণ ও ঈসা ও আয়ুব ও ইয়ুনস ও হারুণ ও সোলয়মানের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি, এবং দাউদকে জবুর গ্রন্থ দান করিয়াছি। ১৬৩। এবং কতক প্রেরিতকে (পাঠাইয়াছি,) নিশ্চয় পূর্ব্বে তাহাদের বিবরণ তোমার নিকটে বলিয়াছি, এবং কতক প্রেরিতকে (পাঠাইয়াছি,) তাহাদের বিবরণ তোমার নিকট বলি নাই, ঈশ্বর মূসার সঙ্গে কথা কহিয়াছেন। ১৬৪। সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক কতক প্রেরিত (পাঠাইয়াছি,) যেন প্রেরিতদিগের অভাবে ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের জন্য কোন তর্ক না হয়; ঈশ্বর পরাক্রান্ত নিপুণ *। ১৬৫। কিন্তু ঈশ্বর তোমার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্যদান করেন, তিনি আপন জ্ঞানে তাহা অবতারণ করিয়াছেন, এবং দেবগণ সাক্ষ্যদান করেন; ঈশ্বর যথেষ্ট সাক্ষী। ১৬৬। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে, সত্যই তাহারা দূরতর পথচ্যুতিতে পথচ্যুত হইয়াছে। ১৬৭। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও অত্যাচার করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবার নহেন, এবং তিনি তাহাদিগকে নরকের পথ ব্যতীত অন্য পথ দেখাইবেন না, তাহারা তাহাতে সর্ব্বদা থাকিবে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে ইহা সহজ হয়। ১৬৮+১৬৯। হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের সন্নিধানে সত্য সহকারে প্রেরিতপুরুষ আগমন করিয়াছে, অতএব বিশ্বাস কর, তোমাদিগের জন্য মঙ্গল হইবে; যদি ধর্ম্মদ্রোহী হও, তবে নিশ্চয় (জানিও,) স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমুদায় ঈশ্বরের; এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ হন। ১৭০। হে গ্রন্থধারী লোক সকল, স্বীয় ধর্ম্মেতে অতিরিক্ত করিও না, ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না; মরয়মনন্দন ঈসা মসিহ্ ঈশ্বরের প্রেরিত ও তাঁহার আত্মা ভিন্ন নহে, তিনি তাহাকে মরয়মের প্রতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং সে তাঁহার আত্মা, অতএব ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষকে বিশ্বাস কর, তিনজন ঈশ্বর বলিও না, ক্ষান্ত হও, তোমাদের জন্য মঙ্গল হইবে, ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য ইহা ব্যতীত নহে, তাঁহার জন্য সন্তান হওয়া

---

* একদা কাফের দলের প্রধান পুরুষেরা হজরতের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিল, "হে মোহম্মদ, আমরা তোমার ধর্ম্মপ্রণালী বিষয়ে ইহুদিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ও তোমার প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম; তাহারা বলে যে, আমরা মোহম্মদকে চিনি না, এবং তাঁহার প্রসঙ্গ আমাদের পুস্তকে নাই।" ইতিমধ্যে একদল ইহুদি হজরতের সভায় উপস্থিত হয়। হজরত তাহাদিগকে বলেন যে, "ঈশ্বরের শপথ, তোমরা জ্ঞাত আছ যে, আমি ঈশ্বরের তত্ত্ববাহক।" তাহারা বলিল, "আমরা তাহা জানি না, কোন সাক্ষ্য রাখি না।" তাহাতেই নিম্নোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হয়।
(ত, হো,)

বিষয়ে তিনি নির্ম্মুক্ত ; স্বর্গে যাহা ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তাঁহারই, এই ঈশ্বরই কার্য্যসম্পাদক যথেষ্ট *। ১৭১। (র, ২৩, আ, ৯)

ঈশ্বরের ভৃত্য হইতে কদাচ ঈসা ও পারিষদ দেবগণ সঙ্কুচিত নহে, যাহারা তাঁহার দাসত্ব করিতে সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে, পরে তিনি তাহাদিগকে একত্র আপনার নিকটে সমুত্থাপিত করিবেন †। ১৭২। পরিশেষে কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক তিনি পূর্ণ দিবেন ও আপন কৃপাগুণে তাহাদিগকে অধিক দিবেন ; কিন্তু যাহারা সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে, পরে দুঃখজনক শাস্তিযোগে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। ১৭৩। + তাহারা আপনাদের জন্য পরমেশ্বর ব্যতীত কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না। ১৭৪। হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল জ্যোতি অবতারণ করিয়াছি। ১৭৫। পরে কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছে, অবশেষে অবশ্য তাহাদিগকে তিনি আপন অনুগ্রহ ও দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাইবেন, এবং তাহাদিগকে আপনার দিকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন। ১৭৬। তাহারা (হে মোহম্মদ,) তোমার নিকটে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, ঈশ্বর "কলালা" বিষয়ে ‡ তোমাদিগকে ব্যবস্থা দান করিতেছেন ; যদি এমন কোন পুরুষের মৃত্যু হয় যে তাহার সন্তান নাই, এবং তাহার ভগিনী আছে, তবে তাহার জন্য সে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে উহার অর্দ্ধাংশ হইবে, এবং যদি তাহার (ভগিনীর) সন্তান না থাকে, তবে সে (ভ্রাতা)

---

* ঈসায়ীদিগের প্রতি এই উক্তি। ঈসায়িগণ ঈশ্বরকে তিন স্থলেতে প্রদর্শন করে ; যথা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা। আজ্ঞা হইতেছে যে, ধর্ম্মবিষয়ে অতিরিক্ত আচরণ দূষ্য। কাহারও প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি হইলে তাহার গুণানুবাদে সীমা লঙ্ঘন করিবে না. যত দূর সত্য, তাহাই বলিবে। পরন্তু আজ্ঞা হইতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে পুত্র উৎপাদন করা ঈশ্বরের যোগ্য কার্য্য নহে। (ত, কা,)

ঈশ্বরের পুত্র গ্রহণ করা অনাবশ্যক। পুত্র পিতার কার্য্যের সাহায্যকারী হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বয়ং আপন সৃষ্টি রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত আছেন। তিনি সহচর ও সাহায্যকারীর প্রার্থী নহেন। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, ঈসায়িগণ হজরতকে বলিয়াছিল, "হে মোহম্মদ, তুমি ঈসার প্রতি কেন দোষারোপ কর।" হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তাঁহার সম্বন্ধে এমন কি কথা বলিয়া থাকি যে, তোমরা তাহা দোষ বলিয়া গণ্য করিতেছ ?" তাহারা বলিল, "তুমি বলিয়া থাক যে, তিনি ঈশ্বরের ভৃত্য, তাঁহার ভৃত্যত্ব-স্বীকারই যে দোষ।" হজরত বলিলেন, "ঈশ্বরের দাসত্ব-স্বীকারে কোন দোষ নাই, কেহই ইহাকে দোষ বলিয়া গণ্য করে না।" তখন এই কথার অনুরূপ এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ যাহার উত্তরাধিকারীর মধ্যে পিতা ও পুত্র নাই, এস্থলে "কলালা" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে। (ত, কা,)

তাহার উত্তরাধিকারী; পরন্তু যদি দুই ভগিনী হয়, তবে তাহাদের জন্য (মৃত ব্যক্তি) যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার দুই তৃতীয়াংশ হইবে; এবং যদি (উত্তরাধিকারীর) বহু ভ্রাতা ভগিনী হয়, তবে পুরুষের জন্য দুই স্ত্রীর অংশের তুল্য অংশ হইবে, তোমাদিগের জন্য ঈশ্বর (ইহা) ব্যক্ত করিতেছেন যেন তোমরা পথভ্রান্ত না হও, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ *। ১৭৭। (র, ২৪, আ, ৬)

সূরা মায়দা †

……

পঞ্চম অধ্যায়

……

১২০ আয়ত, ১৬ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে বিশ্বাসিগণ, অঙ্গীকার পূর্ণ কর, ‡ যাহা তোমাদের নিকটে পঠিত হইবে, তদ্ভিন্ন অহিংস্র জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে; তোমরা এহরাম বন্ধন করিয়াছ, এই অবস্থায় মৃগয়া অবৈধ। নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা আজ্ঞা করেন। ১। হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের এবং হরাম মাসের ও কোরবাণীর পশুর ও কেলাদার এবং আপন প্রতিপালকের প্রসাদ ও সন্তোষ অন্বেষণ করে, এমন মস্‌জেদোল্‌ হরামের উদ্যোগী লোকদিগের অবমাননা করিও না, এবং যখন এহরাম উন্মোচন কর, তখন মৃগয়া করিও; মস্‌জেদোল্‌ হরাম হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছে, এমন কোন

---

* যেস্থলে উত্তরাধিকারীর মধ্যে পিতা ও পুত্র নাই, সেস্থলে উত্তরাধিকারিত্বে সহোদর ভ্রাতা ও ভগিনী পুত্র কন্যার স্থলবর্ত্তী, সহোদর ভ্রাতা ও ভগিনী না থাকিলে বৈমাত্র ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতিও এই বিধি। এক ভগিনী থাকিলে অর্দ্ধাংশ, দুই ভগিনী হইলে দুই তৃতীয়াংশ করিয়া মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্তি হইবে। ভ্রাতা ভগিনী দুই থাকিলে, ভ্রাতা ভগিনীর দ্বিগুণ অংশ পাইবে। নিঃসন্তান ভগিনীর উত্তরাধিকারী ভ্রাতা। অন্যের জন্য যাহার অংশ নির্দ্ধারিত নাই, সে "অস্‌বা" অর্থাৎ প্রকৃত উত্তরাধিকারী। (ত, ফা,)

† এই সূরা মদিনাতে অবতীর্ণ হয়।

‡ অর্থাৎ বিবাহবন্ধন ও ক্রয়বিক্রয়াদিতে যে অঙ্গীকার করিয়া থাক, তাহা পূর্ণ করিও। (ত, হো,)

দলের শত্রুতা যেন তোমাদের কারণ না হয় যে তোমরা সীমা লঙ্ঘন কর; এবং তোমরা সৎকার্য্যে ও ধৈর্য্যধারণে পরস্পর আনুকূল্য করিও, দুষ্কর্ম্মে ও অত্যাচারে পরস্পর আনুকূল্য করিও না; ঈশ্বরকে ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা *। ২। তোমরা যাহা জভ করিয়াছ, তদ্ব্যতীত শব ও শোণিত এবং বরাহমাংস, ও যাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছে এবং গলা চাপায় মরিয়াছে ও যষ্টির আঘাতে মরিয়াছে, এবং উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, ও শৃঙ্গাঘাতে মরিয়াছে, এবং যাহা হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করিয়াছে, (এ সকল) তোমাদিগের প্রতি অবৈধ; এবং নির্দ্দিষ্ট স্থান সকলে জভ করা হইয়াছে, আজলাম যোগে তোমরা যাহা বিভাগ কর, (অবৈধ,) ইহা দুষ্কর্ম্ম; অদ্য কফেরগণ তোমাদের ধর্ম্মে নিরাশ হইয়াছে, অনন্তর তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, এবং আমাকে ভয় করিও; অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের

---

* হতিম নামক ব্যক্তি, যে আরব দেশে নির্ভীকতায় ও মূর্খতায় এবং পাপাচারে বিখ্যাত ছিল, সে একদিন হজরতের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মোহম্মদ, তুমি লোকদিগকে কি কি বিষয়ে আহ্বান করিয়া থাক?" হজরত বলিলেন, "ঈশ্বরকে একমাত্র বলিয়া জানা ও আমাকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করা, নমাজ ও জকাত দানে নিত্যব্রতী হওয়া, এ সকল বিষয়ের জন্য আহ্বান করিয়া থাকি।" ইহা শুনিয়া হতিম বলিল, "তুমি উত্তম বলিয়াছ, আমি কতকগুলি লোকের অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ আছি, তাহাদের মন্ত্রণানুসারে কাজ করিয়া থাকি। আমি যাইয়া তাহাদের নিকটে এই কথা বলিতেছি, তাহারা উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলে আমি তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" হজরত তাহার আগমনের পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, "অদ্য এমন এক লোক আসিবে যে, সে শয়তানের রসনায় কথা কহিবে ও পরে অত্যাচার করিবে।" অতঃপর হতিম এই সকল কথা বলিয়া চলিয়া গেল, তৎপর উষ্ট্র ও মদিনার অন্য কতকগুলি গৃহপালিত পশু হরণ করিল। তাহাতে তনয়িমনামক গ্রামে কোলাহল ও গোলযোগ উপস্থিত হয়। হজরত ওমরাব্রতপালনের জন্য মক্কাযাত্রা করিয়া ধর্ম্মবন্ধুগণসহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ দেখিলেন যে, হতিম উষ্ট্র সকল হরণ করিয়া কোরবাণীযোগ্য পশুর নিয়মে কেলাদা সংযুক্ত করিয়া মক্কাভিমুখে লইয়া যাইতেছে। তাঁহারা উষ্ট্র সকল ছিনিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন হজরত বলিলেন, "হতিম কোরবাণীর পশুকে কেলাদাযুক্ত করিয়াছে, তাহার অসম্মাননা করা তোমাদের উচিত নয়।" এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

ঈশ্বরের নামে যে সকল বস্তু চিহ্নিত হইয়াছে, সে সকলের উপর হস্তক্ষেপ করিও না। অর্থাৎ কাফেরও যদি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলি লইয়া যায়, তাহা লুণ্ঠন করিও না। হরাম মাসে অর্থাৎ হজ্বব্রতপালনের নির্দ্দিষ্ট মাসে কাফেরদিগকে আক্রমণ করিও না ও তাহারা বলির জন্য চিহ্নিত করিয়া পশু মক্কা উদ্দেশ্যে লইয়া গেলে তাহা ছিনিয়া লইও না ও তাহাদের অবমাননা করিও না। মস্জেদোল্ হরামে প্রবেশ করিতে কাফেরগণ তোমাদিগকে বাধা দিয়াছে, কিন্তু তোমরা সীমা লঙ্ঘন করিও না, অর্থাৎ আসিবার কালে তাহাদিগকে বাধা দিও না। পূর্ব্ব হইতে বলিবে, যেন কাফের না আইসে। এতদ্দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, যে কার্য্য দ্বারা কাফেরগণ ঈশ্বরের সম্মান করে, সে কার্য্যের অবমাননা করা অবিধি। (ত, কা,)

কেলাদা পশুর গলার বন্ধন বিশেষ।

ধর্ম্মকে পূর্ণ করিয়াছি, এবং আমার দান তোমাদের সম্বন্ধে পূর্ণ করিয়াছি, তোমাদের জন্য এস্‌লামকে ধর্ম্মরূপে মনোনীত করিয়াছি; অনন্তর যে ব্যক্তি পাপের প্রতি অননুরক্ত, ক্ষুধায় কাতর, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহকারী *। ৩। তোমাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কোন্ বস্তু তাহাদের জন্য বৈধ হইয়াছে; তুমি বল যে, তোমাদের নিমিত্ত বিশুদ্ধ বস্তু বৈধ, এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে তোমরা শিকারী জন্তুদিগকে তাহাদের শিক্ষাদাতার ভাবে যাহা শিক্ষা দেও, (সেই ভাবে শিকার করিয়া) পরে তোমাদের জন্য তাহারা যাহা রক্ষা করে, তাহা ভক্ষণ করিবে; এবং তদুপরি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিও, ঈশ্বরকে ভয় করিও,

---

* মস্‌জেদোল্ হরামের চতুষ্পার্শ্বে ৩৬০ খণ্ড প্রস্তর নির্দ্দিষ্ট আছে, পৌত্তলিকতার সময়ে লোকে সেই সকল প্রস্তরকে সম্মান করিত, এবং তদুপরি বলিদান করিত। এক্ষণ সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানসকলে বলি প্রদান নিষিদ্ধ হইল। আরবীয় লোকদিগের পালক ও ফালাশূন্য তিনটি শর ছিল, তাহাকে আজলাম ও আক্‌দা বলিত। তাহাদের কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তাহারা সেই তিন বাণ গ্রহণ করিয়া একটি ঝুলিতে পুরিত, এবং সেই ঝুলি হবল নামক দেবমূর্ত্তির প্রতিবেশী এমন এক জনের হস্তে সমর্পণ করিত। একটি শরে "আমার ঈশ্বর আমাকে আজ্ঞা করিলেন" (আমরণি রব্বি) এই কথা, আর একটিতে "আমার ঈশ্বর আমাকে নিষেধ করিলেন" (নহানি রব্বি) এই কথা লেখা থাকিত। অন্যটিকে "মনিহ" বলা হইত, তাহাতে কিছু লেখা থাকিত না। যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে উদ্যত হইত, সে হবলদেবের প্রতিবেশীর নিকটে বলি উপহার সহ আগমনপূর্ব্বক সেই ঝুলির ভিতরে হস্তার্পণ করিয়া একটি শর বাহির করিত; তাহাতে "আমরণি রব্বি" লেখা থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। "নহানি রব্বি" লেখা হইলে সম্বৎসর কাল সেই কার্য্যে বিরত থাকিত, এবং "মনিহ" শর বাহির হইলে পুনরায় ঝুলিতে শর স্থাপন ও তাহা হইতে নিঃসারণে প্রবৃত্ত হইত। তাহারা এই আজলাম অনুসারে বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদন করিত। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উষ্ট্র জভ করা ও পশুর মাংস বিভাগ করাও আজলাম অনুসারে হইত। (ত, হো,)

অহিংস্র জন্তুর মধ্যে কয়েকটি জন্তু-ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যথা বরাহমাংস, কোন পশুর শোণিত, অথবা যে পশু স্বতঃ মরিয়াছে, কিংবা জভ ব্যতীত অন্য কোন কারণে মারা গিয়াছে, বা যাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার নামে কিম্বা ঈশ্বরের মন্দির ব্যতীত কোন বিশেষ স্থানের সম্মানের জন্য জভ করা হইয়াছে, এই সকল নিষিদ্ধ; ক্ষুধাক্রান্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের এ সকল ভক্ষণে দোষ নাই। আজলাম পাষ্টি ক্রীড়ার ব্যবহার্য্য অস্থিখণ্ড সকলকে বলে। আজলামযোগে মাংস বিভাগ করা কাফেরদিগের রীতি ছিল। যথা দশজনে একটি পশু ক্রয় করিয়া জভ করিল, তাহারা দশটি আজলামের কোন কোনটিতে অর্দ্ধাংশ, তৃতীয়াংশ, কোনটিতে চতুর্থাংশ ইত্যাদি লিখিল। পরে ক্রীড়াতে যাহার নামে যে অংশ পড়িল, তাহার ভাগে সেই অংশ হইল। একটি আজলামে কিছুই লেখা থাকিত না, যাহার নামে তাহা পড়িত, সে কিছুই পাইত না। ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নামে বা অন্য কিছুর সম্মান উদ্দেশ্যে যাহা জভ হয়, তাহা মৃতদেহতুল্য অখাদ্য, এবং এই বিধি হইল যে, "অদ্য পূর্ণ ধর্ম্ম তোমাদিগকে দেওয়া গেল।" এই আয়ত ঈশ্বরের সমুদায় আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার পর তিন মাস মাত্র হজরত জীবিত ছিলেন। (ত, ফা,)

নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর *। ৪। তোমাদের জন্য অন্য বিশুদ্ধ বস্তু বৈধ হইয়াছে, এবং গ্রন্থাধিকারীদিগের খাদ্য তোমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে, এবং তোমাদের খাদ্য তাহাদিগের জন্য বৈধ হইয়াছে ; এবং মোসলমান শুদ্ধাচারিণী কন্যা ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাধিকারীদিগের শুদ্ধাচারিণী কন্যা, তোমরা গুপ্তপ্রণয়গ্রহণবিমুখ শুদ্ধাচারী অব্যভিচারী হইয়া তাহাদিগকে তাহাদের যৌতুক দান করিলে (তোমাদের জন্য বৈধ ;) এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার কর্ম্ম বিনষ্ট হয়, সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত †। ৫। (র, ১, আ, ৫)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইবে, তখন আপনাদের মুখমণ্ডল ও আপনাদের হস্ত কফোণি পর্য্যন্ত ধৌত করিও ও আপনাদের মস্তকে এবং জানু পর্য্যন্ত আপনাদের পদে হস্তামর্শন করিও ; যদি অশুদ্ধ থাক, তবে শুদ্ধ (স্নাত) হইও, এবং যদি পীড়িত হও বা দেশভ্রমণে থাক, কিম্বা তোমাদের কেহ শৌচাগার হইতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীসঙ্গ কর, পরন্তু জল প্রাপ্ত হও নাই, তবে তোমরা

---

* অদি ও জয়দোল্ খয়ব এই দুই ব্যক্তি হজরতের নিকটে যাইয়া বলিল যে, "আমরা একস্থানে থাকিয়া কুকুর ও শিকারী পক্ষীদিগের সাহায্যে জন্তু শিকার করিয়া থাকি। তাহারা আমাদের ইঙ্গিতক্রমে বনের পশুপক্ষীদিগকে শিকার করে। কোন শিকারকে কুকুরে জীবন নাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রাপ্ত হইয়া জভ করি ; কতকগুলি এমন হয় যে, আমাদের কাছে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কুকুরে মারিয়া ফেলে। এক্ষণ শব-ভক্ষণে ঈশ্বর নিষেধ করিতেছেন, তবে এ বিষয়ে কি বিধি হইবে ? তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

হজরত যে সকল দ্রব্য-ভক্ষণে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ নয়, বুঝা গেল। যথা, ব্যাঘ্র ভল্লুক বাজ চিল ইত্যাদি শ্বাপদ ও শিকারী পক্ষী। গৃধ্র কাক প্রভৃতি শবাশী পক্ষী, অশ্বতর ও গর্দ্দভ প্রভৃতি পশু এবং মূষিক ইত্যাদি জন্তু অবৈধ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। শিকারী জন্তু যে জন্তুকে ভক্ষণ করিয়াছে, প্রথমতঃ তাহা ভক্ষণে নিষেধ হইয়াছিল। এক্ষণ বিশুদ্ধ শিকারী জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত জন্তু বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইল। যখন সেই সকল জন্তুকে মনুষ্য শিক্ষা দিয়া থাকে, তখন তাহারা যাহা মারে, তাহা যেন মনুষ্য জভ করিল, এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহার শুদ্ধতা আবশ্যক। শিকারী জন্তু যে জন্তুকে না খাইয়া রাখিয়া দেয়, তাহা শুদ্ধ। শিক্ষিত শিকারী জন্তুকে শিকারের জন্য ছাড়িয়া দিবার সময় ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা অর্থাৎ "বেস্‌মল্লা" বলা আবশ্যক। (ত, কা,)

† অন্য শুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য সকল তোমাদের জন্য বৈধ হইল। এ সকল বস্তু মহাপুরুষ এব্রাহিমের সময়ে বৈধ ছিল। তওরাত অবতীর্ণ হইলে পর ইহুদিদিগের শাস্তির জন্য তাহার অধিকাংশ দ্রব্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বাইবলে বৈধাবৈধ খাদ্য ব্যক্ত হয় নাই। এক্ষণ কোর্-আনে সেই এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুরূপ তৎসমুদায় বৈধ হইল। গ্রন্থাধিকারীদিগের খাদ্যও বৈধ, উপরে যে বলিদানের (জভ করার) প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, যথা ঈশ্বরের নামোচ্চারণ হইবে, তাহাতে অন্য দেবতার সম্মান রক্ষা করা হইবে না, সেই প্রণালী অনুসারে গ্রন্থাধিকারী ইহুদি বা খ্রীষ্টান কর্ত্তৃক জভ করা দ্রব্য বৈধ। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেও তাহাদের জভ বৈধ নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ ভাবে তাহাদের কন্যা মোসলমানগণ বিবাহ করিতে পারে। (ত, কা,

বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা করিবে, পরে তাহা দ্বারা আপনাদের মুখ ও হস্ত মর্দ্দন করিবে; ঈশ্বর ইচ্ছা করেন না যে, তোমাদের প্রতি কিছু কঠিন করেন, কিন্তু তোমাদিগকে শুদ্ধ করিতে ও তোমাদের প্রতি আপন দান পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, ভরসা যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে *। ৬। তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দান ও তাঁহার অঙ্গীকার যদ্দ্বারা তোমাদিগকে তিনি অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর, তখন তোমরা বলিয়াছিলে "শ্রবণ করিলাম ও গ্রাহ্য করিলাম;" এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়ের তত্ত্বজ্ঞ †। ৭। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের জন্য ন্যায়ানুযায়ী সাক্ষ্যদাতৃরূপে দণ্ডায়মান থাকিও, অন্যায়াচরণে তোমরা কোন দলের শত্রুতার কারণ হইও না, ন্যায়াচরণ কর, তাহা বৈরাগ্যের নিকটতর, এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় তোমরা যাহা করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা ‡। ৮। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার আছে। ৯। এবং যাহারা কাফের হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলে অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহারা নরক-লোকনিবাসী। ১০। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দানকে স্মরণ কর; যখন একদল উদ্যোগ করিয়াছিল যে, তোমাদের উপর তাহাদের হস্ত বিস্তার করে, তখন তিনি তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্তকে নিবৃত্ত রাখিয়াছেন, এবং তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিও, অনন্তর বিশ্বাসীদিগের উচিত যে, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে §। ১১। (র, ২, আ, ৬)

---

* এই আয়তের গূঢ় অর্থ এই যে, যখন আলস্য নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তোমরা স্বর্গের সোপান-স্বরূপ নমাজে প্রবৃত্ত হও, তখন স্বীয় মুখ ধৌত করিবে, অর্থাৎ তাহা সংসারের অভিমুখে স্থাপিত ছিল, অতএব অনুতাপ ও ক্ষমা-প্রার্থনার জলে তাহা ধৌত করিবে, সংসারলিপ্তি হইতে হস্তকে ধৌত করিবে; মস্তকে হস্তামর্শন করিবে অর্থাৎ ঈশ্বরের পথে পশুজীবন মস্তক হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবে, চরণকে পার্থিব প্রকৃতি অহংভাবাবস্থিতি হইতে ধৌত করিবে। যদি অন্য বিষয়ে আসক্তিবশতঃ তোমরা অপবিত্র হইয়া থাক, তবে সেই কলঙ্ক হইতে জীবনকে মুক্ত করিবে, অন্তরকে তপস্যাসমীক্ষণ হইতে, নিগূঢ় তত্ত্বকে অপরের সমালোচন হইতে, আত্মাকে অন্য বিষয়ে আরাম লাভ হইতে রক্ষা করিবে। (ত, হো,)

† পরমেশ্বর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, অঙ্গীকারে তোমরা বদ্ধ থাকিবে, অঙ্গীকারকে স্মরণ করিবে। অঙ্গীকার এই যে, যখন লোক হজরতের নিকটে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তখন তিনি দীক্ষার্থীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে কতকগুলি অঙ্গীকারে বদ্ধ করেন। কয়েকটি অঙ্গীকার কার্য্যে প্রবৃত্তি বিষয়ে—যথা পাঁচবার নমাজ পড়িবে, রমজান মাসে রোজা রাখিবে, জকাত দিবে, হজ্জ করিবে, সকল মোসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষা করিবে। কয়েকটি নিবৃত্তি বিষয়ে—যথা হত্যা করা, ব্যভিচার করা, চুরি করা, নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর কলঙ্কারোপ করা, দলপতির বিরুদ্ধাচারী হওয়া; এ সকল নিষিদ্ধ। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, এই সকল অঙ্গীকারে তোমরা বদ্ধ থাক। (ত, ফা,)

‡ সত্য বিষয়ে শত্রু মিত্র তুল্য, সকল স্থানে এই বিধি। (ত, ফা,)

§ গৎফানের যুদ্ধে একদল সালবরাবংশীয় যোদ্ধার সঙ্গে হজরত রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

এবং সত্য সত্যই ঈশ্বর এস্রায়েলসন্তানগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন ও আমি তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ জন দলপতি দণ্ডায়মান করিয়াছিলাম, এবং ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি ; যদি তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, জকাত দান কর ও আমার প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি বিশ্বাসী হও, এবং তাহাদিগকে সম্মানিত কর ও ঈশ্বরকে উত্তম ঋণদানরূপে ঋণদান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদিগের পাপ তোমাদিগ হইতে মোচন করিব, এবং তোমাদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইব, যাহার ভিতর দিয়া পয়ঃপ্রণালীসকল প্রবাহিত ; অনন্তর ইহার পরে তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইবে, তবে নিশ্চয় তাহারা সরল পথ হারাইবে *।

শত্রুগণ তাঁহার আগমন সংবাদ আপন দলপতিকে জ্ঞাপন করে। দলপতির নাম ঘোরস ছিল। সে কোন পর্ব্বতের উপর হইতে এস্লাম সৈন্য অবলোকন করিতেছিল। এক সময়ে জলবর্ষণ হয়, তখন হজরত সেনাদল হইতে দূরে পড়িয়াছিলেন। তিনি শুষ্ক করিবার জন্য আর্দ্র বস্ত্র বৃক্ষশাখায় স্থাপন করিয়া স্বয়ং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে কোন শত্রুসেনা স্বীয় দলপতিকে যাইয়া বলে যে, "দেখুন, মোহম্মদ একাকী তরুতলে বসিয়া আছে, তাহার সহচরগণ দূরে রহিয়াছে, এই সময়ে অনায়াসে তাহাকে বধ করা যাইতে পারে।" ঘোরস তৎক্ষণাৎ কোষমুক্ত করবাল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক দৌড়িয়া হজরতের নিকট আসিয়া বলিল, "অদ্য কে তোমাকে আমা হইতে রক্ষা করিবে ?" হজরত বলিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা করিবেন।" কথিত আছে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞায় জেব্রিল আসিয়া ঘোরসের বক্ষে আঘাত করেন, তাহাতে তাহার হস্ত হইতে করবাল পড়িয়া যায়। হজরত সেই করবাল গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলেন, "এক্ষণ তোমাকে আমা হইতে কে রক্ষা করিবে ?" সে বলিল, "কেহই নাই।" তখনই সে দীক্ষার কলেমা পড়িল ও আপন দলে যাইয়া সকলকে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* কথিত আছে যে, পরমেশ্বর হজরত মুসার সঙ্গে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি এস্রায়েলসন্ততিগণকে পুণ্যভূমি শামরাজ্য দান করিবেন। আরলিহা ও আরিহা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম সে দেশে ছিল। তথায় কতকগুলি দুর্দ্দান্ত লোক বাস করিত, তাহারা অমালকা বলিয়া পরিচিত। এই অমালকাগণ অত্যন্ত দৃঢ়োন্নতকায় ও বলবান্ পুরুষ ছিল, এবং আদজাতির দলপতি ছিল। ফেরাউণের সৈন্যদল জলমগ্ন হইলে পর, মেসর রাজ্য এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগের প্রতি সমর্পিত হয়। তখন তাহাদিগকে ঈশ্বর এই আজ্ঞা করেন যে, তোমরা পুণ্যভূমিতে চলিয়া যাও, তথায় সহস্র গ্রাম আছে, প্রত্যেক গ্রামে সহস্র উদ্যান রহিয়াছে, তত্রত্য দুর্দ্দান্ত দলপতিদিগের সঙ্গে যাইয়া সংগ্রাম কর ও তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই দেশ হস্তগত কর। অনন্তর এস্রায়েলসন্তানগণের নেতা মহাপুরুষ মুসা আপন সৈন্যগণ হইতে দ্বাদশ জন দলপতি মনোনীত করিয়া এক একজনের প্রতি এক একটি দলের ভার অর্পণ করিলেন, এবং স্বয়ং সসৈন্যে আরিহা নামক স্থানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দলপতিদিগকে দুর্দ্দান্ত অমালকাদিগের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ আজ নামক একজন অমালকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা তাহার প্রকাণ্ড ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হন। অন্য অমালকাগণও তৎসদৃশ ছিল। ইহা দেখিয়া এস্রায়েলদলপতিগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে, সৈন্যদিগকে এ বৃত্তান্ত জানিতে দেওয়া হইবে না। তাহারা শুনিলে ভয় পাইয়া মেসরে পলায়ন করিবে। অতঃপর সকলেই অঙ্গীকার করিলেন যে, এই সংবাদ

১২। অবশেষে আমি তাহাদের আপন অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম ও তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়াছিলাম; তাহারা (শাস্ত্রের) উক্তি সকলকে স্বস্থান হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, এবং তাহারা সেই অংশ ভুলিয়া গিয়াছে, যাহার উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া গিয়াছিল; সর্ব্বদা তুমি তাহাদের অল্প লোকের বৈ তাহাদিগের অনিষ্টকারিতা জ্ঞাত হইতেছ না, অতএব তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও ও তাহাদিগকে অগ্রাহ্য কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রেম করেন *। ১৩। এবং যাহারা বলে, আমি ঈসায়ী, তাহাদিগ হইতে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, পরে তাহারা সেই অংশ বিস্মৃত হইয়াছে; অতএব আমি কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত তাহাদের পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষসঙ্ঘটন করিয়া রাখিয়াছি। তাহারা যাহা করিতেছিল, অবশ্যই ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহার সংবাদ দান করিবেন †। ১৪। হে গ্রন্থাধিকারিগণ, নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে আমার প্রেরিতপুরুষ আগমন করিয়াছে, তোমরা গ্রন্থের যাহা গোপন করিয়াছ, তাহার অনেকাংশ তোমাদের জন্য সে ব্যক্ত করিতেছে, এবং অনেক উপেক্ষা করিতেছে; নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকট হইতে

গোপন রাখিবেন ও সৈন্যগণকে সংগ্রামে উৎসাহ দিবেন। অবশেষে সকলে শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া মহাত্মা মুসা ও তাঁহার ভ্রাতা হারুণকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তখন দশ জন দলপতি কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া সেই ভীষণকায় বলবান্ পুরুষদিগের বৃত্তান্ত সেনাগণকে জ্ঞাপন করেন। কেবল ইয়ুসেফবংশসম্ভূত নুনের পুত্র ইয়ুশা এবং ইহুদীবংশীয় ইয়ুফনার পুত্র কালেব এই দুই জন দলপতি আপন অঙ্গীকারপালনে স্থিরতর ছিলেন। পরে বিপক্ষদিগের বল বিক্রমের কথা শুনিয়া এস্রায়েল সৈন্যগণ অতিশয় ভীত ও আকুল হইয়া পড়িল। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।" (ত, হো,)

মহাপুরুষ মুসার শেষ জীবনে পরমেশ্বর এস্রায়েলসন্ততিগণকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। হজরত মোহম্মদেরও শেষ জীবনে এই সূরা অবতারিত হয়। মুসায়ীমণ্ডলী এই অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলেন যে, মহাপুরুষ মুসার পরে যে সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আগমন করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্যকারী হইবেন। এক্ষণ তৎপরিবর্ত্তে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মোসলমানগণ এই অঙ্গীকারে বদ্ধ যে, প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদের অন্তে যে সকল খলিফা মণ্ডলীর নেতা হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন। হজরত বলিয়াছেন যে, আমার মণ্ডলীর মধ্যে কোরেশবংশীয় বার জন খলিফা প্রকাশিত হইবে, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, পয়গম্বরদিগের বিরুদ্ধাচরণ করাতে পূর্ব্বতন মণ্ডলীর যেমন দুর্গতি হইয়াছে, খলিফাগণের বিরুদ্ধাচারী হইলে এই মণ্ডলীও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। (ত, ফা,)

* তাহাদের অন্তরকে এরূপ কঠিন করিব যে, ভয়ের কথা ও নিদর্শন সকলের ভাব তাহাতে সংক্রামিত হইবে না। তওরাত গ্রন্থের যে স্থলে হজরত মোহম্মদের বর্ণনা ছিল, তাহার সেই বর্ণনা বিলোপ করিয়া সেই স্থানে অন্য উক্তি সকল বিন্যস্ত করিয়াছে। (ত, হো,)

† ঈসায়ীরা তিন দলে বিভক্ত হইয়াছে ও পরস্পর বিবাদ করিতেছে। তাহারা যাহা করিতেছিল, সত্বরই আমি তাহাদিগকে তাহার সংবাদ দিব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাদিগকে দুষ্কর্ম্মের শাস্তি দান করিব। (ত, হো,)

তোমাদের নিকটে জ্যোতি ও উজ্জ্বল গ্রন্থ সমাগত হইয়াছে। ১৫। + পরমেশ্বর তদ্দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতার অনুসরণকারী ব্যক্তিদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন ও স্বীয় আজ্ঞায় অন্ধকার হইতে তাহাদিগকে জ্যোতির দিকে লইয়া যান, এবং সরল পথের দিকে তাহাদিগকে উপদেশ দান করেন। ১৬। যাহারা বলিয়াছে যে, সেই মরয়মের পুত্র ঈসাই ঈশ্বর, সত্য সত্যই তাহারা কাফের হইয়াছে; যদি তিনি ইচ্ছা করেন যে, মরয়মের পুত্র ঈসাকে ও তাঁহার মাতাকে এবং পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদিগকে একত্র সংহার করেন, বল তবে কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বরের কার্য্যে কোন ক্ষমতা রাখে? স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ে শক্তিশালী। ১৭। এবং ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা বলিয়াছে যে, আমরা পরমেশ্বরের পুত্র ও তাঁহার বন্ধু, জিজ্ঞাসা কর, তবে কেন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের অপরাধে শাস্তি দান করেন? বরং তোমরা সৃষ্ট মনুষ্য, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দান করিয়া থাকেন, স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু তাহা ঈশ্বরের, তাঁহার দিকেই প্রতিগমন। ১৮। হে গ্রন্থাধিকারী লোক, নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে আমার প্রেরিত পুরুষ আগমন করিয়াছে, প্রেরিতগণের ভিতরকার অবস্থা সে তোমাদের জন্য প্রচার করিতেছে; তোমরা যেন না বল যে আমাদিগের নিকটে ভয়প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা আগমন করিল না, পরন্তু নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক আগমন করিয়াছে, এবং ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। *। ১৯। (র, ৩, আ, ৮)

এবং (স্মরণ কর,) যখন মুসা আপন দলকে বলিয়াছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, যখন তোমাদিগের মধ্যে তিনি প্রেরিত পুরুষ সকলকে উৎপাদন করিয়াছেন ও তোমাদিগকে রাজা করিয়াছেন, এবং লোকমণ্ডলীর কাহাকেও যাহা দান করেন নাই, তোমাদিগকে তাহা দিয়াছেন"। ২০। "হে আমার সম্প্রদায়, সেই পুণ্য ভূমিতে, যাহা ঈশ্বর তোমাদের জন্য লিপি করিয়াছেন, প্রবেশ কর, এবং আপন পৃষ্ঠদিকে তোমরা মুখ ফিরাইও না, তবে ক্ষতিগ্রস্তরূপে ফিরিবে।" †।

---

* হজরত ঈসার পরে অন্য কোন পেগাম্বরের আবির্ভাব হয় নাই। এ জন্য ঈশ্বর বলিতেছেন, "তোমরা আক্ষেপ করিতেছিলে যে, হায়! আমরা প্রেরিতপুরুষদিগের সময়ে জন্মগ্রহণ করি নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকটে শিক্ষা লাভ করিতাম;" এক্ষণ বহুকালের পর প্রেরিতপুরুষের সহবাস তোমাদের লাভ হইল, এতদ্দ্বারা কৃতার্থ হও। জানিও, ঈশ্বর পূর্ণ ক্ষমতাশালী। যদি তোমরা গ্রাহ্য না কর, আমি তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য লোক দণ্ডায়মান করিব। মহাপুরুষ মুসার সঙ্গে যোগদান করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সংগ্রাম করিতে অসম্মত হইলে, ঈশ্বর তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অন্য লোক দ্বারা শামদেশ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। (ত, ক্বা,)

† মহাপুরুষ এব্রাহিম ঈশ্বরোদ্দেশে আপন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শামদেশে যাইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বহুকাল তাঁহার সন্তান হয় নাই। পরে পরমেশ্বর

২১। তাহারা বলিয়াছিল, "হে মুসা, নিশ্চয় তথায় দুর্দ্দান্ত জাতি বাস করে, এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা তথা হইতে বাহির না হয়, নিশ্চয় আমরা কখনও সেখানে প্রবেশ করিব না, পরন্তু যদি তাহারা তথা হইতে নির্গত হয়, তবে একান্তই আমরা প্রবেশ করিব।" ২২। যাহারা ভয় পাইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে সেই দুই ব্যক্তি, যে দুই জনের প্রতি ঈশ্বর করুণা করিয়াছিলেন, বলিল, "তাহাদের উদ্দেশ্যে তোমরা দ্বারে প্রবেশ কর, অনন্তর যখন তোমরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে, নিশ্চয় তখন তোমরা বিজয়ী হইবে, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর।" ২৩। তাহারা বলিল, "হে মুসা, নিশ্চয় তাহারা যে পর্য্যন্ত তথায় আছে, আমরা কখনও সেখানে প্রবেশ করিব না; তবে তুমি যাও ও তোমার ঈশ্বর যাউক, অবশেষে তোমরা দুইজনে যুদ্ধ কর, একান্তই আমরা এখানে বসিয়া থাকিব"। ২৪। (মুসা) বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি ও স্বীয় ভ্রাতার প্রতি ব্যতীত ক্ষমতা রাখি না, অতএব তুমি আমাদিগের এই অপরাধী দলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন কর"। ২৫। তিনি বলিলেন, "অবশেষে চল্লিশ বৎসর সেই স্থান তাহাদের প্রতি অবৈধ হইল, তাহারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তুমি এই দুর্ব্বৃত্ত দলের বিষয়ে মনস্তাপ করিও না"। ২৬। (র, ৪, আ, ৭)

এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের নিকটে পাঠ কর, সত্যভাবে আদমের সন্তানদিগকে সংবাদ দেও; যখন তাহারা দুইজনে বলি উৎসর্গ করিল, তখন তাহাদের একজনের গৃহীত হইল, এবং অন্যজনের গৃহীত হয় নাই। একজনে বলিল, "অবশ্য তোমাকে বধ করিব;" অন্যজন বলিল, "ধর্ম্মভীরুদিগের (বলি) ঈশ্বর গ্রহণ করেন,

---

তাঁহাকে এই সুসংবাদ দান করেন যে, তোমার বংশকে বহু বিস্তৃত করিব ও শামরাজ্য তাহাদিগকে প্রদান করিব, এবং প্রেরিতত্ব, ধর্ম্মগ্রন্থ ও আধিপত্য তাহাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিব। তিনি মুসার সময়ে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন; তখন এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগকে ফেরাওণের অধীনতা হইতে উদ্ধার ও ফেরাওণকে জলমগ্ন করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন যে, "তোমরা অমালকাদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে শামদেশ কাড়িয়া লও, চিরকাল সেই রাজ্যে তোমাদের আধিপত্য থাকিবে।" সেই সময়ে মহাপুরুষ মুসা আপন সম্প্রদায়কে দ্বাদশ দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের জন্য দ্বাদশ জন দলপতি নিয়োগপূর্ব্বক শামদেশাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাইয়া শামদেশ অতিশয় রমণীয় বলিয়া মহাত্মা মুসাকে জ্ঞাপন করেন, এবং ইহাও বলিয়া পাঠান যে, অমালকাগণ এ রাজ্যে আধিপত্য করিতেছে, তাহারা অশেষ বলবিক্রমশালী। মুসা দলপতিদিগকে বলিলেন যে, তোমরা অনুবর্ত্তী লোকদিগকে সে দেশের রমণীয়তার বিষয় বলিবে, কিন্তু তাহাদের নিকটে শত্রুগণের বল পরাক্রমের কথা প্রকাশ করিবে না। দলপতিদিগের মধ্যে ইয়ুশা ও কালেব নামক দুইজন মাত্র এই আজ্ঞা পালন করিলেন, দশজন দলপতি শত্রুদিগের দুর্জ্জয় বলের কথা প্রচার করিলেন। সকল সহচর ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। এই অপরাধের জন্য চল্লিশ বৎসর শামদেশ অধিকার করিতে মুসার বিলম্ব হয়। এতকাল এস্রায়েল-সন্ততিগণ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। অবশেষে দুই ব্যক্তি যাঁহারা মুসার পর খলিফা হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারা শামদেশে আধিপত্য বিস্তৃত হয়। (ত,ফা,)

ইহা ভিন্ন নহে *। ২৭। যদি তুমি আমাকে হত্যা করিতে আমার প্রতি আপন হস্ত প্রসারণ কর, আমি কখনও তোমাকে হত্যা করিতে স্বীয় হস্ত তোমার প্রতি প্রসারণ করিব না ; নিশ্চয় আমি বিশ্বপালক পরমেশ্বরকে ভয় করি †। ২৮। নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি আমার অপরাধ ও নিজের অপরাধ সহ ফিরিয়া যাও, পরে নরকবাসীদিগের অন্তর্গত হও, এবং ইহাই অত্যাচারীদিগের প্রতিফল" ‡। ২৯। অনন্তর স্বীয় ভ্রাতাকে বধ করিতে তাহার প্রকৃতি তাহাকে উত্তেজিত করিল, অবশেষে তাহাকে হত্যা করিল, পরে সে ক্ষতিকারীদিগের অন্তর্গত হইল। ৩০। অবশেষে কিরূপে আপন ভ্রাতার শব গোপন করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য পরমেশ্বর এক কাককে মৃত্তিকা খনন করিতে পাঠাইলেন ; সে বলিল, "হায়! আমার প্রতি আক্ষেপ, আমি কি দুর্ব্বল হইলাম যে, এই বায়স-সদৃশ হইব ?" পরে সে স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ লুক্কায়িত করিল, অবশেষে সন্তপ্তদিগের অন্তর্গত হইল §। ৩১। এই কারণে আমি এস্রায়েলবংশীয়দিগের সম্বন্ধে লিপি করিলাম যে, যে ব্যক্তি একজনের (হত্যার বিনিময়) ব্যতীত

---

* আদমের পত্নী হবা প্রতি গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র প্রসব করিতেন। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আদম এক গর্ভের কন্যার সঙ্গে অপর গর্ভের পুত্রের বিবাহ দিতেন। যে কন্যা কাবিল নামক পুত্রের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম অক্লিমা ছিল, তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা ছিল না। হাবিল নামক পুত্রের সঙ্গে যে কন্যার জন্ম হয়, তাহাকে লিয়ুজা বলিয়া ডাকিত। আদম লিয়ুজাকে কাবিলের সঙ্গে, অক্লিমাকে হাবিলের সঙ্গে বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কাবিল তাহাতে অসম্মত হইয়া বলে যে, "আমার ভগিনী অত্যন্ত রূপবতী, আমি তাহার সঙ্গে একগর্ভে ছিলাম, তাহার সহিত আমার বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য।" আদম বলিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ অন্যরূপ, এ বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নাই।" কাবিল এইকথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "তুমি আমা অপেক্ষা হাবিলকে অধিক ভালবাস, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী কন্যাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছ।" আদম বলিলেন, "তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না, অতএব তোমরা দুই ভ্রাতা বলি উৎসর্গ কর। যাহার বলি গৃহীত হইবে, অক্লিমা তাহার স্ত্রী হইবে।" পরে তাহা অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে হাবিলের বলি গৃহীত হয়। আকাশ হইতে অগ্নি অবতীর্ণ হইয়া তাহার বলি গ্রাস করে, কাবিলের বলি অমনি পড়িয়া থাকে। এই ঘটনায় কাবিল ক্রুদ্ধ হইয়া হাবিলকে বধ করে। (ত, হো,)

† যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে অযথা আঘাত করে, তবে সেই অত্যাচারীকে আঘাত করা যাইতে পারে। ধৈর্য্যধারণ করিয়া ক্ষমা করিলে বিশেষ পুণ্য। (ত, কা,)

‡ অর্থাৎ তোমার পাপ তোমার সঙ্গে রহিল, অপিচ আমার হত্যাজনিত পাপ তোমার সম্বন্ধে বৃদ্ধি হইল। আমার জীবনের পাপ চলিয়া গেল। (ত, কা,)

§ ইহার পূর্ব্বে কোন মনুষ্যের মৃত্যু হয় নাই যে, মৃতদেহ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, কাবিল জানিতে পাইবে। কাবিল হাবিলকে বধ করিয়া এই ভাবিয়া ভীত হইল যে, এই শব পড়িয়া থাকিলে লোকে ইহা দেখিয়া আমাকে হত্যাকারী বলিয়া ধরিবে। সে ইহা ভাবিতেছিল, ইতিমধ্যে এক কাক ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহার দৃষ্টিগোচরে চঞ্চুপুটে ভূমি খনন করিল। তাহা দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্নিম্নে শব প্রোথিত করিতে হইবে। এরূপও শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, একটি কাক আসিয়া ভূমি খনন করিল, পরে এক কাক অপর কাকের মৃতদেহকে সেই গর্ত্তে

কিম্বা অত্যাচার ব্যতীত পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিল, অনন্তর সে যেন এক যোগে মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল, এবং যে ব্যক্তি তাহার জীবন দান করিল, সে পরে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীর জীবন দান করিল, এবং সত্যসত্যই তাহাদের নিকটে উজ্জ্বল নিদর্শনসকল সহ আমার প্রেরিত পুরুষগণ সমাগত হইয়াছে, তৎপর নিশ্চয় তাহাদের অনেকে ইহার পরে পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী হইয়াছে *। ৩২। যাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে সংগ্রাম করে, এবং পৃথিবীতে অত্যাচার করিতে ধাবিত হয়, শত্রুপক্ষ হইতে ছিন্নমস্তক হওয়া, কিম্বা শূলোপরি স্থাপিত হওয়া, অথবা তাহাদের হস্ত ও তাহাদের পদ ছিন্ন হওয়া, কিম্বা দেশচ্যুত হওয়া, ইহা ব্যতীত তাহাদিগের পুরস্কার নাই, এই তাহাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে তাহাদের জন্য মহা শাস্তি আছে †। ৩৩। + তাহাদের উপর তোমরা ক্ষমতা পাইবার পূর্ব্বে যাহারা অনুতাপ করিয়াছে তাহারা ব্যতীত; ‡ অনন্তর জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৩৪। (র, ৫, আ, ৮)

মৃত্তিকার নিম্নে লুকাইয়া রাখিল। তাহাতেই কাবিল শব প্রোথিত করিবার প্রণালী অবগত হয়, এবং অন্য ভ্রাতার সম্বন্ধে ভ্রাতার সদাচরণ দেখিয়া স্বীয় অসদাচরণজন্য অনুতপ্ত হয়। (ত, ফা,)

* মদিনাপ্রস্থানের ষষ্ঠ বর্ষে অরিণাবংশীয় কতকগুলি লোক হজরতের নিকটে যাইয়া এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহবাসে অবিস্থিতি করে। মদিনার জল বায়ু তাহাদের পক্ষে অনুকূল হয় না, তাহারা পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা হজরতের নিকটে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাদিগকে জবিলোন ইর নামক স্থানের নিকটে (যে স্থানে দুগ্ধবতী উষ্ট্র সকল রাখা হইয়াছিল) পাঠাইয়া দেন। তাহারা সেস্থানে কিছু দিন যাপন করিয়া ঔষধপথ্যস্থলে উষ্ট্রের দুগ্ধ ও মূত্র পান পূর্ব্বক সুস্থ হইয়া উঠে। একদিন প্রাতঃকালে তাহারা সকলে একমত হইয়া হজরতের পনেরটি উৎকৃষ্ট উষ্ট্র লইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। হজরতের দাস ইয়সার নামক ব্যক্তি কয়েকজন লোক সঙ্গে করিয়া যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা ইয়সারকে আক্রমণ করিয়া তাহার হস্ত পদ ছেদন এবং চক্ষু ও জিহ্বাতে কণ্টক বিদ্ধ করে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। হজরত এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জাবেরের পুত্র করজকে বিশ জন অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে তাহাদের অনুসরণে পাঠাইয়া দেন। সে সকলকে বন্দী করিয়া হজরতের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। এই উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, ফা,)

পৃথিবীতে প্রথমে এইরূপ প্রধান পাপ হয়, প্রথম হইতে কঠিন শাস্তির বিধি হইয়াছে। এ জন্য তওরাতে লিখিত হইয়াছে, যে এক ব্যক্তিকে বধ করিল, সে সকলকে বধ করিল ইত্যাদি। (ত, হো,)

† প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, হত্যা করা পাপ। কিন্তু এক্ষণ অত্যাচার ও শাস্তির স্থলে এই আয়ত বিবৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে বিবাদ করে ও রাজবিদ্রোহী হইয়া রাজা লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে, তাহাকে পাইলে করবালের আঘাতে বা শূলাগ্রে বধ করিবে, বা তাহার দক্ষিণ হস্ত ও চরণ কাটিয়া ফেলিবে, কিংবা কারাগারে বন্ধ রাখিবে। পাপের অনুরূপ দণ্ড দিবে। (ত, ফা,)

‡ যদি কোন অত্যাচারী অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই অত্যাচারের কারণ হইতে দূরে থাকে তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে এই শাস্তির বিধি নহে। (ত, ফা,)

হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বরকে ভয় করিও ও তাঁহার দিকে উপলক্ষ অন্বেষণ করিও* এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিও ;† ভরসা যে, তোমরা উদ্ধার পাইবে। ৩৫। নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়াছে, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় যদি তাহাদেরও হয়, এবং তৎসদৃশ তাহাদের সঙ্গে থাকে যে তাহারা কেয়ামতের দিনে শাস্তির (পরিবর্ত্তে) তাহা দান করে, তাহাদিগ হইতে গৃহীত হইবে না, এবং তাহাদের জন্য ক্লেশকর কঠিন শাস্তি আছে। ৩৬। + তাহারা ইচ্ছা করিবে যে, নরকাগ্নি হইতে নির্গত হয়, কিন্তু তাহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না ও তাহাদের জন্য নিত্য শাস্তি থাকিবে। ৩৭। এবং পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হস্তচ্ছেদন কর, তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ঈশ্বর হইতে শিক্ষাদানরূপে বিনিময় হয়, এবং ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ। ৩৮। অনন্তর যে ব্যক্তি আপন অত্যাচারের পর প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দিকে প্রত্যাগত হন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৩৯। তুমি কি জানিতেছ না যে, ঈশ্বরেরই স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ? তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী। ৪০। হে প্রেরিতপুরুষ, যে সকল লোক আপন মুখে বলে যে, আমরা বিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ অবিশ্বাসী রহিয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতায় সত্বর, তাহারা তোমাকে দুঃখিত করিবে না ; ইহুদিগণ অপেক্ষাও তাহারা অসত্য শ্রোতা, অন্য লোকের জন্য শ্রোতা, (এ পর্য্যন্ত) তাহারা তোমার নিকটে উপস্থিত হয় নাই, তাহারা উক্তি সকলকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া পরিবর্ত্তিত করে ; তাহারা বলে, যদি ইহা (এই পরিবর্ত্তিত বিধি) তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে ইহা গ্রহণ কর, এবং যদি তোমাদিগকে প্রদত্ত না হইয়া থাকে, তবে নিবৃত্ত হও ; ঈশ্বর যাহাকে তাহার পথচ্যুতি ইচ্ছা করেন, পরে কখনও তাহার জন্য তুমি ঈশ্বর হইতে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না ; ইহারাই, যাহাদিগকে ঈশ্বর ইচ্ছা করেন না যে, তাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেন, তাহাদিগের জন্য ইহলোকে দুর্গতি ও তাহাদের জন্য পরলোকে মহাশাস্তি আছে ‡। ৪১। তাহারা অসত্য শ্রোতা, অবৈধ ভোক্তা, অবশেষে

---

* প্রেরিতপুরুষকে উপলক্ষ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া যে সৎকার্য্য করিবে, সে গৃহীত হইবে, অন্যথা হইবে না। (ত, ফা,)

+ অর্থাৎ আন্তরিক ও বাহ্যিক শত্রুর সঙ্গে ঈশ্বরের জন্য সংগ্রাম করা। (ত, ফা,)

‡ এরূপ অনেক কপট বন্ধু ছিল যে, তাহারা অন্তরে ইহুদিদিগের সঙ্গে মিলিত হইত ; কতক ইহুদি ছিল যে, তাহারা বন্ধুভাবে হজরতের নিকটে গমনাগমন করিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, হে মোহম্মদ, তোমার ধর্ম্মে ইহারা কোন দোষ ধরিয়া স্বীয় দলপতিদিগকে যাইয়া জ্ঞাপন করিবার জন্য আসিয়া থাকে, প্রধান পুরুষেরা আগমন করে না। প্রকৃতপক্ষে দোষ কোথায় ? ইহারা বাক্যের অসত্য ব্যাখ্যা করিয়া গুণকে দোষরূপে দর্শন করে। অনেক ইহুদি হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহার নিষ্পত্তি প্রার্থনা করিত ; প্রধান ব্যক্তি স্বয়ং আগমন না করিয়া মধ্যবর্ত্তী